প্রাচীন যুগের সফলতার সিক্রেট
সম্পদ আহরণের উপর লিখা সবচেয়ে বেশি অনুপ্রেরণাদানকারী বই

জর্জ এস ক্লাসন-এর

THE RICHEST MAN IN BABYLON

অবলম্বনে

দ্যা রিচেস্ট ম্যান ইন ব্যাবিলন

মোহাম্মদ আব্দুল লতিফ

সম্পদ ব্যবস্থাপনার বিশ্বের জনপ্রিয় অনুপ্রেরণাদানকারী গাইড

BanglaBook.org

জর্জ স্যামুয়েল ক্লাসন-এর লেখা *দ্যা রিচেস্ট ম্যান ইন ব্যাবিলন* বইতে প্রাচীন ব্যাবিলন থেকে পাওয়া নীতিকথার সংকলনের মাধ্যমে আর্থিক পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে। ব্যবসায়ে এবং পারিবারিক আর্থিক বিষয় ব্যবস্থাপনায় প্রয়োগের অভিজ্ঞতা থেকে প্রাপ্ত এই নীতিবাক্যের চরিত্রগুলো থেকে আর্থিক প্রজ্ঞা সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান আহরণ করা যায়। তখন ব্যাংক ও ইন্স্যুরেন্স কোম্পানীগুলো সিরিজ আকারে কিছু আলাদা পুস্তিকা প্রকাশ করতো, এই পুস্তিকাগুলো একসাথে জড়ো করে ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে বই আকারে প্রকাশ করা হয়। মিলিয়ন মিলিয়ন লোকের ভালোবাসা নিয়ে এই কালোত্তীর্ণ ক্লাসিক বইটি মানুষের সব আকাঙ্খা বাস্তবায়নের চাবিকাটি হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এই বইটিই ব্যক্তিগত সম্পদ আহরণের সিক্রেট প্রকাশ করে।

জর্জ স্যামুয়েল ক্লাসন মিসৌরি-এর লুসিয়ানায় ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে ৭ নভেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইউনিভার্সিটি অব নেব্রাস্কাতে পড়াশুনা করেন এবং স্পেনিস-আমেরিকা যুদ্ধের সময়ে আমেরিকান আর্মিতে কাজ করেন। একজন সফল ব্যবসায়ি হিসেবে তিনি ডেনভার, কলারোডোতে ক্লাসন ম্যাপ কোম্পানী প্রতিষ্ঠা করেন–যা আমেরিকা এবং কানাডার প্রথম রোড এটলাস প্রকাশ করেন। ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি মিতব্যয়িতা এবং আর্থিক সাফল্যের জন্য প্রাচীন ব্যাবিলনে ব্যবহৃত কিছু নীতিবাক্য এর সংকলন হিসেবে জনপ্রিয় সিরিজের একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। ব্যাংক ও ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি এগুলোর অসংখ্য কপি বিক্রি করে এবং মিলিয়ন মিলিয়ন পাঠকের কাছে বইটি জনপ্রিয় হয়ে উঠে। সবচেয়ে জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব, *দ্যা রিচেস্ট ম্যান ইন ব্যাবিলন*-এর নীতিবাক্য থেকেই বইটির শিরোনাম ঠিক করা হয়েছে। 'ব্যাবিলনিয়ান নীতিবাক্যগুলো' এখন বর্তমান বিশ্বের আধুনিক অনুপ্রেরণাদানকারী ক্লাসিকে পরিণত হয়ে গেছে।

১৯২০-এর দশকে লেখা একটি বইতে আধুনিক বিনিয়োগকারিদেরকে অর্থায়ন নিয়ে কি বলা হতে পারে? পুরোটা জুড়েই আছে জর্জ ক্লাসন-এর আলোকিত উপদেশাবলী যা অর্থের মৌলিক নীতি ব্যাখ্যা করে। আর্থিক বিশ্ব কাণ্ডকারখানা দেখে হতবাক হয়ে একজন গ্রাজুয়েট বা যেকোনো ব্যক্তির জন্য এটি এক বড়ো উপহার। অধিকাংশ অভিজ্ঞ বিনিয়োগকারিদের জন্য একটি বিস্ময়কর ও সতেজতা দানকারী পাঠ্য।

–লস এঞ্জেলস টাইম

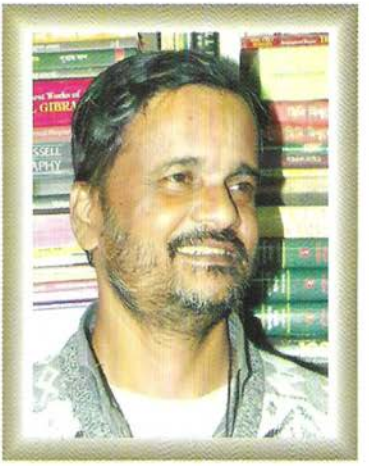

মোহাম্মদ আব্দুল লতিফ

জন্ম
১৯৬৬, বাদেপাশা গোলাপগঞ্জ, সিলেট

শিক্ষা
এম.কম (ব্যবস্থাপনা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়-১৯৯১)

পেশা
শিক্ষকতা

প্রকাশিক গ্রন্থ
১. 'এবিএ-এপ্লাইড বিহেভিয়ার এনালাইসিস'
২. হু মুভড্ মাই চিজ
৩. দি ওয়ান মিনিট মাদার
৪. রিচ ড্যাড পুওর ড্যাড
৫. দ্যা গ্রেটেস্ট সেলস্ ম্যান ইন দ্যা ওয়াল্ড
৬. দি ওয়ান মিনিট ম্যানেজার
৭. ইট দ্যাট ফ্রগ
৮. দি ওয়ান মিনিট সেলস্ পারসন
৯. দ্যা গ্রেটেস্ট সিক্রেট ইন দ্যা ওয়াল্ড
১০. টাইম ম্যানেজমেন্ট
১১. দি ওয়ান মিনিট টিচার
১২. স্পীচ থেরাপি

সূচিপত্র

উপক্রমনিকা - ৯
যে মানুষটি স্বর্ণ পেতে চাইতো - ১১
দ্যা রিচেস্ট ম্যান ইন ব্যাবিলন - ১৮
সৌভাগ্যের সাথে সাক্ষাত - ৪৭
স্বর্ণের পাঁচটি নিয়ম - ৬০
ব্যাবিলনের স্বর্ণের মহাজন - ৭৩
দ্যা ওয়াল অব ব্যাবিলন - ৮৭
ব্যাবিলনের উট বিক্রেতা - ৯১
ব্যাবিলনের ক্লে ট্যাবলেট - ১০৩
ব্যাবিলনের সবচেয়ে ভাগ্যবান লোকটি - ১১৪
ব্যাবিলনের ঐতিহাসিক চিত্র - ১৩১

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

উপক্রমনিকা

জাতি হিসেবে আমাদের উন্নতি নির্ভর করে আমাদের প্রত্যেকের ব্যক্তি হিসেবে আর্থিক সমৃদ্ধির উপর।

এই বইয়ে আমাদের সবার ব্যক্তিগত সফলতা নিয়ে কথা বলা হয়েছে। সফলতা মানেই হলো আমাদের সবার চেষ্টা এবং সক্ষমতার মাধ্যমে কোনো কিছু সম্পন্ন করা। সঠিক প্রস্তুতি আমাদের সফলতার চাবিকাঠি। আমাদের কাজ আমাদের চিন্তা থেকে খুব বেশি বিজ্ঞ নয়। আমাদের চিন্তা আমাদের বোধগম্যতার চেয়ে বেশি বিজ্ঞ নয়।

রুগ্ন পার্সের আরোগ্যলাভের জন্য লিখা এই বই আর্থিক বোধগম্যতার এক গাইডলাইন হিসেবে কাজ করে। এটির নিজেরই এক লক্ষ্য আছে যারা আর্থিক সফলতার জন্য উচ্চাকাঙ্খি—একটি অন্তর্দৃষ্টি যার মাধ্যমে অর্থ উপার্জনে সহায়তা পাওয়া যায়, অর্থ ধরে রাখা এবং এর উদ্বৃত্ত থেকে আরো অর্থ উপার্জন করা।

পরের পৃষ্ঠাগুলোতে আমরা ব্যাবিলনে ফিরে যাচ্ছি, যে দোলনাতে মৌলিক আর্থিক নীতি দোল খেয়েছে তা আজ বিশ্বজুড়ে স্বীকৃতি পেয়ে বহুল ব্যবহৃত হচ্ছে।

নতুন পাঠকদের প্রতি লেখক সেই প্রত্যাশার হাত বাড়িয়ে দিচ্ছেন, ব্যাংক হিসাব বড় করার, বৃহত্তর আর্থিক সাফল্যের এবং জটিল ব্যক্তিগত আর্থিক সমস্যা আগ্রহের সাথে সমাধান করতে পারে। উপকূল থেকে উপকূলের সব পাঠকের কাছেই তা সমাদৃত।

ব্যবসায়িক নির্বাহী যারা এ গল্প বলে থাকেন তারা তাদের বন্ধু, আত্মীয়স্বজন, কর্মী এবং সহযোগিদের প্রতি এতো দয়ালু যে লেখক তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছেন। এসব প্রাকটিক্যাল লোকগুলোর চেয়ে আর কোনো কিছু এতো উচ্চমর্যাদার হতে পারে না যারা এই শিক্ষাকে মূল্যায়ন করে যাচ্ছেন কারণ তারা নিজেরা যে নীতিগুলোর কথা বলছেন সেগুলো কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে প্রয়োগ করে গুরুত্বপূর্ণ সফলতা অর্জন করেছেন।

প্রাচীন পৃথিবীতে ব্যাবিলন সবচেয়ে সম্পদশালী শহরে পরিণত হয়েছিলো কারণ এর নাগরিকরা তাদের সময়ের সবচেয়ে ধনী লোক ছিলেন। তারা টাকার সময় মূল্য মূল্যায়ন করতেন। তারা অর্থ উপার্জনে, ধরে রাখতে এবং জমানো অর্থ দিয়ে আরো বেশি উপার্জন করতে ভালো আর্থিক নীতি ব্যবহার করতেন। আমরা যা নিজেদের ভবিষ্যতের জন্য আশা করে থাকি তারা এর সবগুলো পেয়েছিলেন।

BanglaBook.org

বাংলাবুক.অর্গ ওয়েবসাইটে স্বাগতম

নানারকম নতুন / পুরাতন বাংলা বই এর পিডিএফ ডাউনলোড করার জন্য আমাদের ওয়েবসাইটে (BANGLABOOK.ORG) আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

সোশ্যাল মিডিয়াতে আমাদেরকে পাবেন :

BANGLABOOK.ORG © COPYRIGHT , ALL RIGHTS RESERVED

যে মানুষটি স্বর্ণ পেতে চাইতো

বাইসির, ব্যাবিলনের যুদ্ধ- রথ নির্মাতা পুরোপুরি হতাশায় পড়ে গেলেন। তার জমির চারপাশের নিচু ওয়ালের উপর বসে তিনি বাড়ির দিকে এবং দরজা খোলা ওয়ার্কসপের দিকে দুঃখভরা চোখে তাকাচ্ছিলেন যেখানে একটি চ্যারিওট রাখা ছিল যা এখনো কমপ্লিট হয়নি।

তার স্ত্রী প্রায়ই খোলা দরজায় এসে দেখছেন। তার এই বারবার আসা মনে করিয়ে দিচ্ছে বাসায় রসদ ফুরিয়ে গেছে এবং তাকে চ্যারিওট-এর কাজ শেষ করতে দ্রুত হামারিং, হেউইং, পলিসিং এবং পেইন্টিং-এর কাজ করতে থাকে। টায়ারের উপর দিয়ে শক্ত করে লেদার বেধে গাড়িটিকে ডেলিভারী দেয়ার জন্য প্রস্তুত করে তুলে যাতে তা বিত্তশালী ক্রেতার কাছে বিক্রি করে ভালো টাকা সংগ্রহ করা যায়।

তথাপি তার মোটা পেশীবহুল শরীর নিয়ে ভাবলেশহীনভাবে ওয়ালের উপর সে বসে থাকলো। ধীরে চলা তার মন দিয়ে সে একটি সমস্যার সমাধান করতে পারছিলো না। এই উপত্যকায় সূর্যটা নির্দয়ভাবে বাঁকা হয়ে তার উপর উত্তাপ ছড়াচ্ছিলো। তার কপালের উপর ঘামের বিন্দু জন্ম নিয়ে লোমশ বুকে কোনো নোটিশ ছাড়াই হারিয়ে যাচ্ছিলো।

তার বাড়ির উপরেই সুউচ্চ দেয়াল ঘেরা রাজপ্রসাদের অবস্থান। তার কাছেই যেন নীল আকাশ বিদীর্ণ করে বেলের মন্দিরের ছবি আঁকা টাওয়ার উপরে উঠে গেছে। এরকম অট্টালিকার ছায়ার তার অতি সাধারণ বাড়ি। কমবেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং সযত্নে সজ্জিত। ব্যাবিলনটা এরকমই জৌলুস এবং অপরিচ্ছন্নতা, চোখ ধাধানো সম্পদ ও স্পষ্ট দারিদ্র, শহরকে সুরক্ষা দেয়া দেয়ালের ভেতরে কোনো পরিকল্পনা বা সিস্টেম ছাড়াই যেন গিজগিজ করছে।

ঢেঁর পেয়ে পিছন দিকে তাকিয়ে সে দেখলো ধনীদের রথের শব্দ যেমন সবাইকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিচ্ছে। তার একপাশে স্যান্ডেল পায়ে দোকানদাররা এবং খালি পায়ের ভিক্ষুকরা ঘিসঘিস করছে। এমনকি ধনীদেরকেও ঠেলে নর্দমার দিকে সরিয়ে দেয়া হচ্ছে যাতে রাজার কাজে পানি নিয়ে যাওয়া দাসদের জন্য পথ করে দেয়া যায়। প্রত্যেকেই ছাগলের চামড়ার তৈরি পানির ব্যাগ ভর্তি করে নিয়ে যাচ্ছে ঝুলন্ত বাগানে পানি দেয়ার জন্য।

BanglaBook.org

বানসির নিজের সমস্যায় এতোই মশগুল ছিলো যা ব্যস্ত শহরের শোরগোল তার কানে ঢুকছিলো না বা দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারছিলো না। অপ্রত্যাশিত এই রণন তাকে দিবাস্বপ্ন থেকে সরিয়ে আনলো। সে ফিরে দেখলো তার সবচেয়ে ভালো বন্ধু মিউজিশিয়ান কব্বির সেন্সিটিভ এবং হাসিভরা মুখ।

'স্রষ্টা তোমাকে সীমাহীন অনুগ্রহ প্রদান করুন, হে আমার উত্তম বন্ধু' কব্বি তার বিস্তৃত স্যালুট দিয়ে শুরু করলো। 'দেখে মনে হয় তারা তোমার প্রতি এতো অনুগ্রহশীল যে তোমাকে কোনো পরিশ্রমই করতে হচ্ছে না। তোমার এই সৌভাগ্যে আমি আনন্দিত। আমি তোমার সাথে আরো বেশি শেয়ার করতে যাচ্ছি। অবশ্যই মোটা হতে থাকা তোমার পার্স থেকে আমাকে দুটো মুদ্রা ধার দাও। যা আজ রাতে মহান ব্যক্তি আয়োজিত ভোজের পরই পরিশোধ করে দেবো। এগুলো ফেরত দিতে কোনোভাবেই ভুল হবে না'।

'আমার যদি দুটো মুদ্রা থাকতো', বানছির গম্ভীর হয়ে উত্তরে বললো, 'কাউকেই আমি তা ধার দিতাম না—এমনকি আমার উত্তম বন্ধুদেরকেও; কারণ এগুলো আমার ভবিষ্যত-আমার পূর্ণ ভবিষ্যত। কেউই তার সম্পূর্ণ ভাগ্যকে কারো কাছে ধার দিতে পারে না এমনকি উত্তম বন্ধুদেরকেও না'।

'কি', সত্যিকারের অবাক হয়ে কব্বি বিস্মিত হয়ে বললো। 'তোমার পার্সে একটিও মুদ্রা নেই, তারপরও দেয়ালের উপর মূর্তির মতো বসে আছো! কেন রথটার কাজ শেষ করছো না? তোমার ক্ষুধাকে কতক্ষণ সামলে রাখতে পারবে? 'এটি তোমার কাজ নয়, বন্ধু। কোথায় গেলো তোমার সীমাহীন শক্তি? কিছু কি তোমাকে বিপন্ন করে তুলেছে? স্রষ্টা কি কোনো সমস্যায় ফেলেছেন?'

'স্রষ্টার কাছ থেকে এটি অবশ্যই একটি আঘাত, 'বানসির সম্মত হলো। 'এটি শুরু হয়েছে একটি স্বপ্ন থেকে, একটি অনুভূতিহীন স্বপ্ন, যেখানে নিজেকে মনে হলো একজন কাজের মানুষ। আমার বেল্টে একটি সুন্দর পার্স ঝুলে আছে যা কয়েনে ভারী। এখানকার মুদ্রাগুলোকে আমি ভিক্ষুকদের দিকে এলোমেলোভাবে ছুড়ে দিচ্ছি। সিলভারের পিস দিয়ে আমার স্ত্রীর জন্য সুন্দর সুন্দর জামা কিনছি এবং নিজের আকাঙ্খিত জিনিসগুলো ক্রয় করে যাচ্ছি। এর ভেতরের স্বর্ণের পিসগুলো আমার ভবিষ্যতের নিশ্চয়তা প্রদান করে যাচ্ছে এবং সিলভারগুলো নির্ভয়ে ব্যয় করতে দিচ্ছে। আমার মধ্যে সন্তুষ্টির একটি গৌরবময় অনুভূতি কাজ করছিলো। তুমি আমাকে সেই কঠোর পরিশ্রমী বন্ধু হিসেবে আর চিনতে পারছো না। না আমার স্ত্রীকে চিনতে পারছো। তার

BanglaBook.org

মুখে আর কোনো বলিরেখা নেই বরং তাতে সুখের চিহ্ন বিদ্যমান। সে আমাদের বিবাহের প্রথম সময়ের মতো একজন হাসিখুশি রমনী'।

'নিঃসন্দেহে একটি আনন্দ ভরা স্বপ্ন,' কব্বি মন্তব্য করলো, 'কিন্তু কেন এই সুখের অনুভূতি তোমাকে এই দেয়ালের উপর মূর্তির মতো বসিয়ে রেখেছে?'

'কেন, তাইতো! কারণ যখন আমি জেগে উঠলাম এবং মনে করে দেখলাম আমার পার্স কতো খালি, একটি বিদ্রোহের অনুভূতি আমার মধ্যে দ্রুত প্রবাহিত হলো। চলো এটি নিয়ে একসাথে কথা বলি, যেমন নাবিকরা বলে থাকে, আমরা একই বোটে চড়ছি, আমরাও দুজন। তরুণ থাকতে আমরা একসাথে পাদ্রীর কাছে গিয়ে জ্ঞান আহরণ করেছি। যুবক অবস্থায় আমরা একে অন্যের সুখ ভাগাভাগি করে নিয়েছি। বয়স্ক অবস্থায় আমরা একে অন্যের বন্ধু হিসেবেই আছি। আমরা বিভিন্ন বিষয়ে তর্কবিতর্ক করেছি। আমরা দীর্ঘসময়ে কাজ করে এবং আমাদের আয়ের টাকা ব্যয় করে দিয়ে সন্তুষ্ট থেকেছি। অতীতে আমরা অনেক কয়েন উপার্জন করেছি, এখনো এসব সম্পদ থেকে আনন্দ ভেসে আসছে। আমরা এসব নিয়ে স্বপ্ন দেখি, বাহ! আমরা কি বোবা ভেড়া থেকে আরো খারাপ? সারা পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী শহরে আমরা বাস করছি। যারা এখানে বেড়াতে আসে তারা বলে এই শহরের সমকক্ষ কোনো শহর আর নেই। আমাদের অনেক সম্পদ দেখানো হয় কিন্তু আমাদের নিজেদের কিছুই নেই। জীবনের অর্ধেক সময়ে কঠোর পরিশ্রম করেও তুমি আমার সবচেয়ে ভালো বন্ধু, যার পার্স খালি। আমাকে বলছো, 'আজ রাতের মহান ব্যক্তির ডিনার পর্যন্ত তুমি কি আমার দুটো মাত্র মুদ্রা ধার দিতে পারো?' তারপর আমি উত্তরে কি বললাম? আমি কি বলছি, 'এই হলো আমার পার্স? এর মধ্যে যা কিছু আছে আমি তা খুশিমনে শেয়ার করছি?' না। আমি স্বীকার করছি আমার পার্স যেমন রোগা তেমনি তা খালি। কি বলো? কেন আমরা স্বর্ণ এবং রৌপ্য জোগাড় করতে পারছি না—আমাদের খাবার এবং কাপড়ের জন্য যা দরকার তার চেয়ে বেশি?

'আমাদের নিজেদের সন্তানদের কথাও ভাবো,' বানছির বলতে থাকল,' তারা কি তাদের বাবাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করছে না? তারা, তাদের পরিবার, তাদের পুত্রকন্যা এবং তাদের পুত্রকন্যার পরিবারকে কি এরকম সম্পদের মধ্যে বাস করার দরকার নেই কিন্তু এখনো তারা টক হয়ে যাওয়া ছাগলের দুধ ও পান্তাভাত খেয়ে জীবনযাপন করছে না?'

'আমাদের এতোদিনের বন্ধুত্ব। এর আগে কখনো তোমাকে এরকম বলতে শুনিনি, বানছির,' কব্বি হতবাক হয়ে গেলো।

BanglaBook.org

'এতোগুলো বছরের মধ্যে আমি এর আগে কখনো এরকম ভাবিনি। ভোর থেকে রাত যতক্ষণ না আমাকে থামিয়ে দেয় ততক্ষণ আমি সবচেয়ে ভালো যান তৈরি করে গেছি যা কেউ কখনো বানাতে পারেনি। নরম হৃদয়ে আশা করেছি স্রষ্টা হয়তো একদিন আমার এই জাগতিক কাজের স্বীকৃতি দেবে এবং বিরাট সমৃদ্ধি প্রদান করবে। ওগুলো আর হলোই না। অবশেষে মনে হলো তারা এগুলো কখনো করবে না। সেজন্যে আমার হৃদয় আজ ব্যথিত। আমি একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হতে চাই। আমি চাই আমার জমি থাকবে, পশু থাকবে, ভালো কাপড় থাকবে এবং পার্সে কয়েন থাকবে। আমার মেরুদণ্ডের সব শক্তি, হাতের সব দক্ষতা এবং মাথার সব বুদ্ধি দিয়ে আমি এগুলোর জন্য কাজ করে যেতে চাই। আমি চাই আমার শ্রমকে সঠিকভাবে পুরষ্কৃত করা হবে। কিন্তু আমাদের সাথে কি ঘটছে? আবারো আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করছি! কেন আমরা যাদের হাতে স্বর্ণ আছে তাদের মতো করে পর্যাপ্তভাবে ভালো জিনিসগুলো শেয়ার করতে পারছি না?'

'আমি যদি উত্তরটা জানতাম!' কব্বি উত্তরে বললো, 'তোমার থেকে আমিও বেশি সন্তুষ্ট না। বাদ্যযন্ত্র থেকে আসা আমার আয় দ্রুত চলে যায়। আমাকে প্রায়ই প্লান করতে হয় এবং স্কিম নিতে হয় যাতে আমার পরিবারকে উপোস না থাকতে হয়। অবশ্য আমার বুকের গভীরে থাকা আশা হলো একদিন এখান থেকে একদিন সত্যিকারের সঙ্গীত উঠে আসবে যা আমার মনে ঢেউ তুলবে। এই ধরনের যন্ত্র দিয়ে আমি এমন এক সঙ্গীত সৃষ্টি করবো যা রাজা এর আগে কখনো শুনেননি'।

'এরকম যন্ত্র তোমার আছে। ব্যাবিলনের কেউই তোমার মতো এতো সুন্দর করে বাজাতে পারেনি কখনো। শুধু রাজা না গরুও তা শুনে উৎফুল্ল হয়ে উঠার কথা ছিলো। কিন্তু তুমি কি পেয়েছে যেখানে আমরা দুজন রাজার দাসদের মতোই গরিব? ঘণ্টা শুনে দেখো! তারা এখানে আসে'। সে দেখালো অর্ধনগ্ন, ঘর্মাক্ত পানি বহনকারীদের দিকে যারা বেশ পরিশ্রম করে নদী থেকে সরুপথে পানি বহন করে নিয়ে যাচ্ছে। পাঁচজন করে পাশাপাশি তারা মার্চ করে এগুচ্ছে। প্রত্যেকের কাছেই বেশ ভারী ছাগলের চামড়ার জারভর্তি পানি।

'একজন ভালো ফিগারের লোক এদের নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছে,' কব্বি ঘণ্টা বহনকারীর দিকে ইঙ্গিত করলো যার হাতে কোনো জার নেই, 'তার নিজের দেশের একজন বিশেষ ব্যক্তি, ' যাকে সহজে দেখা যাচ্ছে'।

BanglaBook.org

'লাইনে সুন্দর ফিগারের অনেক লোক আছে', বানছির সম্মতি জানালো, 'এরা আমাদের মতো ভালো মানুষ, লম্বা ন্যাড়া লোকগুলো এসেছে দক্ষিণ থেকে, হাস্যোজ্জ্বল কালো মানুষেরা দক্ষিণ থেকে, বেটে বাদামী লোকেরা কাছাকাছি দেশগুলো থেকে। সবাই নদী থেকে বাগানের দিকে মার্চ করে যাচ্ছে, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস। সুখের কোনো আশা তাদের নেই। কষ্টের বিছানায় তাদের শুতে হয়, শক্ত খাদ্যশস্য, পান্তাভাত তাদের খেতে হয়। হতভাগা এই জানোয়ারদের জন্য মায়া হয়, কব্বি!

'তাদের প্রতি আমারও করুণা হয়। যদিও তাদের দেখলে মনে হয় আমরা কিছু তা না-হয় ভালো আছি। মুক্ত মানুষ–যেমন আমরা নিজেদের বলে থাকি'।

'এটি সত্যি, কব্বি। যতই আনন্দহীন চিন্তা এটি হউক না কেন। বছরের পর বছর আমরা দাসদের জিন্দেগি যাপন করতে চাই না। কাজ, কাজ, আর কাজ! বিনিময়ে কিছুই নাই'।

'অন্যরা কিভাবে স্বর্ণ সংগ্রহ করে নিজেদের মতো খরচ করে যাচ্ছে তা কি আমাদের জানা উচিত না?" কব্বি জানতে চাইলো।

'সম্ভবত কিছু সিক্রেট আছে যা আমাদের জানতে হবে। সেসব সিক্রেট চাইতে হবে তাদের কাছে যাদের তা জানা আছে, 'বানছির বেশ চিন্তা করেই জবাব দিলো।

'আজকের এই বিশেষ দিনে', কব্বি পরামর্শ দিয়ে বললো, 'সোনার রথে চড়া আমাদের বন্ধু আরকাদের সাথে রাস্তায় আমার দেখা হলো। আমি বলবো, সে আমার হেট হয়ে যাওয়া মাথার দিকে তাকাতে পারেনি যেহেতু ডানদিকে অনেকেই তার দিকে তাকিয়ে ছিলো। তার পরিবর্তে সে হাত নেড়ে যাচ্ছিলো যাতে সব দর্শনার্থী দেখতে পারে যে সে অভিবাদন এবং তার বন্ধুত্বের হাসি মিউজিশিয়ান কব্বির দিকে ছুড়ে দিচ্ছে'।

'তাকে ব্যাবিলনের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি হিসেবে দাবি করা হয়,' বানছির চিন্তা করেই বললো।

'এতো ধনী যে রাজা তার ট্রেজারীর বিষয়ে তার গোল্ডেন সাহায্য নিয়ে থাকেন, 'কব্বি উত্তরে বললো।

'এতো ধনী', বানছির মাঝখানে বলে উঠলো, 'ভয় হয় রাতের অন্ধকারে তার সাথে দেখা করতে গেলে আমার হাত তার মোটা ওয়ালেটের উপর না চলে যায়'।

BanglaBook.org

'ননসেন্স', কব্বি ভর্ৎসনা করে বললো, 'একজন মানুষের সম্পদ সে পার্সে করে বয়ে নিয়ে যায় না। একটি মোটা পার্স দ্রুত খালি হয়ে যায় যদি সেখানে সোনালী ঝরনা না-থাকে তা আবার পূরণ করে দেয়ার জন্য। আরকাদের আয় সবসময়েই তার পার্সকে পূর্ণ করে রাখছে, সে কত মুক্তভাবে তা ব্যয় করছে তা কোনো বিষয় না'।

'ইনকাম, এটিই আসল বিষয়, বানছির বলে উঠলো, 'আমার যদি এরকম একটি আয় থাকতো যা আমার পার্সে প্রবাহিত হতে থাকতো, আমি কি দেয়ালে বসে থাকলাম না দূরদেশে ভ্রমণে গেলাম। আরকাদ জানতো কিভাবে একজন মানুষ নিজের জন্য আয় করতে পারে। তুমি কি ভাবো যে সে আমার মতো করে আস্তে আস্তে তার মাথায় কোনো নতুন আইডিয়া নিয়ে আসে?'

"আমি ভাবতাম সে তার ছেলে নোমাসিরকে নিজের এই জ্ঞান শিক্ষা দিয়ে দিয়েছে, "কব্বি উত্তরে বললো, "সে কি নিনেবাহতে যায়নি এবং এ নিয়ে বলাবলি হয় যে তার বাবা ব্যাবিলনের সবচেয়ে ধনী লোকের কাছে থেকে কোনো সাহায্য না নিয়েই?"

'কব্বি, তুমি একটি নতুন চিন্তা ডুকিয়ে দিলে,' বানছিরের চোখে নতুন এক আলো দেখা গেলো, "একজন বন্ধুর কাছে পরামর্শ চাইতে কোনো ক্ষতি নেই এবং আরকাদ সবসময়েই এরকম। যদিও বছর খানেক আগে আমাদের পার্স বাজপাখির বাসার মতো শুন্য থেকে থাকে তাতে সে কিছু মনে করবে না। এটি যাতে আমাদের বন্দি না করে ফেলে। ভয় পাই মাঝখানে যাতে আমরা স্বর্ণবিহীন হয়ে না পড়ি। আমরা গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হতে চাই। চলো, আরকাদের কাছে যাই এবং জিজ্ঞেস করি কিভাবে আমরাও নিজেদের জন্য আয় বাড়াতে পারি।'

'তুমি সত্যিকারের অনুপ্রেরণা নিয়েই কথা বলেছো, বানছির। তুমি আমার মাথায় নতুন এক চিন্তা নিয়ে এসেছো। কেন আমরা কোনো সম্পদ খুঁজে পাই না তার কারণ তুমি আমাকে উপলব্ধি করতে দিচ্ছো। আমরা কখনো তা খুজি না। তুমি ধৈর্য ধরে পরিশ্রম করে ব্যাবিলনের অনিরোধক যুদ্ধ রথ তৈরি করেছো, এ জন্য তুমি সবচেয়ে উত্তম প্রচেষ্টা নিয়োগ করেছো। সেজন্য তুমি সফল হয়েছো। আমি চেষ্টা করেছি একজন দক্ষ বাদ্যযন্ত্র চালক হতে এবং তাতে আমি সফল হয়েছিলাম।

BanglaBook.org

'এসব জিনিসে আমাদের সবচেয়ে বেশি প্রচেষ্টা দিয়ে আমরা সফলতা পেয়েছিলাম। স্রষ্টা আমাদেরকে এভাবে চালাতে সন্তুষ্ট ছিলেন। এখন সবশেষে আমরা একটি আলো দেখছি, সূর্যের মতো উজ্জ্বল আলো। এটি আমাদেরকে বুঝাচ্ছে যে বেশি সমৃদ্ধির জন্য আমাদের বেশি করে জ্ঞান অর্জন করতে হবে। নতুন এই উপলব্ধিতে আমাদের আকাঙ্খা পূরণে সম্মানজনক পথ আমরা পেয়ে যাবো।'

'আজকের এই বিশেষ দিনে চলো আরকাদের কাছে যাই,' বানছির অনুরোধ জানালো। 'এবং চলো আমাদের শৈশবকালের অন্যান্য বন্ধু যারা আমাদের চেয়ে ভালো অবস্থায় নেই তাদের বলে দেখি, এই জ্ঞান শেয়ার করতে আমাদের সাথে যোগ দিতে চায় কিনা।'

'তোমার মতো তোমার বন্ধুরা এরকমই চিন্তা করছে, বানছির। সেজন্যে তোমার সাথে অনেক বন্ধু পাবে। যারা তোমার মতোই বলছে। আমরা এই বিশেষ দিনেই তাদেরকে সাথে নিয়ে যাবো।'

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

দ্যা রিচেস্ট ম্যান ইন ব্যাবিলন

প্রাচীন ব্যবাবিলনে একসময়ে একজন খুব ধনী লোক বাস করতো। তার নাম ছিলো আরকাদ। দেশে বিদেশে তিনি তার অগাধ সম্পদের জন্য সুখ্যাতি ছিলো। তার মহানুভবতার জন্যও সুখ্যাতি ছিলো। দান করতে তিনি ছিলেন খুবই মুক্তহস্ত। তার নিজের পরিবারের প্রতিও ছিলেন খুব দয়ালু। নিজের জন্য ব্যয় করতেও তিনি খুব লিবারেল ছিলেন। এতো ব্যয়ের পরেও প্রতিটি বৎসরে তার সম্পদ বেড়ে চলছিলো।

ছোটবেলার তার কিছু বন্ধু তার কাছে এসে বললো, "আরকাদ, তুমি আমাদের চেয়ে অনেক বেশি ভাগ্যবান। আমরা যখন ঠিকে থাকার জন্য সংগ্রাম করে যাচ্ছি তখন তুমি সারা ব্যাবিলনের মধ্যে সবচেয়ে ধনী ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছো। তুমি সবচেয়ে ভালো জামা পরিধান করছো, সবচেয়ে বেশি দামী খাবার খেতে পারছো যখন আমরা পরিবার পরিজনকে পোশাক ও আমার সাধ্যমতো খাবার দিতে পারলেই সন্তুষ্ট হচ্ছি।

"যদিও একসময়ে আমাদের অবস্থা একই রকম ছিলো। আমরা একই শিক্ষকের কাছে শিক্ষা গ্রহণ করেছি। একসাথে খেলাধুলা করেছি। পড়াশোনা বা খেলাধুলায় তুমি আমাদের চেয়ে ভালো করতে পারোনি। কয়েক বছর আগেও তুমি আমাদের চেয়ে সম্মানিত ছিলে না।

'আমাদের বিবেচনায় না তুমি আমাদের চেয়ে বেশি কঠোর পরিশ্রম করেছো, না করেছো অধিক বিশ্বাসযোগ্যভাবে কাজ করছো। তাহলে কেন ভাগ্যের ফেরে তুমি জীবন সবচেয়ে ভালো জিনিসগুলো উপভোগ করছো এবং সমানভাবে দাবিদার আমাদেরকে ভাগ্য বঞ্চিত করে যাচ্ছে?'

আরকাদ তাদের কথাগুলোর তীব্র বিরোধিতা করে বললো, 'যদি তোমরা তরুন থাকতে বেঁচে থাকার জন্য যৎসামান্য কিছুর বেশি অর্জন করতে না পেরে থাকো, তবে হয় তোমরা সম্পদ গড়ে তোলার নিয়মগুলো শেখতে পারোনি অথবা তোমরা তা পাওয়ার যোগ্য না।

'অদৃশ্য ভাগ্য' এক দুষ্ট দেবতা যা কারো জন্য স্থায়ীভাবে ভালো কিছু করেনি। বিপরীতক্রমে, যাদের উপর সে অনার্জিত সম্পদ বর্ষন করেছে, সবার সে ক্ষতি ডেকে এনেছে। সে অপব্যয়ীদের সৃষ্টি করেছে, যারা যা

BanglaBook.org

পেয়েছে তা খুব দ্রুত উড়িয়ে দিয়েছে এবং রেখে গেছে অসম্ভব ক্ষুধা ও আকাঙ্ক্ষা যা তাদের আর পূরণ করার ক্ষমতা নেই ; অন্য গ্রুপ যাদের সে বর দিয়েছে তারা হয়েছে কঞ্জুস, সম্পদ ধরে রেখেছে, কারো ভয় ছিলো যা আছে সব খুইয়ে ফেলার। তারা জানতো এসব উড়িয়ে ফেললে তাদের আর জড়ো করার ক্ষমতা নেই। অধিকন্তু তারা ডাকাতি হয়ে যাওয়ার ভয়ে আড়ষ্ট থাকতো। তারা নিঃসম্বলভাবে জীবনযাপনের এবং কঞ্জুসির কষ্ট নিজদেরকে দিয়ে যেতো।

'আরো কিছুলোক আছে, যারা অনুপার্জিত স্বর্ণ নিজেদের আয়ত্বে নিয়ে বেশ সুখী এবং সন্তুষ্ট নাগরিক হিসাবে জীবনযাপন করে। কিন্তু তারা সংখ্যায় খুব কম। মানুষ এদের সম্পর্কে বলাবলি করে বলেই জানা যায়। নিজেকে এরকম হঠাৎ পাওয়া সম্পদের মালিক মনে করুন এবং দেখুন এরকম ঘঠছে কিনা।'

তার বন্ধুরা স্বীকার করলো তারা এধরনের লোক সম্পর্কে জানে। তাকে ঘিরে ধরলো যাতে সে এতো সমৃদ্ধশালি হয়েছে তা ব্যাখ্যা করে। তাই সে বলতে থাকলো :

'যৌবনে আমি নিজের সম্পর্কে ভাবলাম এবং সব ভালো ভালো জিনিস দেখতে পেতাম যা দিয়ে সুখ ও শান্তি আসে। আমি উপলব্ধি করলাম সম্পদের মাধ্যমে এসব জিনিস অর্জন করা যায়।

'সম্পদ হলো এক পাওয়ার। সম্পদ দিয়ে অনেক কিছুই সম্ভব হয়।

'একজন দামী দামী গৃহসজ্জার জিনিস দিয়ে তার বাড়িকে অলংকৃত করতে পারেন।

'একজন গভীর সমুদ্রে জাহাজে করে ভাসতে পারেন।

'একজন দূরদেশের মজার মজার খাবারে উদরপুর্তি ঘটাতে পারেন।

'একজন স্বর্ণখনির শ্রমিক না পাথর পলিসকারীর কাছ থেকে দামি দামি অলংকার কিনতে পারেন।

'এমনকি একজন পরম শক্তিশালী স্রষ্টার সন্তুষ্টির জন্য মসজিদ মন্দির তৈরি করতে পারেন।

'একজন এগুলোর সবই করতে পারেন, অনেকের জন্য এগুলো তাদের আত্মার সন্তুষ্টি ও ইন্দ্রিয়ের আনন্দ জোগাতে পারে।

BanglaBook.org

'এবং যখন আমি এসব বুঝতে পারলাম, সিদ্ধান্ত নিলাম দুনিয়ার এসব ভালো জিনিসে আমি আমার অংশ দাবি করে বসবো। আমি এমন কেউ হব না যে দূরে বসে অন্যদের এসব উপভোগ করতে দেখে হিংসায় পুড়বে। আমি সস্তা কাপড় গায়ে দিয়ে নিজেকে সন্তুষ্ট রাখবো না। গরীব মানুষের ভাগ্যে আমি সন্তুষ্ট থাকবো না। বিপরীতক্রমে এসব দামী জিনিসগুলোর মেলায় আমি অতিথি হয়ে থাকবো।

'যেমন তোমরা জানো একজন ভদ্র মার্চেন্ট এর সন্তান হয়েও বড়ো বড়ো পরিবারে উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পদ পাওয়া না গেলে, তোমরা সহজভাবে বলবে আমার সুউচ্চ প্রজ্ঞা এবং শক্তি দিয়ে সিদ্ধান্ত নিলাম আমার কাঙ্খিত জিনিস আমাকে অর্জন করতে হবে যার জন্য সময় ও চিন্তা ব্যয় করার দরকার।

'সব মানুষই পর্যাপ্ত সময় পেয়ে থাকে। তোমরা প্রত্যেকে বোকার মতো এই সময় নষ্ট করছো। সম্পদ আহরনে সময় ব্যয় করোনি। অবশ্য তুমি স্বীকার করবে যে তোমার ভালো পরিবার ছাড়া আর কিছু দেখাবার নেই। অবশ্য এই পরিবারে জন্ম নিয়ে তুমি গর্বিত।

'জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে আমাদের বিজ্ঞ শিক্ষক কি বলেননি যে শিক্ষা হলো দু ধরনের : একটি ধরন হলো আমরা যা শিখলাম এবং জানলাম এবং আরেকটি ধরন হলো সেই ট্রেনিং যা বলে দেয় যা আমরা জানি না তা কিভাবে জানবো?

'তাই সিদ্ধান্ত নিলাম, আমি জেনে নেবো কিভাবে মানুষ সম্পদ জড়ো করে তা আমি জেনে নেবো এবং যখন তা জানতে পারবো তখন নিজের জন্য তাই করবো এবং ভালোভাবেই করবো। সূর্যের উজ্জ্বলতায় বাস করে তা উপভোগ করতে থাকা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। যখন আমরা পৃথিবীর অন্ধকার দিকে যাত্রা করলেই দুঃখ কি আমাদেরকে ঝেকে ধরবে না?

'আমি রেকর্ড কপি করার কাজ নিলাম। দীর্ঘ সময় ধরে আমি লেখার কাজ করতাম। সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস আমি কাজ করতে থাকলাম যদিও আমার আয় দেখানোর মতো কিছুই ছিলো না। খাওয়া দাওয়া, কাপড় চোপড়, সবকিছুর ব্যবস্থা আমাকে এই আয় দিয়েই করতে হতো। কিন্তু আমার দৃঢ়প্রতিজ্ঞা আমাকে ছেড়ে গেলো না।

'একদিন আলগামিস, মহাজন, সিটি মাস্টারের বাড়ি এলেম এবং নবম আইনের একটি কপির অর্ডার দিলেন। তিনি আমাকে বললেন, "দুদিনের

BanglaBook.org

মধ্যেই আমার এটি চাই। যদি কাজটি দুদিনে করতে পারো তবে আমি তোমাকে দুটি তাম্রমুদ্রা দেবো।'

'তাই আমি কঠোর পরিশ্রম করতে থাকলাম কিন্তু আইনটি অনেক বড়ো ছিলো। যখন আলগামিস ফিরে এলো তখনো কাজটি সম্পন্ন হলো না। তিনি রেগে গেলেন এবং আমি যদি তার দাস হতাম তবে তিনি আমাকে প্রহার করতেন। কিন্তু সব জেনে আমার সিটি মাস্টার আমাকে আহত করতে তাকে বারন করলেন। আমি ভয় পেলাম না। তাই আমি তাকে বললাম, 'আলগামিস, তুমি খুব ধনী লোক। আমাকে বলো, কিভাবে আমি ধনী হতে পারি। যদি তুমি তা করো তবে আমি সারারাত কাদা দিয়ে লিখে নেয়ার কাজ করে সূর্য উঠার আগেই কাজটি শেষ করে দেবো।'

'তিনি আমার দিকে তাকিয়ে হেসে উঠলেন এবং বললেন, 'তুমি খুব ধূর্ত লোক। কিন্তু আমরা এটিকে বলবো 'বারগেইন'।

'সারা রাত আমি খোদাই করে চললাম, যতক্ষণ চোখ মেলে রাখতে পারি, যদিও আমার পিঠে ব্যথা হচ্ছিলো এবং মশালের ধোয়ার গন্ধে আমার মাথা ধরল। কিন্তু যখন সূর্যোদয়ের সময়ে তিনি ফিরে এলেন তখন টেবলেট কমপ্লিট।

'এখন' আমি বললাম, 'আপনি যা প্রতিজ্ঞা করেছিলেন তাই বলুন।'

'তুমি আমাদের চুক্তি আনুযায়ী তোমার কাজ করে ফেলছো, মাই সান'। তিনি খুব মায়াভরা স্বরে আমাকে বললেন, 'এবং আমি আমার শর্ত পূরণ করতে এখন প্রস্তুত। তুমি যা জানতে চাও, আমি তোমাকে তাই বলতে যাচ্ছি। কারণ আমি বুড়ো হয়ে যাচ্ছি। এবং বুড়ো জিহবা নড়তে বেশি ভালোবাসে। যখন একজন যুবক যখন বুড়ো লোকের কাছে উপদেশ নিতে আসে, তখন সে দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতালব্দ জ্ঞানলাভ করে। কিন্তু প্রায়ই দেখা যায় যুবকরা মনে করে বৃদ্ধদের কাছে জানা যায় যেসব অভিজ্ঞতা সেসব দিন এরিমধ্যে চলে গেছে। তাই এদের কথা শুনে কোনো লাভ নেই। কিন্তু মনে রেখো আজ যে সূর্য আলো দিয়ে যাচ্ছে, সেই একই সূর্য তোমার বাবার জন্মের সময়েও আলো দিয়েছিলো এবং তোমাদের সবশেষ নাতি নাতনির শেষ দিন পর্যন্ত আলো দিয়ে যাবে।

'তারুণ্যের ভাবনা,' তিনি বলতে থাকলেন, 'হলো উজ্জ্বল বাতি যা উজ্জ্বল তারকার মতো আলো ছড়াতে থাকে এবং আকাশে ঝিকমিক করতে থাকে।

BanglaBook.org

কিন্তু অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান আকাশের স্থির তারকার মতো যা এতো অপরিবর্তনীয় থাকে যে নাবিকেরা তা দেখে নিজেদের গন্তব্য ঠিক করে নেয়।

'তুমি আমার কথাগুলো ভালো করে খেয়াল করে শুনো। যদি তুমি তা করতে না পারো তবে আমি যা বলবো সেসব সত্য তুমি ধারন করতে ব্যর্থ হবে এবং তোমার রাত জেগে এই কাজ করে দেয়াটা বিফলে যাবে।

'তারপর তিনি আক্রমনাত্মক ভঙ্গিতে তার লোমশ ভ্রুর নীচের চোখ দিয়ে আমাকে দেখে নীচু কিন্তু বলিষ্ট কণ্ঠে আমাকে বললেন, 'আমি তখনি ধনী হওয়ার পথ খুঁজে পেয়েছিলাম যখন আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যে আমার আয়ের একটি অংশ আমার নিজের কাছে রেখে দেবো এবং তুমিও তা করতে পারবে।'

'তারপর তিনি আমার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে থাকলেন যেন তিনি আমার উপর তা হাতুড়ি পিটাচ্ছেন কিন্তু কিছুই বললেন না।

'এটিই কি সব?' আমি জানতে চাইলাম।

'একজন ভেড়া চালকের হৃদয়কে একজন মহাজনের হৃদয়ে পরিণত করে দিতে এটি যথেষ্ট ছিলো, তিনি বললেন।

'কিন্তু আমি যা আয় করি সবই আমার কাছে রাখার জন্যে, তাই না?' আমি জানতে চাইলাম।

'এটা থেকে অনেক দূরে, 'তিনি উত্তরে বললেন 'তুমি কি কাপড় তৈরির টাকা দেবে না? তুমি কি স্যান্ডল তৈরির টাকা দেবে না? তুমি যা খাবে তার বিল কি পরিশোধ করবে না? ব্যাবিলনে টাকা ছাড়া কি বাঁচা যাবে? গত মাসের তোমার আয়ের টাকা কোথায় গেল? গত বৎসরের তোমার আয় কোথায় গেলো? বোকা! তুমি সবাইকেই পরিশোধ করেছো কিন্তু তোমাকে পরিশোধ করোনি। বোকা, তুমি অন্যের জন্য কাজ করে যাচ্ছো অনেকটা দাসের মতোই। কাজ করে যাচ্ছো যাতে তোমার মনিব তোমাকে খাবার ও কাপড় দেয়। যদি তুমি তোমার আয়ের দশ ভাগের একভাগ নিজের কাছে রাখতে তবে দশ বছরে তা কত হতো?

'আমার হিসাবে ভুল হয় না। আমি উত্তরে বললাম, 'আমার এক বৎসরের আয়ের সমান।'

'তুমি যা উত্তর দিয়েছ তবে তা অর্ধেক সত্য' তিনি সাথে সাথেই বললেন, 'তোমার সঞ্চয় করা প্রতিটি স্বর্ণ দাসের মতোই তোমার জন্য কাজ করবে।

BanglaBook.org

এর আয় করা প্রতিটি তামা হলো এর বাচ্চা যেটিও তোমার জন্য আয় করে যাবে। তুমি যদি ধনী হয়ে যাও তবে তোমার সঞ্চয় করা প্রতিটি মুদ্রা অবশ্যই আয় করতে থাকবে। এর বাচ্চাকাচ্চারাও আয় করতে থাকবে। এদের সবই তোমাকে প্রাচুর্য আনতে থাকবে।

'তুমি ভাবছো, সারারাত কাজ করিয়ে আমি তোমাকে ঠকিয়েছি' তিনি বলেই চললেন,' কিন্তু আমার দেয়া পারিশ্রমিক কয়েক হাজার গুন হয় যাবে, যে সত্য তোমার কাছে উন্মোচন করেছি তা যদি তুমি ধারন করতে পারো।

'তুমি যা আয় করো তার একটি অংশ তুমি নিজের কাছে রাখো। যত কমই তুমি আয় করে থাকো, তা যেনো এক দশমাংশের কম না হয়। এটি তুমি যত বেশি করতে পারো তত ভালো। নিজেকে আগে পরিশোধ করো। বাকী যা থাকে তার চেয়ে বেশি কাপড় বা সেন্ডেল কিনতে যেয়ো না। তারপরো তোমার খাদ্য, দান এবং স্রষ্টার জন্য ব্যয় করতে পর্যাপ্ত থেকে যাবে।

'সম্পদ একটি গাছের মতো, ছোট্ট বীজ থেকে বেড়ে উঠে। তোমার সঞ্চিত প্রথম কপার হলো চারা যা থেকে সম্পদ বেড়ে উঠবে। যত তাড়াতাড়ি তুমি বীজ বপন করবে, তত তাড়াতাড়ি গাছ বেড়ে উঠবে। এবং যতো সৎভাবে তুমি গাছের যত্ন নেবে, অবিরাম সঞ্চয়ের মাধ্যমে গোড়ায় পানি দেবে, তত শীঘ্রই তুমি গাছের ছায়ায় বসে প্রশান্তি পাবে।'

'এই বলে তিনি তার টেবলেট (তক্তার উপর লিখা) নিয়ে চলে গেলেন।'

'তিনি যা বললেন, আমি তা নিয়ে অনেক ভাবলাম। কথাগুলো যুক্তিসঙ্গত মনে হল। তাই সিদ্ধান্ত নিলাম আমি তা করে দেখব। যতবারই আমি পারিশ্রমিক পাই ততোবারই প্রতি দশটি কপার থেকে একটি নিজের জন্য রেখে দিবো এবং তা লুকিয়ে দূরে রাখবো। যতো অদ্ভুত লাগুক না কেন, আমি আগের থেকে বেশি অর্থের সংকটে পড়িনি। এটি ছাড়া আমার বর্তমান চলা আর আগের চলার মধ্যে এমন কোনো পার্থক্য চোখে পড়লো না। কিন্তু যেহেতু আমার সঞ্চয় বেড়ে যাচ্ছিল, সেহেতু প্রায়ই দোকানদারের ভালো ভালো জিনিস দেখে তার জন্য ব্যয় করতে আমি উত্তেজিত হয়ে পড়তাম। ফিনিশীয় দেশ উট ও জাহাজে করে আসা জিনিসপত্র আমাকে প্রলোভিত করতো। কিন্তু আমি বিজ্ঞের মতো তা প্রত্যাখ্যান করতাম।

'আলগামিস চলে যাওয়ার বারো মাস পরে আবার ফিরে এসে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, "বৎস, গত বৎসরে তুমি যা আয় করেছো কমপক্ষে তার এক দশমাংশ কি নিজেকে পরিশোধ করতে পেরেছো?'

BanglaBook.org

'গর্বের সাথে আমি উত্তরে বললাম, 'ইয়েস মাস্টার আমি তা করেছি।'

'খুব ভালো' তিনি আমার উপর খুশি হয়েই বললেন, 'এবং তা দিয়ে তুমি কি করেছো?'

'আমি তা ইট তৈরিকারী আজমর এর কাছে দিয়েছি। সে আমাকে বলেছে, সে দূর সমুদ্রে ভ্রমণ করতে যাচ্ছে যেখান থেকে সে আমার জন্য দূপ্রাপ্য জুয়েল সংগ্রহ করে আনবে। ফিরে আসার পর আমরা তা বিক্রি করে লাভ নিজদের মধ্যে ভাগ করে নেবো।'

'প্রতিটি আহাম্মককে শিক্ষা নেয়া উচিত' তিনি গর্জন করে বললেন, 'কিন্তু কেন তুমি একজন ইটনির্মাতার জুয়েলের জ্ঞান আছে বলে তুমি বিশ্বাস করবে? তুমি কি তারা সম্পর্কে জানতে একজন ব্রেড তৈরির কারিগরের কাছে যাবে? না তুমি যাবে জ্যোতির্বিজ্ঞানির কাছে, যদি তোমার ভেবে দেখার সামর্থ থাকে। তোমার সঞ্চয় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, যুবক, তুমি সম্পদের গাছে শিকড় ধরে ঝাকুনি দিয়েছো। কিন্তু আরেকটি রোপন করো। আবার চেষ্টা কর। কিন্তু মনে রেখো যদি জুয়েল সম্পর্কে পরামর্শের দরকার হয় তবে যেতে হবে জুয়েল মার্চেন্ট এর কাছে। ভেড়া সম্পর্কে সত্য কিছু জানতে ভেড়াচালকের কাছে। পরামর্শ এমন একটা বিষয়ে যা মাগনা দেয়া হয়ে থাকে। কিন্তু তুমি যেটাকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করবে সেটাই গ্রহণ করবে। সঞ্চয় সম্পর্কে জানতে যার এ ব্যাপারে অভিজ্ঞতা নাই তার কাছ থেকে যে পরামর্শ গ্রহণ করে, সে তার সঞ্চয় দিয়েই তার মূল্য প্রদান করে প্রমাণ করে তার পরামর্শ ভুল ছিলো।' কথাটি বলে তিনি চলে গেলেন।

'তিনি যা বলেছিলেন তাই সত্য হলো। ফিনিশিয়রা আসলেই স্ক্রাউন্ডেল, তারা আজমার এর কাছ এমন কিছু গ্লাস বিক্রি করলো যেগুলো দেখতে রত্ন মনে হত। কিন্তু আলগামিস যেভাবে বলেছিলেন, আমি সেভাবেই আবার সঞ্চয় করা শুরু করলাম। যেহেতু এটি এখন আমার অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে তাই এখন আর কঠিন মন হলো না।

'আবার বারো মাস পরে আলগামিস কপি করার রুমে আসলেন এবং আমাকে বলতে থাকলেন, 'আমি গত বার তোমাকে দেখার পর এর মধ্যে তোমার কি উন্নতি হলো?'

'আমি নিজেকে সততার সাথেই পরিশোধ করে যাচ্ছি, 'আমি উত্তরে বললাম, 'এবং আমার সঞ্চয় দিয়ে আগার, একজন রুম তৈরিকারির উপর ব্রোঞ্জ কিনার জন্য বিশ্বাস করেছি। এবং প্রতি চার মাস পর পর সে আমাকে ভাড়া পরিশোধ করে যাচ্ছে'।

BanglaBook.org

'এটি খুব ভালো। এবং তুমি এ ভাড়ার টাকা দিয়ে কি করছো?'

'আমি মধু, ভালো মদ এবং স্পাইসড কেক খাচ্ছি। আমি একটি লাল জ্যাকেট কিনেছি এবং একদিন আমি চড়ার জন্য একটি শক্তিশালি গাধা কিনবো।'

'আলগামিস এসব শুনে হাসলেন। তুমি তোমার সেভিংস এর বাচ্চাগুলো খেয়ে ফেলছো। তাহলে কিভাবে ভাবো এগুলো তোমার জন্য কাজ করবে? কিভাবে তাদের বাচ্চাগুলো তোমার জন্যে কাজ করবে? প্রথমে স্বর্ণ নির্মিত দাসদের একটি আর্মি তৈরি করো তারপর তুমি কোনো আপসোস ছাড়াই দামী খাবার খেতে থাকো'। একথা বলেই তিনি আগের মতো চলে গেলেন।

'পরবর্তী দু'বছরে আমি আর তাকে দেখতে পেলাম না। যখন তিনি আরেকবার আসলেন, তার মুখে বড় বড় বলিরেখা দেখা গেলো, চোখগুলো ভেতরে ঢুকে গেছে কারণ তিনি অনেক বুড়ো হয়ে গেছেন। আমাকে বললেন, 'আরকাদ, তুমি যে সম্পদের স্বপ্ন দেখেছিলে তা কি অর্জন করতে পেরেছো?'

'এবং আমি উত্তরে বললাম, 'না এখনো আমার স্বপ্নের সম্পদ জড়ো হয়নি, তবে এর কিছুটা হয়েছে। এটি আরো উপার্জন করছে এবং তার উপার্জন থেকেও আরো উপার্জন হচ্ছে।'

'এবং তুমি কি এখনো সেই ইট প্রস্তুতকারকের পরামর্শ নিচ্ছ?'

'ইট তৈরি সম্পর্কে তারা ভালোই পরামর্শ দিচ্ছে' আমি প্রত্যুত্তরে বললাম।

'আরকাদ,' তিনি বলে চললেন, 'তুমি তোমার শিক্ষা ভালোভাবেই নিয়েছো। প্রথমে তুমি শিখেছো যা উপার্জন করো তারচেয়ে কম টাকায় জীবন নির্বাহ করা। তারপর তুমি শিখেছো যাদের কোনো ব্যাপারে অভিজ্ঞতা মাধ্যমে যোগ্যতা অর্জিত হয়েছে তাদের কাছ থেকে পরামর্শ নেয়া এবং সবশেষে শিখেছো টাকাকে বা সোনাকে দিয়ে তোমার কাজ করানো।

'তুমি নিজেকে শিক্ষা দিয়েছ কিভাবে টাকা উপার্জন করতে হয়, কিভাবে তা ধরে রাখতে হয় এবং কিভাবে ব্যবহার করতে হয়। তাই তুমি যে কোনো সম্মানিত পদের জন্য এখন উপযুক্ত। আমি এখন এক বৃদ্ধ মানুষ। আমার ছেলে ভাবে কিভাবে খরচ করবে এবং উপার্জনের কোনো চিন্তাই করে না। আমার আগ্রহ খুব বেশি এবং আমি নিজেকে দেখাশুনার জন্য খুব বেশি চিন্তা করি। যদি তুমি নিপপুরে যেতে পারো এবং আমার জমিজমা দেখাশুনা করো

BanglaBook.org

তবে আমি তোমাকে আমার অংশিদার বানিয়ে নেবো এবং তুমি আমার সম্পদের অংশ পাবে।

'তাই আমি নিপপুর চলে গেলাম এবং তার বিশাল সম্পত্তির দায়িত্ব নিলাম। যেহেতু আমার মধ্যে উচ্চাকাঙ্খা পূর্ণ ছিলো এবং আমি সফলভাবে সম্পদ দেখাশুনার তিনটি নীতি শিখে নিয়েছিলাম, আমি তার সম্পদের ভ্যালু অনেক বৃদ্ধি করতে সক্ষম হলাম। তাই আমার দ্রুত উন্নতি হলো। যখন আলগামিসের স্পিরিট চিরতরে অন্ধকারে তলিয়ে গেলো, আমি তার সম্পত্তির অংশ পেলাম যেহেতু তিনি তার আইন মোতাবেক ব্যবস্থা করে গিয়েছিলেন।'

আরকান বলতে থাকল এবং যখন তার গল্প শেষ হলো, তার একজন বন্ধু বললো, 'তুমি নিশ্চিতভাবে অনেক ভাগ্যবান, আলগামিস তোমাকে তার সম্পদের উত্তরাধিকারী করে গেছেন।'

'ভাগ্যবান একমাত্র এই কারণে যে, তার সাথে দেখা হওয়ার আগেই আমি উন্নতির আকাঙ্খা করেছিলাম। আমার আয়ের এক দশমাংশ করে সঞ্চয় করার চার বছরই আমি কোনো সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য প্রমান করতে কি আমি পারছিলাম না? তোমরা কি এমন কোনো জেলেকে ভাগ্যবান বলবে যে বছর বছর ধরে মাছের স্বভাব নিয়ে চিন্তা করেছে যাতে প্রতিটি পরিবর্তনশীল বাতাসে সে তাদের উপর জাল ফেলতে পারে? সুযোগ হলো এক উদ্ধত দেবতা। যারা প্রস্তুত থাকে না সে তাদের জন্য সময় দেয় না।'

'শক্ত ইচ্ছাশক্তি থাকাতে প্রথমবার টাকা খোয়ানোর পরো তুমি হাল ছেড়ে দাওনি। এ ক্ষেত্রে তুমি অন্যদের থেকে আলাদা,' আরেকজন বলে উঠলো।

'ইচ্ছাশক্তি!' আরকাদ প্রত্যুত্তরে বললো, 'হোয়াট ননসেন্স! তুমি কি মনে করো ইচ্ছাশক্তি মানুষকে এমন শক্তি দেয় যা দিয়ে উট যে বোঝা উঠাতে পারে তা সে উঠাতে পারে? অথবা ষাড় যা নাড়াতে পারে না তা নাড়াতে পারে? ইচ্ছাশক্তি আসলে কোনো কাজ চালিয়ে যাওয়ার এক অপ্রতিহত উদ্দেশ্য যা সম্পাদনের জন্য তুমি নিজের জন্য নির্ধারন করে রেখেছো। যদি আমি নিজের জন্য কোনো কিছু নির্ধারণ করে তা প্রতি অবিরাম হেলাফেলা করতে থাকি তবে যা হবার তাই হবে। যে কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ করার জন্য নিজের প্রতি কতটুকু আস্থা থাকতে হবে? আমি কি নিজেকে বলবো, 'একুশ দিন ধরে আমি শহরের এই ব্রিজটি পার হতে থাকবো, রাস্তা থেকে আমি একটি পাথর কুড়িয়ে নেবো এবং স্রোতের মধ্যে এটিকে নিক্ষেপ করবো'। আমার তাই করতে হবে। সপ্তম দিনে আমি যদি ভুলে ব্রিজটি অতিক্রম করি,

BanglaBook.org

আমি নিজেকে বলবো না, 'যেভাবে আমি নিয়মিত করে থাকি, আগামিকাল আমি দুটো পাথর ছুড়বো'। এর পরিবর্তে আমি ফিরে গিয়ে পাথরটি ছুড়ে আসবো। না বিশতম দিনে আমি নিজেকে বলতে যাবো, 'আরকাদ, এটি এক বেহুদা কাজ। প্রতিদিন একটি করে পাথর ছুড়াতে কি লাভ হতে পারে? একসাথে কয়েকটি ছুড়ে এ কাজটি শেষ করো'। না আমি তা বলবো না, করবোও না। আমি নিজের জন্য যা নির্ধারণ করবো তা আমাকে করতেই হবে। সেজন্য আমি কোনো কঠিন ও অবাস্তব কাজ শুরু না করার ব্যাপারে সতর্ক থাকবো, কারণ আমি অবকাশকে ভালোবাসি'।

তখন আরেকজন বন্ধু কথা বললো, 'তুমি যা বলেছে তা যদি সত্যি হয়ে থাকে, তবে তা হতে পারে যেমন তুমি বলেছো যুক্তিসঙ্গত থাকা এবং তারপর সরলভাবে চিন্তা করা। যদি সব মানুষ তাই করে থাকে তবে সবার পাওয়ার জন্য এতো সম্পদ থাকবে না।'

'যখনই মানুষ প্রচেষ্টা চালায় তখনই সম্পদ সৃষ্টি হয়।' আরকাদ উত্তরে বললো, 'যদি একজন ধনী লোক এক রাজপ্রাসাদ তৈরি করে তবে তার জন্য যে স্বর্ণ প্রদান করে, সেই স্বর্ণ কি কোথাও চলে যায়? না, ব্রিকসমেকারের এতে অংশ রয়েছে, শ্রমিকরা তাদের অংশ পায়, আর্টিস্টরা তাদের অংশ পায়। যারাই এই বাড়িতে শ্রম দেয় তারাই তাদের অংশ পায়। তারপর বাড়িটি যখন তৈরি হয় তার মূল্য কি প্রদত্ত ব্যয়ের সমান? যে মাটির উপর তা স্থাপিত, সেটা এখানেই ছিলো বলে কি তার মূল্য আসবে না? সম্পদ ম্যাজিকের মতো বাড়ে। কোনো মানুষই এর সীমা নিয়ে ভবিষ্যদ্বানী করতে পারে না। ফিনিশিয়ানিরা কি তাদের সাগরের বাণিজ্যিক জাহাজ থেকে আসা সম্পদ দিয়ে শূন্য উপকূলে বড়ো বড়ো শহর তৈরি করেনি?'

'আমরাও যাতে ধনী হতে পারি তার জন্য তুমি তাহলে আমাদেরকে কি উপদেশ দিচ্ছো?' আরেকজন বন্ধু বলে উঠলো। 'সময় চলে গেছে, আমাদের তারুণ্য আর নেই এবং আমরা কিছুই সঞ্চয় করিনি।'

'আমি বলবো, তোমরা আলগামিসের জ্ঞান গ্রহণ করো এবং নিজেদেরকে বলো, 'আমি যা উপার্জন করবো তার একটি অংশ আমার'। কথাটি ঘুম থেকে উঠে বলো। দুপুরে তাই বলো। প্রতিদিনের প্রতিটি ঘন্টায় কথাটি বলতে থাকো। নিজেকে কথাটি বলতে থাকো যতক্ষণ না তা আকাশে আগুনের অক্ষরে লিখা হয়ে যায়'।

'আই আইডিয়া দিয়ে নিজের উপর ছাপ ফেলতে হবে। এই চিন্তায় নিজেকে পূর্ণ করো। তারপর যে অংশ নেয়া সঠিক বলে মনে হয় তা নাও। এটি যাতে

BanglaBook.org

এক দশমাংশের কম না হয় এবং এভাবে চালিয়ে যাও। প্রয়োজনে তোমার অন্য ব্যয়কে এভাবে সাজিয়ে নাও। এবং নিজের অংশ আগে সরিয়ে নাও। শিঘ্রই তোমরা বুঝতে পারব নিজের এই সম্পদ থাকাটাতে কি রকম ধনী অনুভূতি এসেছে। যতই এটি বাড়তে থাকবে ততোই তা তোমাকে প্রণোদিত করবে। জীবনের নতুন আনন্দ তোমাকে শিহরিত করবে। আরো বেশি উপার্জনের জন্য আরো বেশি প্রচেষ্টা। তোমার বর্ধিত আয়ে, একই হারে তুমি কি নিজের জন্য রাখবে না?'

'তারপর তোমার সম্পদকে তোমার জন্য কাজ করাতে শিখে নাও। এতে তোমার দাস বানাও। এর সন্তানদের এবং সন্তানের সন্তানদেরকে তোমার জন্য কাজ করতে লাগিয়ে দাও।'

'ভবিষ্যতের জন্য কিছু সম্পদ নিশ্চিত করো। বুড়ো বয়সের কথা চিন্তা করো। ভুলে যেও না সেসব দিন গুনতে গুনতে চলে আসবে। সেজন্য নিজের সম্পদ এমনভাবে বিনিয়োগ করো যাতে তা না হারিয়ে যায়। অতিরিক্ত হারে সুদ প্রতারণামূলক সাইরেন যা বাজতে থাকে কিন্তু লোকসান ও অনুশোচনার পাথরের উপরে অসাবধানতাকে আকর্ষণ করে।

'মনে রেখো তোমার পরিবার চাইবে না যে স্রষ্টা তাদেরকে উনার রাজপ্রাসাদে ডেকে নেবেন। এ রকম সুরক্ষার জন্য নিয়মিতভাবে ছোট ছোট অংশে জমা করতে হবে। সেজন্য মিতব্যয়িরা এসব ব্যাপারে কখন বড় অংকের টাকা পাবে তার আশায় বসে থাকে না।

'জ্ঞানী লোকদের পরামর্শ নাও। যারা প্রতিদিন টাকা লেনদেন করছে তাদের পরামর্শ চাইতে থাকো। আমি যেমন ব্রিকমেকার আজমারের উপর আস্থা রেখে ভুল করেছিলাম সেরকম ভুল থেকে বাচানোর জন্য তাদের সাহায্য নাও।কম হারে রিটার্ণ এবং নিরাপত্তা ঝুঁকি থেকে অনেক অনেক ভালো।

'নিজের জীবনকে উপভোগ করো। অতিরিক্ত চাপ নিও না বা অতিরিক্ত হারে সঞ্চয়ের চেষ্টা করো না। যদি এক দশমাংশ সঞ্চয় করতে বেগ পেতে না হয় তবে এই অংশ রেখেই সন্তুষ্ট থাকো। নিজের আয় অনুযায়ী চলতে থাকো। নিজেকে কঞ্জুস হতে দিও না বা ব্যয় করতে ভয় পেয়ো না। বিভিন্ন প্রয়োজনীয় জিনিসে জীবনকে ভালো এবং সুন্দর করে তুলে এবং এসব জিনিস উপভোগ করা যায়।

বন্ধুরা তাকে ধন্যবাদ দিয়ে চলে গেলো। কেউ কেউ চুপ ছিলো কারণ তারা কল্পনা করতে পারছিলো না এবং বুঝতেও পারছিলো না। কেউ কেউ

BanglaBook.org

সমালোচনা করতে থাকলো কারণ তারা ভাবলো এরকম ধনীরা তাদের পুরনো বন্ধু যারা এতটা ভাগ্যবান নয় তাদের সাথে দুরত্ব বজায় রাখে। কিন্তু কারো কারো চোখে নতুন আলো দেখা গেলো। তারা উপলব্ধি করলো প্রতিবারই আলগামিস কপিকারীর রুমে আসতেন, কারণ তিনি দেখতেন একজন লোক অন্ধকার থেকে আলোর দিকে আসতে সংগ্রাম করে যাচ্ছে। যখন লোকটি আলো দেখতে পেলো, তখন তার জন্য একটি পদ অপেক্ষা করছিলো। কেউই এই পদ দখল করতে পারেনি যতক্ষণ না লোকটি তার নিজের বুঝে নেয়ার ক্ষমতাকে আবিষ্কার করতে পেরেছিলো, যতক্ষন না সে সুযোগটির জন্য রেডি হতে পেরেছিলো।

এই শেষের গ্রুপটি পরের বছর আবারো আরকাদের সাথে দেখা করলো। আরকাদ তাদেরকে খুশিমনে স্বাগত জানালো। সে তাদের সাথে পরামর্শ করলো এবং খুশিমনে তার প্রজ্ঞা শেয়ার করলো যে রকম বিশাল অভিজ্ঞতার লোকগুলো খুশি হয়ে একাজ করে থাকে। তাদের সঞ্চয়কে এমনভাবে বিনিয়োগে সাহায্য করলো যাতে নিরাপদে বেশি করে আয় করতে পারে। এগুলো যাতে না খুইয়ে ফেলে অথবা এমন কোথাও আটকা না পড়ে যেখানে কোনো লাভই পাওয়া যায় না।

এসব লোকদের জীবনের টার্নিং পয়েন্ট সেদিন এসেছিলো যেদিন তারা সেই সত্য উপলব্ধি করলো—যে সত্য আলগামিস থেকে আরকাদের কাছে এসেছিলো এবং আরকাদ থেকে তাদের কাছে আসছে।

আপান যা আয় করেন তার একটি অংশ নিজের কাছে ধরে রাখার জন্য

'আমার আকাঙ্খা ব্যাবিলনকে পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী শহরে পরিণত করবো। এজন্য এটিওকে হতে হবে অনেক ধনী মানুষের শহর। সেজন্য শহরের প্রতিটি মানুষকে শেখাতে হবে কিভাবে ধনী হতে হয়। আরকাদ আমাকে বলো, ধনী হওয়ার কোনো সিক্রেট কি তোমার কাছে আছে? এটি কি জনগনকে শেখানো যাবে?

'এটি বাস্তব, ইউর ম্যাজেস্টি। এটি একজন শিখলে অন্যজনকে শেখাতে পারে।'

"রাজার চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। 'আরকাদ, তোমার মুখে আমি তাই শুনতে চেয়েছিলাম। তুমি কি নিজেকে এই দুরূহ কাজের জন্য ধার দেবে? তুমি কি এই জ্ঞান একটি স্কুলের শিক্ষকদের শেখাবে যারা প্রত্যেকে তা অন্যদের শেখাতে থাকবে যতক্ষণ না পর্যাপ্ত ট্রেনিং নেয়া লোক তৈরি হয় যারা আমার রাজত্বের সবগুলো সক্ষম লোককে এ শিক্ষা দিতে পারে।"

BanglaBook.org

আরকাদ মাথা ঝুকালো এবং বললো, 'আমি সেই অনুগত চাকর যে আপনার আদেশ পালন করে যাবো। যে জ্ঞান আমার রয়েছে তা আমার অন্যান্যদের উন্নয়নের জন্য এবং রাজার গৌরব বৃদ্ধির জন্য কাজে লাগাবো। আমার জন্য ১০০ লোকের একটি ক্লাশের ব্যবস্থা করতে চ্যান্সেলরকে বলুন। আমি তাদেরকে উপশমের সাতটি উপায় শিক্ষা দেবো যেগুলো আমার মানিব্যাগকে মোটা করেছিলো যা ব্যাবিলনের কারো থেকে রোগা ছিলো না।'

দিন পনেরো পরে, রাজার কথামতো, বাছাই করা ১০০ জন লোক জড়ো হলো টেম্পল অব লার্নিং এর বড়ো হলটিতে। তারা বসলো অর্ধবৃত্তাকার রঙিন রিংয়ের উপর। আরকাদ বসলো একটি ছোট টেবরেট এর পাশে যার উপর একটি পবিত্র বাতি থেকে চমৎকার ও আনন্দদায়ক সুগন্ধ বেরুচ্ছিলো।

'ব্যাবিলনের সবচেয়ে ধনী লোকটিকে দেখো', একজন ছাত্র তার পাশের জনকে খোচা দিয়ে ফিসফিস করলো যখন আরকাদ দাড়ালো, 'উনি ত আমাদের মতোই একজন।'

'আমাদের মহান সম্রাটের প্রতি দায়িত্বশীল হয়ে', আরকাদ শুরু করলো, 'আমি তার সেবা করতেই আপনাদের সামনে দাঁড়িয়েছি। কারণ একসময়ে আমি ছিলাম এক গরীব তরুণ, যার জন্য সোনার প্রত্যাশা করাটা অনেক বেশি ছিলো। তারপর আমি সেই জ্ঞান পেয়েছিলাম যা আমাকে সম্পদ আহরনে সক্ষম করে তুলেছিলো। মহান রাজা আমাকে বলেছেন আমি যাতে সেই জ্ঞানে আপনাদেরকে জ্ঞানী করে তুলি।

'আমি খুব বিনীত ভাবেই আমার ভবিষ্যত গড়ে তোলার কাজ শুরু করেছিলাম। আপনারা এবং ব্যাবিলনের অন্যান্যদের মতো আমার এমন কোনো উপায় বা অবলম্বন ছিলো না।

'আমার সম্পদের প্রথম গুদাম ছিলো বেশ ভালোভাবেই ছিঁড়ে যাওয়া একটি মানিব্যাগ। এটি চাইতাম না এটা বরাবরের মতো অপ্রয়োজনীয় এবং শূন্য থাকুক। চাইতাম এটি ভরপুর হয়ে গোল হয়ে উঠুক, ভেতরের স্বর্ণের ঝন ঝন শব্দ করতে থাকুক। তাই আমি এই রোগা মানিব্যাগের জন্য প্রতিষেধক খুজতে থাকলাম। আমি পেলাম সাতটি দাওয়াই।

'আপনারা যারা এখানে জড়ো হয়েছেন আমি কি এরকম রোগা মানিব্যাগের জন্য সাতটি দাওয়াই বর্ণনা করবো। যারাই অনেক অনেক বেশি স্বর্ণ এর জন্য উচ্চাকাঙ্খা পোষণ করেন তাদেরকে আমি এই সাতটি দাওয়াই এর

BanglaBook.org

পরামর্শ দিয়ে থাকি। সাতদিনের প্রতিটি দিন আমি এক একটি করে এই সাতটি ঔষধ আপনাদের কাছে ব্যাখ্যা করবো।

'আমি যে জ্ঞান দিত চাই তা মনোযোগ সহকারে শুনতে থাকুন। সন্দেহ হলে তর্ক করুন। আপনাদের মধ্যে তা নিয়ে আলোচনা করুন। ভালোভাবে এই লেসনগুলো শুনুন যাতে আপনি আপনার পার্সে সম্পদের বীজ বপন করতে পারেন। প্রথমেই আপনাদের প্রত্যেককেই প্রজ্ঞা নিয়ে শুরু করতে পারেন যাতে নিজের জন্য একটি সুন্দর ভবিষ্যত গড়ে তুলতে পারেন। তারপর আপনাকে তাতে সন্তুষ্ট থাকতে হবে। এবং একমাত্র তখনই আপনি তা অন্যদের শেখাতে পারবেন।

'আমি আপনাদেরকে খুব সহজে পার্সকে মোটাতাজা করা শিখিয়ে দেবো। এটি সম্পদের টেম্পল গড়ে তোলার প্রথম পদক্ষেপ। এবং কোনো ব্যক্তিই মাটিতে তার প্রথম পদচারণা শক্তভাবে না করে উপরের দিকে চড়তে পারে না।

'আমরা এখন প্রথম দাওয়াই নিয়ে আলোচনা করবো।'

প্রথম দাওয়াই

পার্সকে মোটা করে তোলা শুরু করুন।

দ্বিতীয় সারিতে বসা একজন চিন্তাশীল লোককে আরকাদ বললো, 'আমার ভালো বন্ধু, আপনি কি কাজ করেন?

'আমি', লোকটি উত্তর দিলো, 'একজন কপিকারী। মাটির বোর্ডের উপর রেকর্ড লিখে দেই।'

'এই কাজ করেই আমি আমার প্রথম কপার আয় করেছিলাম। সেজন্যই আপনারও আমার মতো ভবিষ্যত গড়ে তোলার সুযোগ রয়েছে।'

রক্তিম মুখের আরেকজনের সাথে আরকাদ কথা বললো, 'দয়া করে বলবেন কি, কিভাবে আপনার রুটি উপার্জন করেন।'

'আমি', উত্তরে লোকটি বললো, 'একজন মাংসের কসাই। কৃষকদের কাছ থেকে আমি ছাগল কিনি, এদের জবাই করে মাংশ গৃহবধুদের কাছে বিক্রি করি এবং মুচিদের কাছে চামড়া বিক্রি করি।'

'যেহেতু এ কাজে আপনি শ্রম দিয়ে উপার্জন করছেন সেহেতু আপনারও সফলতা অর্জনের সমূহ সম্ভাবনা আছে। যেভাবে আমি সম্পদশালি হয়েছি।'

BanglaBook.org

এভাবে আরকাদ অগ্রসর হয়ে প্রত্যেকের কাছ থেকে জেনে নিলো, কে কিভাবে শ্রম দিয়ে জীবিকা অর্জন করছেন। যখন তার এভাবে প্রশ্ন করা শেষ হলো, তখন বললো,

'এখন, প্রিয় ছাত্ররা, আপনারা নিশ্চয় বুঝতে পারছেন মানুষ বিভিন্ন ধরনের পেশায় থেকে শ্রম দিয়ে প্রয়োজনীয় মুদ্রা অর্জন করে যাচ্ছে। প্রতিটি পন্থা হলো স্বর্ণের এক একটি প্রবাহ যেখানে শ্রমিকরা তাদের শ্রম দিয়ে নিজেদের অংশ পার্সে ভরে নিচ্ছে। সেজন্য আপনাদের প্রত্যেকের পার্স প্রত্যেকের সামর্থ্য অনুযায়ী ছোট হোক বা বড়ো হোক তার প্রত্যেকটিতে রয়েছে স্বর্ণের প্রবাহ। কি ঠিক না?'

তারা একমত হলো।

'তারপর', আরকাদ বলে চললো, 'যদি আপনাদের প্রত্যেকের সৌভাগ্য গড়ে তোলার আকাংখা থেকে থাকে, তবে নিজেরা যে সম্পদের উৎস সৃষ্টি করেছেন তা দিয়ে শুরু করা কি ঠিক না?'

এতেও তারা সম্মতি জানালো।

আরকাদ বিনয়ের সাথে নিজেকে একজন ডিমের বিক্রেতা হিসাবে পরিচয় দিলো, 'যদি আপনারা এক একটি বাক্স পছন্দ করে প্রতিদিন সকালে দশটি করে ডিম রেখে বিকেলে নয়টি বের করে নেন, তাহলে কি ঘটতে পারে অবশেষে?'

'সময়ে এটিতে আর ডিম ধরবে না।'

'কেন?'

'কারণ প্রতিদিন আমি একটি করে ডিম বেশি রাখছি।'

আরকাদ ক্লাসে একটি হাসি দিয়ে ঘুরে দাড়ালো 'এখানে এমন কেউ কি আছে যা পার্স রোগা?'

প্রথমে তারা মজা পেলো। তারপর হেসে উঠলো। সবশেষে নিজেদের পার্স মজা করে বাতাসে উড়িয়ে দেখালো।

'ঠিক আছে', সে বলতে থাকলো, 'এখন আমি আপনাদের আমার শেখা প্রথম দাওয়াই এর কথা বলবো যা দিয়ে রোগা পার্সকে সুস্থ কয়রে তোলা যায়। আমি যা ডিমের দোকানদারকে বলছি ঠিক তাই করুন। প্রতি দশটি কয়েন

BanglaBook.org

আপনি পার্সে ঢুকালো তা থেকে আপনার প্রয়োজনে নয়টি বের করুন। পার্সটি সাথে সাথে মোটা হতে থাকবে এবং আপনাদের হাতে এর বর্ধিত ওজনে ভালো অনুভূতি পাবেন এবং আত্মায় শান্তি আনবে।

'আমার কথার সরলতায় আপনারা উপহাস করবেন না। সত্য সবসময়েই সরল হয়ে থাকে। আমি আপনাদের বলেছি কিভাবে আমি নিজের ভাগ্য গড়ে তুলেছি। এটি দিয়েই আমি শুরু করেছিলাম। আমিও একটি রোগা পার্স বহন করে চলেছি এবং এটিকে অভিশাপ দিয়ে চলেছি কারণ এর ভেতরে কিছুই ছিল না যা দিয়ে আমার আকাঙ্খা পূরণ করতে পারি। কিন্তু যখন আমি দশটির মধ্যে নয়টি করে বের করা শুরু করলাম, এটি মোটা হওয়া শুরু করলো। আপনার টিও তেমনি মোটা হবে।

এখন আমি একটি আজব সত্য কথা বলবো। এর কারণটি কিন্তু আমার জানা নেই। যখন আমার আয়ের দশভাগের নয় অংশের বেশি আমি খরচ করা থেকে বিরত থাকতে শুরু করলাম, আমি যেভাবে চলতাম সেভাবেই চলা ম্যানেজ করে নিলাম। আগের থেকে আমার কিছুতেই ঘাটতি পড়লো না। বরং আগের চেয়ে সহজভাবে আমার কাছে কয়েন জমা পড়তে লাগলো। নিশ্চয়ই এটি স্রষ্টার আইন, যে তার আয়ের নির্দিষ্ট অংশ জমা রাখা এবং খরচ করার নিয়ম মেনে চলে না, স্বর্ণ তাদের কাছে সহজেই আসতে থাকে। একই ভাবে যার পার্স খালি থাকে স্বর্ণ তাকে এড়িয়ে চলে।

আপনার সবচেয়ে বড়ো আকাঙ্খা কোনটি? এটি কি আপনার এসব আকাঙ্খার পরিতৃপ্তি? একটি জুয়েল, এক সেট অলংকার, উন্নতমানে কাপড়, জিনিসপত্র, আরো বেশি খাবার, দ্রুত যাওয়া ও বিস্মৃত হওয়া বিষয়? না কি স্থায়ীভাবে টিকে থাকা স্বর্ণ, ভূমি, পশুর পাল, পণ্যদ্রব্য, আয় অর্জনকারী বিনিয়োগ? টাকার থলে থেকে যে মুদ্রা বের করে নেয়া হয় তা প্রথমগুলো নিয়ে আসে এবং যেগুলো থলের মধ্যে থেকে যায় সেগুলো দ্বিতীয়গুলো নিয়ে আসে।

'এই হলো, আমার শিক্ষার্থীগণ, আমার শুকিয়ে যাওয়া টাকার থলে থেকে আবিষ্কার করতে পারা প্রথম প্রতিকার, থলেতে রাখা প্রতি দশটি মুদ্রা থেকে নয়টি খরচ করা'। এটি নিয়ে নিজেদের মধ্যে বিতর্ক করতে থাকুন, যদি কেউ এটিকে মিথ্যা প্রমাণ করতে পারে, যখন আগামীকাল সকালে আমরা মিলিত হবো তখন আমাকে বলুন'।

BanglaBook.org

দ্বিতীয় প্রতিকার

ব্যয়কে নিয়ন্ত্রণ করুন

'আপনাদের কিছু সদস্য, আমার ছাত্র, আমার কাছে জানতে চেয়েছিলো কিভাবে একজন মানুষ তার আয়ের এক-দশমাংশ ধরে রাখতে পারে যেখানে তার আয়ের সবই প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহে যথেষ্ট নয়?" এভাবে আরকাদ পরের দিনে তার ছাত্রদের উদ্দেশ্য কিছু বলা শুরু করলেন।

'গতকাল আপনাদের কতজন শূন্য টাকার থলে বয়ে যাচ্ছিলেন?'

'আমাদের সবাই' ক্লাশের সবাই একযোগে বলে উঠলো।

'এ পর্যন্ত আপনাদের সবাই সমপরিমাণ আয় করেন না। কয়েকজন অন্যদের চেয়ে অনেক বেশি আয় করেন। কারো পরিবারের সদস্য সংখ্যা অনেক বেশি। তাদের ভরন পোষণ করতে হয়। অথচ সব টাকার থলে সমানভাবে শূন্য। এখনো আমি আপনাদের মানব এবং মানবসন্তান সম্পর্কে একটি অস্বাভাবিক সত্য কথা বলবো। কথাটা হলো এই, 'আমরা সবাই যাকে 'অপরিহার্য ব্যয়' বলে থাকি তা আমাদের আয় বাড়ার সাথে সাথে সমানভাবে বাড়িতে থাকে যতক্ষণ না আমরা এই বিপরীত সম্পর্ককে বাধা না দেই।

'অপরিহার্য ব্যয় কে আকাঙ্খার সাথে গুলিয়ে ফেলবেন না। আপনাদের প্রত্যেকের যেমন বিরাট আকাংখা রয়েছে তেমনি আপনাদের পরিবারের সদস্যদেরও রয়েছে। কিন্তু আপনাদের আয় যতটুকু তৃপ্ত করতে পারে আকাঙ্খা তারচেয়ে অনেক বেশি। তাই আপনাদের আয় আকাঙ্খাওকে যতদুর পারে তৃপ্ত করতে পারে, ততটুকু করতে থাকে। তারপরো এখনো আপনাদের অনেক অনেক আকাঙ্খা অতৃপ্ত রয়ে গেছে।

'প্রত্যেকে মানুষ যতটুকু তৃপ্ত করতে পারে তারচেয়ে অনেক বেশি আকাঙ্খার ভারে আক্রান্ত। আমার সম্পদের বিশালত্বের জন্য কি আমি আমার সব আকাঙ্খা পূর্ণ করতে পারবো? এটি ভুল ধারণা। আমার সময় অবশ্যই নির্ধারিত। আমার শক্তির সীমা আছে। আমি কত ভ্রমণ করতে পারবো তারও সীমা আছে। আমার খাওয়ার পরিমানেরও সীমা আছে। আমার উপভোগের উত্তেজনার সীমা আছে।

'আমি আপনাদেরকে বলতে চাই, মাঠে যেসব আগাছা গজায় যেখানে কৃষক তাদের বীজ গজিয়ে উঠার জায়গা রাখে সেরকম আকাঙ্খা স্বাধীনভাবে মানুষের মনে গজিয়ে উঠে যখন এগুলো পূরনের সম্ভাবনা থাকে। এই

BanglaBook.org

আকাঙ্খাগুলো অনেক গুণ হতে পারে কিন্তু এদের মধ্যে পূরণ হয়ে থাকে খুবই কম।

'আমাদের জীবনধারনের অভ্যাস ভালো করে স্টাডি করে দেখুন। এখানে এমন কিছু ব্যয় দেখতে পাবেন যেগুলো কমানো যেতে পারে, এমনকি সম্পূর্ণ বাদ দেয়াও যেতে পারে। আপনার প্রতিটি মুদ্রা ব্যয়ের পিছনে ১০০% মটো আছে কিনা দেখুন।

'আপনার ব্যয়ের ইচ্ছাকে মাটিতে পুঁতে রাখুন। যেগুলো নিতান্ত প্রয়োজন সেগুলো বেছে নিন। এদের সাথে অন্যগুলোও কিনতে পারেন যেগুলো আপনার আয়ের ১০ ভাগের ৯ অংশ দিয়ে সম্ভব হয়। বাকী আকাঙ্খাগুলো কেটে ফেলুন। মনে করুন এগুলো আপনার আকাঙ্খার এক একটি অংশ যেগুলোকে অসম্পূর্ণই রাখতে হবে। এগুলোর জন্য আপসোস করবেন না।

'অতি প্রয়োজনীয় ব্যয়ের জন্য বাজেট করুন। কখনো সেই ১০ ভাগের ১ অংশ স্পর্শ করতে যাবেন না যা আপনার পার্সকে তাজা করে তুলবে। যে বিরাট আকাঙ্খাপূর্ণ করতে পেরেছেন সেটি নিয়ে সন্তুষ্ট থাকুন। এই বাজেট নিয়েই কাজ করতে থাকুন, আয় এবং ব্যয়ের মধ্যে ভারসাম্য আনার চেষ্টা করুন। আপনার পার্স তাজা করে তোলার এই কাজকে সহযোগী হিসাবে দেখতে থাকুন।

তখন লাল এবং সোনালী ড্রেস পরা একজন ছাত্র উঠে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলো, 'আমি একজন মুক্ত মানুষ। আমি বিশ্বাস করি দুনিয়ার সব ভালো জিনিসগুলো আমার উপভোগ করার অধিকার রয়েছে। সেজন্য আমি এরকম একটি বাজেটের দাস হয়ে যাওয়ার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে চাই- যা বাজেট বলে দেবে আমি কত ব্যয় করতে পারবো এবং এজন্য আমি মনে করি সেটা আমার জীবনের অনেক আনন্দ কেড়ে নেবে এবং আমার জীবনকে বোঝা বয়ে বেড়ানোর এক পালের গাধা বানিয়ে ফেলবে।'

আরকাদ তার প্রশ্নের উত্তরে বললো, 'বন্ধু এই বাজেট কে ঠিক করবে?'

'আমিই করবো' প্রতিবাদি লোকটি বললো।

'এই ক্ষেত্রে পালের গাধা কি তার বোঝায় কি ভরতে যাবে, জুয়েল, কম্বল নাকি সোনার বার? তা না। সে হয়তো জুড়ে দিতে চাইবে খড় কোটা এবং মরুভূমির জন্য পানির ব্যাগ।

BanglaBook.org

'এই বাজেটের উদ্দেশ্য হলো আপনার টাকার থলে তাজা করে দিতে সাহায্য করা। আপনাকে সাহায্য করা যাতে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস জোগাড় করতে পারেন, এবং আপনার আকাঙ্খার অন্যগুলো যতো বেশি পারা যায়। এটি তাদেরকে অন্যান্য আকাঙ্খা থেকে সবচেয়ে বেশি প্রত্যাশার বস্তুকে সুরক্ষার ব্যাপারে উপলব্ধি করতে দেয়। অন্ধকারে উজ্জ্বল আলোর মতো এই বাজেট টাকার থলের ছিদ্রগুলো দেখতে দেয় এবং এগুলো বন্ধ করতে সক্ষম করে তুলে। এটি আপনার ব্যয়কে নিয়ন্ত্রণ করে সুনির্দিষ্ট এবং সবচেয়ে বেশি প্রত্যাশিত উদ্দেশ্য অর্জনে যাতে ব্যয় করা হয় সেজন্যে।

'এটি হলো শুকনো থলের জন্য দ্বিতিয় প্রতিষেধক। আপনার সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন পূরণে মুদ্রা বরাদ্দ দিয়ে বাজেট করুন। আপনার উল্লেখযোগ্য আকাঙ্ক্ষা পুরনের জন্য এবং উপভোগ করার জন্য ব্যয় করুন। তবে তা আয়ের ১০ ভাগের ৯ ভাগের চেয়ে বেশি ব্যয় না করে।

তৃতীয় প্রতিষেধক

সোনাকে অনেকগুণে বাড়তে দিন

'দেখছেন না আপনাদের শুকিয়ে যাওয়া টাকার থলে তাজা হয়ে উঠছে। আয়ের এক দশমাংশ এখানে রাখতে আপনি নিজেকে শৃংখলাবদ্ধ করতে পেরেছেন, আপনার বাড়তে থাকা সম্পদকে রক্ষায় নিজের ব্যয়কে আপনি নিয়ন্ত্রণ করতে পেরেছেন। এর পর আমরা বিবেচনা করবো কিভাবে সম্পদকে বাড়ানো যায়। থলের মধ্যে থাকা সোনা মালিকানায় পরিতৃপ্তি বাড়ায়, কিপটে আত্মাকে সন্তুষ্ট করে কিন্ত এর মাধ্যমে আয় বাড়ে না। আমাদের আয় থেকে যে সোনা আমরা জমিয়ে রাখি তা শুরু মাত্র। এই আয় দ্বারা আমাদের ভবিষ্যত গড়ে তুলতে হবে।' আরকাদ তার তৃতীয় ক্লাশে এসব কথা দিয়ে শুরু করলো।

'কিভাবে আমাদের জমানো সোনা দিয়ে কাজ করানো যায়? আমার প্রথম বিনিয়োগ ছিলো দুর্ভাগ্যজনক কারণ আমি এর সবই হারিয়ে ফেলেছিলাম। এ গল্প আমি পরে বলবো। আমার প্রথম লাভজনক মুনাফা ছিলো একজন লোককে দেয়া ঋণ, আজ্জার, একজন ঢাল প্রস্তুতকারক। বছরে একবার সে তার ব্যবসায়ের জন্য সাগরের অন্য পাড় থেকে বিপুল পরিমাণ ব্রোঞ্জ ক্রয় করে থাকে। ব্যবসায়িদেরকে ব্রোঞ্জের মূল্য পরিশোধ করার জন্য তার পর্যাপ্ত মূলধন ছিলো না, তাই সে যাদের কাছে পর্যাপ্ত কয়েন আছে তাদের কাছ

BanglaBook.org

থেকে ঋণ করতো। তিনি ছিলেন একজন সম্মানিত মানুষ। তিনি তার ঢাল বিক্রি করে পর্যাপ্ত লাভ সহ ঋনের টাকা পরিশোধ করতেন।

প্রতিবারই আমি তাকে যে ঋণ দিতাম তিনি লাভসহ সেই টাকা ফেরত দিতেন। তাই শুধু আমার মূলধন যে বাড়ছিলো তা না, এর মাধ্যমে আরো বেশি করে আয় বেড়ে চলছিলো। এসব অর্থ আমার পার্সে ফেরত আসায় আমার তৃপ্তি বেড়ে চলছিলো।

'ছাত্ররা আমি আপনাদের বলেছিলাম, একজন মানুষের সম্পদ শুধু তা নয় যা সে তার টাকার থলেতে জমা রাখে; এটি হলো সেই আয় যা সে গড়ে তুলে, সোনালী প্রবাহ যা তার পার্সে আসতেই থাকে এবং একে বড়ো করতেই থাকে। এটিই প্রতিটি মানুষের আকাঙ্ক্ষা। এটিই আপনাদের প্রত্যেকের আকাঙ্ক্ষা। আপনারা চান অবিরাম যাতে আয় বাড়তেই থাকে য আপনারা কাজে থাকুন বা বেড়াতে থাকুন।

'আমি খুব বড় অংকের টাকা কামাই করেছিলাম। এতো বড় যে আমি ধনী হয়ে গেলাম। আজ্জারকে দেয়া আমার ঋন, লাভজনক উপার্জনের আমার প্রথম ট্রেনিং। এই অভিজ্ঞতা থেকে জ্ঞান অর্জন করে, আমি ঋণ ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি করেছিলাম যাতে আমার মূলধন বৃদ্ধি পায়। প্রথমে অল্প কিছু উৎসে তারপর অনেক উৎস থেকে আমার পার্সে স্বর্ণালী প্রবাহ আসতেই থাকলো। এগুলো সম্ভব হয় বুদ্ধিমানের মতো আমাকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়।

'দেখেন, আমার বিনম্র আয় থেকে অনেক সোনালী দাস পেয়েছিলাম। প্রত্যেকেই অনেক বেশি পরিশ্রম করে অধিক স্বর্ণ আয় করে যাচ্ছিলো। তারা যেমন আমার জন্য কাজ করছিলো তেমন কাজ করছিলো তাদের সন্তানেরা। এদের সন্তানদের সন্তানেরাও তেমনি কাজ করে যাচ্ছিলো যতক্ষণ না তাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ওই টাকাটা অনেক বড়ো হয়ে উঠে।

'সোনা তাড়াতাড়ি বেড়ে চলে, যখন যুক্তিসঙ্গত আয় করতে পারে। যা এই গল্প থেকে বুঝা যাবে : একজন চাষীর যখন প্রথম সন্তানের জন্ম হলো, দশটি সিলভার নিয়ে একজন মহাজনের কাছে নিয়ে রাখলো। বললো তার সন্তান ২০ বছরে পা দেয়ার আগ পর্যন্ত তা ধরে রাখতে। মহাজন টাকা রেখে প্রতি চার বছরে সে ওই অর্থের চার ভাগের এক ভাগ লাভ হিসেবে যোগ করবে। যেহেতু ওই টাকা সে সরিয়ে রেখেছে তাই কৃষককে বলা হলো লাভের টাকাটা মূল টাকার সাথে যোগ হবে।

BanglaBook.org

'বালকটি যখন বিশে পা দিলো, লোকটি মহাজনের কাছে গিয়ে ওই সিলভার সম্পর্কে জানতে চাইলো। মহাজন ব্যাখা করে জানালো, যেহেতু ওই টাকাটা চক্রবৃদ্ধি হারে বাড়ছিলো সেহেতু সেই আসল ১০টি মুদ্রা এখন বেড়ে দাঁড়িয়েছে সাড়ে একত্রিশটি মুদ্রায়।

চাষী খুব খুশি হলো। যেহেতু ছেলেটির এই মুহূর্তে টাকার দরকার ছিলো না। সে তা মহাজনের কাছেই রেখে আসলো। ওর বয়স যখন পঞ্চাশ হলো, কৃষক দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে। মহাজনে চুক্তিতে উপনীত হয়ে ছেলেটিকে একশ সাতষট্টি টি মুদ্রা দিলো।

'এভাবে ৫০ বছরে টাকাটা সতেরোগুণ বেড়ে উঠলো।

'তাহলে একটি রোগা পার্সের জন্য তৃতীয় প্রতিষেধক হলো, 'প্রতিটি কয়েনকে কাজে লাগিয়ে দাও, যাতে এটি একই ধরনের জিনিস উৎপাদন করতে পারে, ক্ষেতে ঝাঁক বেধে বলা পাখির মতো এবং এমন আয় টেনে আনতে সাহায্য করে যাতে সম্পদের প্রবাহ অবিরাম পার্সের মধ্যে ঢুকতে থাকে।'

চতুর্থ দাওয়াই

সম্পদকে লোকসান হওয়া থেকে বাঁচান

'দুর্দশা উজ্জ্বল আলো ভালোবাসে। মানুষের পার্সে থাকা সোনাকে দৃঢ়তা দিয়ে নিরাপত্তা দিতে হয়, নতুবা সব হারিয়ে যাবে। সেজন্য স্রষ্টা আমাদেরকে বড়ো অংকের অর্থ প্রদান করার আগে ছোট অংকের সঞ্চয়কে প্রথমে রক্ষা করা আমাদেরকে শেখতে হবে।' আরকাদ এই বলে চতুর্থ দিনের কথা বলা শুরু করলো।

'স্বর্ণের মালিকেরা সুযোগ পেলেই এতো উত্তেজিত হয়ে উঠে যে মনে হয় তারা আরো সম্ভাবনাময় প্রজেক্টে বিনিয়োগ করে অনেক বেশি উপার্জন করতে পারতো বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয় স্বজনেরা এরকম প্রায়ই এরকম বিনিয়োগ করে তাদেরকে আমন্ত্রণ করে থাকে।

'বিনিয়োগের প্রথম সুষ্ঠু নীতি হলো আসল টাকার নিরাপত্তা। বেশি উপার্জনের আশায় উদ্দীপ্ত হয়ে আসল টাকা হারিয়ে ফেলা কি বুদ্ধিমানের কাজ? আমি বলি না। রিস্কের জন্য পেনাল্টি দেয়া হলো সম্ভাব্য লোকশান। আপনার হাত থেকে টাকা সরিয়ে বিনিয়োগ করার আগে ভালোভাবে স্টাডি করুন। প্রত্যেকক্ষেত্রেই নিশ্চয়তা লাগবে যে টাকাটা নিরাপদে ফেরত পেতে হবে।

BanglaBook.org

কিন্তু কখনো তাড়াতাড়ী ধনী হয়ে উঠার রোমান্টিক আইডিয়ায় বিভ্রান্ত হলে চলবে না।

'কাউকে ঋণ দেয়ার আগে চিন্তা করতে হবে তার পরিশোধ করার ক্ষমতা নিয়ে এবং এরকম পরিশোধের তা সুনাম নিয়ে। যাতে আপনি নিজের কঠোর পরিশ্রমে উপার্জিত অর্থ নির্বুধের মতো তাকে উপহার না দেন।

'যে কোনো খাতে বিনিয়োগের আগে ওই খাতের বিপদগুলোর সাথে নিজেকে পরিচিত করে নিন।'

'আমার নিজের প্রথম বিনিয়োগ ছিল তখনকার সময়ে আমার জন্য এক ট্র্যাজেডি। প্রথম বছরের জমিয়ে সযত্নে রাখা অর্থ আমি তুলে দিয়েছিলাম, আজমার নামের একজন ইট নির্মাতার হাতে, যে তখন দূর সমুদ্র যাত্রা করছিলো এবং ফনিশিয়ানদের কাছ থেকে আমার জন্য দুষ্প্রাপ্য জুয়েল কিনে আনতে রাজী হয়েছিলো। কথা ছিলো সে ফিরে আসার পর এগুলো আমরা বিক্রি করে মুনাফা উভয়ের মধ্যে ভাগ করে নিবো। ফানিশয়ানরা ছিলো স্কাউন্ড্রেল। তাড়া জুয়েল বলে কিছু গ্লাস ওকে বুঝিয়ে দিলো। আমি আমার সম্পদ খুইয়ে ফেললাম। আজ আমার ট্রেনিং আমাকে বলে দিচ্ছে একজন ইট নির্মাতাকে দিয়ে জুয়েল কিনে আনার সিদ্ধান্ত ছিলো বোকার কাজ।

'সেজন্য আমার অভিজ্ঞতা থেকে লব্ধ জ্ঞানের ভিত্তিতে আমি আপনাদেরকে পরামর্শ দিচ্ছি। নিজের জ্ঞানের উপর অতিরিক্ত আস্থাশীল হয়ে বিনিয়োগের সম্ভাব্য চোরাগর্তে আপনার সম্পদ ঢেলে দিবেন না। ভালো হয় যতদূর সম্ভব টাকা কামাই করতে অভিজ্ঞ লোকদের পরামর্শ নিন। চাইলেই এরকম পরামর্শ পাওয়া যায়। এবং এসব উপদেশের আপনার বিনিয়োগের অর্থের প্রায় সমান ভ্যালু রয়েছে। সত্যিকার অর্থে এসব পরামর্শ যদি আপনার সম্পদকে বাঁচিয়ে দিতে পারে তবে তার মূল্য ওই সম্পদেরই সমান।

'এটিই হলো রোগা পার্সের জন্য চতুর্থ দাওয়াই। যদি এটি পূর্ণ হওয়ার পর আবার শূন্য হওয়া থেকে রক্ষা করতে পারে তবে এর গুরুত্ব অনেক বেশি বিনিয়োগ করে হওয়া লোকসান থেকে ওই সম্পদকে সুরক্ষা দিন যেখানে আপনার আসল টাকা নিরাপদে থাকবে। যখন দরকার হবে তখন যাতে সেই টাকা পুনরায় দাবি করা যায় এবং যেখানে ওই টাকার ভাড়া আদায়ে আপনি ব্যর্থ হবেন না। জ্ঞানী লোকদের পরামর্শ নিন। পার্সের লাভজনক পরিচালনায় এসব অভিজ্ঞ লোকদের পরামর্শ সংরক্ষণ করুন। তাদের জ্ঞানকে নিরাপত্তাহীন বিনিয়োগ থেকে আপনার সম্পদকে রক্ষা করবে।

BanglaBook.org

পঞ্চম দাওয়াই

আপনার জীবনযাপনকে লাভজনক মুনাফায় পরিণত করুন

'যদি কেউ তার আয়ের ১০ ভাগের ৯ ভাগ সরিয়ে রাখে তার জীবনযাপন এবং উপভোগের জন্য। এবং এই ৯ ভাগের যে কোন অংশ যদি তার জীবনযাপনে সমস্যা সৃষ্টি না করে লাভজনক বিনিয়োগ করতে পারে, তখন তার সম্পদ অনেক বেশি দূরত্ব বাড়তে থাকবে।' আরকাদ তার পঞ্চম দিনের ক্লাশ এই বলে শুরু করলো।

'ব্যাবিলনের অনেকেই তাদের পরিবারকে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বের হতে দিচ্ছেন। তারা তাদের বাড়ির মালিকদের ভাড়া দিচ্ছেন এমন বাসস্থানের জন্য যেখানে তাদের স্ত্রীদের মনকে আনন্দে রাখার জন্য ফল-ফুলের চাষ করার সুযোগ নেই, বাচ্চাদের নেই কোনো খেলাধুলার জায়গা, আছে শুধু অপরিষ্কার সরু গলি।

'কোনো পরিবারই জীবনকে উপভোগ করতে পারে না যদি না বাচ্চারা পরিষ্কার আকাশের নিচে খেলার জন্য একটু জায়গা পায়, বউয়েরা শুধু ফুলের চাষ করে না তারা ভালো তরিতরকারির চাষ করে পরিবারকে পুষ্টি জোগায়।

'নিজের গাছের ডুমুর খেতে পারা, শাখা থেকে আঙুর পেড়ে খাওয়া একজন মানুষের মনে আনন্দ বয়ে আনে। নিজের জায়গায় বাস করা, এর যত্ন নিতে পেরে গর্ববোধ করা তার হৃদয়ে আস্থা বয়ে আনে এবং তার সবগুলো কাজে অধিক প্রচেষ্টা নিয়োগে সাহায্য করে। সেজন্য আমি কি আপনাদের পরামর্শ দেবো যাতে প্রত্যেকে নিজের ছাদের নিচে আশ্রয় নিতে পারে।

'নিজের বাড়ি করার সদিচ্ছা থাকলে এটি কারো দুঃসাধ্য হওয়ার কথা নয়। আমাদের মহান রাজা কি ব্যাবিলনের দেয়াল বিস্তৃত করে দেননি যার মধ্যে অনেক জমি অব্যবহৃত পড়ে আছে এবং অনেক যুক্তিসঙ্গত দামে তা কেনা যাচ্ছে?

'প্রিয় ছাত্ররা আমি যেমন আপনাদেরকে বলেছি, যেসব লোক তাদের পরিবারের জন্য বাড়ি ও জমি খোঁজে তাদের আকাঙ্খাকে মহাজনেরা বেশি গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করে। এই প্রশংসনীয় উদ্যোগে আপনি ঋণ করে ইট প্রস্তুতকারকে এবং বাড়ি নির্মাতাদেরকে তাদের মূল্য পরিশোধ করতে পারেন, যদি প্রয়োজনীয় অর্থের এক যুক্তিসঙ্গত অংশ আপনি নিজে সরবরাহ করতে পারেন।

BanglaBook.org

'তারপর যখন বাড়ি নির্মাণ হয়ে যায় তখন আপনি যেমন বাড়ির মালিককে নিয়মিত ভাড়া দিতে পেরেছেন তেমনি মহাজনদেরকে তাদের টাকা ফেরত দিতে পারবেন কারণ প্রতিটি পরিশোধ মহাজনের পাওনা টাকার পরিমাণ কমাবে এবং কয়েক বছরের মধ্যে আপনার ঋণ পরিশোধ হয়ে যাবে।

'তখন আপনার হৃদয়ে আনন্দ বয়ে যাবে কারণ আপনার কাছে তখন এক মূল্যবান সম্পদের মালিকানা চলে আসবে এবং তার জন্য তখন একমাত্র ব্যয় হবে রাজার ট্যাক্স।

'আপনার ভালোবাসার স্ত্রী নদীর ঘাটে যতবার তাদের কাপড় ধুতে যাবে ততোবারই পাত্র ভর্তি করে পানি নিয়ে ফিরবে এবং বাড়িতে গজিয়ে উঠা গাছে তা ঢালবে।

'এভাবে ওই লোকটার উপর অনেক আশীর্বাদ আসবে যার নিজের বাড়ি হবে। এবং এতে তার জীবনযাত্রার ব্যয় অনেক কমে আসবে। তার আয়ের অংশ সে আনন্দ উপভোগে ব্যয় করবে এবং তা তার আকাঙ্খাকে পরিতৃপ্ত করবে। এটি তাহলে রোগা টাকার থলের জন্য পঞ্চম দাওয়াই, 'নিজে বাড়ির মালিক হোন'।

ষষ্ঠ দাওয়াই

ভবিষ্যতের আয়ের বীমা করুন

প্রতিটি মানুষের জীবন শৈশব থেকে বার্ধক্যের দিকে ধাবিত হয়। এটিই জীবনের পথ। কেউই এই পথ থেকে বিচ্যুত হতে পারে না যদি না স্রষ্টা তাকে অপরিপক্ক অবস্থায় তুলে না নেন। তাহলে কি বলতে পারি, প্রতিটি মানুষকে আগত দিনের জন্য এক উপযোগী আয়ের ব্যবস্থা করে রাখা উচিত। যে দিনে তিনি আর যুবক থাকবেন না এবং যখন তিনি পরিবারের লোকদের আরামে রাখা এবং সাপোর্ট দেয়ার জন্য তিনি আর থাকবেন না। এই অনুশীলন আপনাদেরকে নির্দেশনা দেবে যাতে তাজা পার্স সাথে রাখতে পারেন যখন আপনি কম সক্ষম হয়ে যাবেন।' একথাগুলো বলে আরকাদ ষষ্ঠদিনের বক্তব্য শুরু করলো।

'যে মানুষটি সম্পদের নীতি বুঝেন বলে বর্ধিষ্ণু হারে সম্পদ জড়ো করে যাচ্ছেন, তার ভবিষ্যতের চিন্তা মাথায় রাখা দরকার। তিনি এমন কিছু বিনিয়োগ ও প্রভিসনের এর পরিকল্পনা করা উচিত যেখানে থেকে বছর বছর নিরাপদে টিকে থাকে। তার সুচিন্তিত পরিকল্পনায় সময় মতো ফান্ডটা তার হাতে চলে আসে।

BanglaBook.org

'অনেক পন্থায় মানুষ ভবিষ্যতের জন্য আর্থিক নিরাপত্তা পেতে পারে। একটা গোপন জায়গা খুঁজে সেখানে সম্পদ লুকিয়ে রাখতে পারে। কত দক্ষভাবে সেটা পুতে রাখা হলো তা কোনো বিষয় না, এটি চুরি করে রাখা লুটের পণ্য হিসেবে বিবেচিত হবে। সে জন্যে আমি এটি করার সুপারিশ করছি না।

'একজন বাড়ি বা জমি কিনে রাখতে পারে। যদি তার মূল্য এবং ব্যবহার নিয়ে চিন্তা করে জ্ঞানীদের মতো বাছাই করা হয় তবে সেটি স্থায়ী মূল্য ধরে রাখে এবং এসব সম্পদের আয় বা বিক্রি করে পাওয়া অর্থ ভালোভাবেই এই উদ্দেশ্য পূরণ করে।

'একজন মহাজনকে কেউ ঋণ দিতে পারে যা নিয়মিত বাড়তে থাকে। মহাজন এই আয় মূল টাকার সাথে সময়ে সময়ে যোগ করে এতে চক্রবৃদ্ধি হারে টাকার পরিমাণ বাড়তেই থাকে। আমি একজন স্যান্ডেল প্রস্তুতকারীকে চিনি। সে আমার কাছে ব্যাখ্যা করে বললো, বেশিদিন আগে নয় একজন মহাজনের কাছে সে প্রতি সপ্তাহে সে দুটো সিলভার করে একজন মহাজনের কাছে জমা রাখতে থাকলো। মহাজন তাকে সম্প্রতি তার সম্পদের যে হিসাব দিলো তাতে সে আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠলো। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ডিপোজিট চার বৎসর পর পর মোট অংকের চারভাগের এক ভাগ হারে আসলের সাথে যুক্ত হতে হতে পৌঁছে গেছে এক হাজার চল্লিশ পিস সিলভারে।

'আমি তাকে খুশি মনে আমার সংখ্যা বিষয়ক জ্ঞান দিয়ে উৎসাহ সহকারে তাকে বুঝিয়ে বললাম সে যাতে এই হারে যদি সে জমা রাখতে পারে তবে আরো বারো বৎসর পরে মহাজন তাকে চার হাজার পিস সিলভার দিতে বাধ্য হবে যা তার পরবর্তি জীবনের জন্য ভালো অবলম্বন হয়ে উঠবে।

'নিশ্চয়ই যখন এরকম ছোট্ট ডিপোজিট নিয়মিত জমা হতে থাকলে, এরকম লাভজনক ফলাফল নিয়ে আসে। কোনো মানুষই তার বৃদ্ধ বয়সে নিজের এবং পরিবাররের সুরক্ষার জন্য এরকম কোনো সম্পদের নিশ্চয়তা দিতে পারে না। তার নিজের ব্যবসা যত সমৃদ্ধ বা বিনিয়োগ যত বড়ো হউক না কেন।

'এ নিয়ে আরো বেশি বলতে পারলে ভালো হতো। আমার মাথায় একটি বিশ্বাস আছে যে কোনো একদিন জ্ঞানগর্ভ চিন্তার কোনো লোক এমন একটি প্লান আবিষ্কার করবে যা মানুষের মৃত্যুতেও আর্থিক নিরাপত্তা দেবে। যেখানে অনেক লোকই ছোট ছোট পরিমাণে টাকা জমা দিতে থাকবে। এদের জমা

BanglaBook.org

করা অর্থ থেকে মৃত্যুবরণ করা কারো পরিবারকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ টাকা বরাদ্দ দেয়া যাবে। এ রকম একটি জিনিস আমার কাছে খুব প্রত্যাশিত মনে হচ্ছে এবং এরকম প্লানের আমি জোর সুপারিশ করছি। কিন্তু আজ এটি সম্ভব না কারণ এর জন্য এখন কাউকে বা কোনো অংশীদারিত্বে সমাপ্তি লাগবে তা চালু করতে। এটিকে রাজার সিংহাসনের মতো অটল থাকতে হবে। কোনো দিন হয়তো এরকম একটি পরিকল্পনা পাস হবে এবং তা অনেক লোকের উপকারে আসবে। কারণ একটি ছোট্ট সিঙ্গেল পেমেন্ট একজন মৃত মানুষের পরিবারের জন্য বিরাট ভাগ্য খুলে দেবে।

'কিন্তু যেহেতু আমরা আমাদের দিনে বেঁচে আছি এবং যেদিন আসবে সেদিনে বেঁচে নেই। আমাদের উদ্দেশ্য সম্পাদনের উপায় ও পদ্ধতি এর সুবিধা গ্রহণ করতে হবে। সেজন্য আমি সবার জন্য এই সুপারিশ করছি আপনার প্রজ্ঞা ও সুচিন্তা দ্বারা এরকম পদ্ধতি আবিষ্কার করুন, যা রোগা পার্সকে তার পরিপক্কতার সময়ে সাপোর্ট দেবে। একজন উপার্জন করার ক্ষমতাহীন মানুষের রোগা পার্স এবং কর্তাবিহীন পরিবার উভয়ই কঠিন ট্রাজেডি।

'তাহলে এটিই হলো রুগ্ন পার্সের জন্য ষষ্ঠ দাওয়াই। বৃদ্ধ সময়ের জন্য এবং পরিবারের সুরক্ষার জন্য আগেভাগেই জমা করতে থাকুন।

সপ্তম দাওয়াই

আপনার উপার্জনের ক্ষমতা বাড়িয়ে নিন

'আজ আমি আপনাদের সাথে কথা বলছি, প্রিয় ছাত্ররা, রুগ্ন পার্সের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দাওয়াই আর একটি নিয়ে। এখন পর্যন্ত আমি স্বর্ণ নিয়ে কথা বলিনি। কথা বলেছি আপনাদের নিয়ে, আমার সামনে বসা বিভিন্ন রঙের কাপড় পড়া লোকদের নিয়ে। আমার মনের মধ্যে থাকা সেসব বিষয় নিয়ে আমি আজ কথা বলবো এবং সেসব মানুষের জীবন নিয়ে যারা সফলতার পক্ষে এবং বিপক্ষে কাজ করেছে।' আরকাদ তার সপ্তম ক্লাস এসব কথা দিয়ে শুরু করলো।

'বেশি দিন আগের কথা নয়, একজন যুবক আমার কাছে কিছু টাকা ঋণ চাইতে আসলো। যখন আমি তার প্রয়োজনটা জানতে চাইলাম, সে জানালো তার আয় নিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহ হয় না। কথাটা শুনে আমি তার কাছে বুঝিয়ে দিলাম যে এ কারণেই সে একজন মহাজনের কাছে ভালো ক্রেতা নয়। কারণ তার কোনো বাড়তি আয় নেই যা দিয়ে যে ঋণ পরিশোধ করতে পারে।

BanglaBook.org

'ইয়াং ম্যান, আপনার যা দরকার তা হলো' আমি তাকে বললাম। 'বেশি করে আয় করা। কি করে আপনি আয় করার ক্ষমতা বাড়াতে পারবেন?'

'আমি যা করতে পারি', সে উত্তরে বললো, 'দুই চাঁদের মাঝখানে আমি ছয়বার করে আমার মনিবের কাছে যাই বেতন বাড়ানোর আবেদন নিয়ে, কিন্তু এ পর্যন্ত সফল হতে পারিনি। কেউই এর চেয়ে বেশি আবেদন করতে পারে না।'

'আমরা তার সরলতায় হেসে উঠতে পারি কারণ আয় বাড়ানোর প্রয়োজনীয় গুণাবলির একটি তার দখলে আছে। বেশি করে আয় করার তার মধ্যে রয়েছে একটি দৃঢ় আকাঙ্খা, একটি সঠিক এবং প্রশংসনীয় আকাঙ্খা।

'কাজ সম্পাদনের জন্য আকাঙ্খা প্রয়োজন। এই আকাঙ্খাকে হতে হবে দৃঢ় এবং সুনির্দিষ্ট। সাধারণ আকাঙ্খার রয়েছে দুর্বলতা থাকে। কারণ একজন মানুষের ধনী হওয়ার আশার রয়েছে দুর্বল উদ্দেশ্য। আবার একজন মানুষের ৫ পিস স্বর্ণ পাওয়ার আকাঙ্খা দর্শনীয়, যা সে পূর্ণ হওয়ার জন্য সচেষ্ট থাকে। তার ৫ পিস স্বর্ণ পাওয়ার আকাঙ্খাওকে সে যখন সুদৃঢ় উদ্দেশ্যে দিয়ে অর্জন করতে চায়। পরে সে একইভাবে ১০ পিস পাওয়ার চেষ্টা করে। এভাবে হাজার পিস পায় এবং নিজেকে ধনী হিসেবে আবিষ্কার করে। একটি ছোট্ট আকাঙ্খা পূরণের শিক্ষা তাকে বড় আকাঙ্খা পূরণ করতে ট্রেনিং দেয়। এ প্রক্রিয়ায়ই সম্পত্তি জমানো যায়; প্রথমে কম পরিমাণ তারপর বেশি পরিমাণে যেহেতু মানুষ শিখে এবং অধিক সক্ষম হয়ে উঠে।

'আকাঙ্খাকে সরল এবং সুনির্দিষ্ট হতে হয়। যদি তা সংখ্যায় খুব বেশি, বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী এবং একজন লোকের প্রশিক্ষণে পরিধির বাহিরে হয়ে থাকে তবে তা নিজের উদ্দেশ্যকেই পরাজিত করে।

'একজন মানুষের চাওয়ার মধ্যে পরিপূর্ণতা থাকতে হয় তবেই তার উপার্জনের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। সেসব দিনে যখন আমি একজন বিনয়ী নকলকারী ছিলাম যে মাটি দিয়ে যে কোনো লিখার কপি তৈরি করতাম সামান্য কয়েকটি কপারের জন্যে, আমি দেখতাম অন্য কর্মীরা আমার চেয়ে অনেক বেশি করে অনেক বেশি উপার্জন করতো। সেজন্যে আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যাতে আমাকে কেউ যাতে টপকাতে না পারে সেরকম কিছু করবো। না আমি খুব বেশি সময় নেইনি, তাদের সফলতার কারণ জানতে। আমার কাজে অধিক আগ্রহ, অধিক মনোযোগ, অধিক অধ্যবসায় আমাকে এমন অবস্থায় নিয়ে আসলো আমার চেয়ে বেশি নকলের কাজ করার কেউ থাকলো

BanglaBook.org

না। আমার বর্ধিত দক্ষতার মূলে ছিলো যৌক্তিক সতর্কাবস্থা। ছয়বার করে মনিবের কাছে স্বীকৃতি আদায়ে যাওয়ার প্রয়োজন আর অবশিষ্ট থাকলো না।

'যত বেশি জ্ঞান আমরা অর্জন করি, ততো বেশি আমরা উপার্জন করতে পারি। যে লোক তার কাজে অধিক নৈপূন্য অর্জন করতে চায়, তার পুরষ্কার হিসেবে সে সম্পদ অর্জন করে। যদি সে একজন শিল্পী হয় তবে তার লাইনে দক্ষ লোকদের পদ্ধতি এবং কলাকৌশল তাকে রপ্ত করতে হয়। সে যদি আইন অথবা চিকিৎসায় কাজ করে তবে সে তার কাজের ব্যাপারে অন্যের সাথে পরামর্শ করে নিতে পারে এবং অন্যের সাথে আইডিয়া বিনিময় করতে পারে। যদি সে একজন ব্যবসায়ি হয় তবে তাঁকে অবিরাম কম দামে ভালো পণ্য কেনার চেষ্টা করতে হয়।

'যারা পরিবর্তন ও উন্নয়নের জন্য কাজ করে তাদের মতো কাজ করতে থাকুন কারণ অনুসন্ধিৎসু মন সবসময়ে চায় আরো ভালো দক্ষতা যা দিয়ে সে যাদের পৃষ্ঠপোষকতার উপর তাঁকে নির্ভর করতে হয় তাদেরকে আরো ভালো সেবা প্রদান করতে পারে। সেজন্য আমি সবাইকে আহবান করি যাতে উন্নতির সম্মুখের র‍্যাংকে যাতে তারা থাকে এবং দাঁড়িয়ে থাকে না কারণ এতে তারা পিছিয়ে পড়তে পারে।

'একজন মানুষের জীবনকে ধনী করে তুলতে অর্জনের অভিজ্ঞতা নিয়ে অনেক বিষয় বিবেচনার দাবি রাখে। বিষয়গুলো নিম্নরূপ একজন মানুষকে এগুলো করতে হয় যদি সে নিজেকে সম্মান করে।

'তার ক্ষমতার মধ্যে যত দ্রুততা সম্ভব তা দিয়ে সে তার ঋণ দ্রুত পরিশোধ করে।

'তাঁকে তার পরিবারের এমনভাবে যত্ন নিতে হয় যাতে সবাই তাকে নিয়ে ভাবে এবং তার সাথে ভালোভাবে কথা বলে।

'তাঁকে তার ইচ্ছার একটি রেকর্ড রাখতে হয়, কারণ যদি তাঁকে স্রষ্টার কাছে চলে যেতে হয় তবে তার সম্পত্তির যাতে একটি সম্মানজনক এবং সঠিক বিভাজন হয়।

'দুর্ভাগ্যের কারণে যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদের প্রতি সহানুভূতি ও যৌক্তিক আর্থিক সাহায্য করতে হবে। তার প্রিয়জনকে সুচিন্তিত পরামর্শ তাকে প্রদান করতে হবে।

BanglaBook.org

'এভাবে রুগ্ন পার্সের জন্য সপ্তম ও শেষ দাওয়াই হলো নিজের শক্তি উৎপাদন করা, পড়াশুনা করে নিজের প্রজ্ঞা বাড়ানো, অধিক দক্ষ হয়ে উঠা এবং এমনভাবে কাজ করে যাওয়া যাতে আত্ম-সম্মানবোধ বাড়তে থাকে। সেজন্য আপনাদের নিজেদের উপর আস্থা আনতে হবে যাতে আপনাদের আকাঙ্খা পূর্ণ করতে পারেন।

'রুগ্ন পার্সের জন্য এগুলো হলো সাতটি দাওয়াই। এসব সুদীর্ঘ জীবন ও সফল ব্যক্তিদের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অর্জিত হয়েছে। যারা সম্পদ অর্জন করতে চান আমি তাদের সবাইকে এগুলো অনুসরণ করতে অনুরোধ করছি।

'প্রিয় শিক্ষার্থীরা ব্যাবিলনে এতো স্বর্ণ আছে যা আপনারা স্বপ্নেও দেখেননি। এখানে তা সবার জন্যই পর্যাপ্ত পরিমাণে আছে।

'সামনে এগিয়ে গিয়ে যেসব সত্য জানলেন সেগুলো প্রাকটিস করতে থাকুন। আপনার সমৃদ্ধি অর্জন করবেন এবং সম্পদশালী হয়ে উঠবেন।

'রাজ্যের সম্মানিত ব্যক্তিদের মধ্যে এসব সত্য প্রচার করতে এগিয়ে যান। যাতে রাজ্যের পর্যাপ্ত সম্পদের সবাই অংশীদার হতে পারে।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

সৌভাগ্যের সাথে সাক্ষাত

'যারা ভাগ্যবান তাদের সৌভাগ্যের বিস্তৃতির ব্যাপারে ভবিষৎদ্বানী করার দরকার হয় না। তাদের ইউফ্রেটিস নদীতে ডুবিয়ে দিলে সে হাতে পার্ল নিয়ে সাঁতার কেটে উঠে আসবে। ব্যাবিলনের প্রবাদ।

ভাগ্যবান হওয়ার আকাঙ্খা একটি সার্বজনীন সত্য। চার হাজার বছর আগে প্রাচীন ব্যাবিলনে যেমন ছিলো আজও তা তেমনি মানুষের হৃদয়ে শক্ত অবস্থানে আছে। আমরা সবাই আশা করি যাতে স্রষ্টার ইচ্ছায় আমরা সম্পদশালি হয়ে উঠতে পারি। যদি কোনোভাবে স্রষ্টার শুধু মনোযোগ নয় এবং দয়ার আনুকূল্য পাওয়া যেতো!

এমন কোনো পথ কি আছে যার মাধ্যমে সৌভাগ্যকে আকৃষ্ট করা যায়?

এটিই প্রাচীন ব্যাবিলনের লোকেরা জানতে চাইতো। তারা তা আবিষ্কার করে নেয়ার সিদ্ধান্ত নিলো। তারা ছিলো খুব চালাক এবং সূক্ষ্ম চিন্তার অধিকারী। এ কারণেই সেই সময়ে এই শহর ছিলো সবচেয়ে ধনী এবং শক্তিশালী।

দূরবর্তী অতীতে সেখানে কোনো স্কুল-কলেজ ছিলো না। তথাপি সেখানে ছিলো শিক্ষা গ্রহণের একটি কেন্দ্র এবং তা ছিল খুবই প্রাকটিক্যাল। ব্যাবিলনের টাওয়ার বিল্ডিং-এর মধ্যে রাজপ্রসাদ, ঝুলন্ত বাগান এবং মন্দিরের সাথে ছিলো এর অবস্থান। ইতিহাসের বইতে এর খুব কমই উল্লেখ রয়েছে, তারপরও এটি তখনকার সময়ের মানুষের চিন্তায় ভালো প্রভাব ফেলে আসছিলো।

বিল্ডিংটা ছিলো জ্ঞানের মন্দির যেখানে অতীতের জ্ঞানের কথা অনেক শিক্ষকরা আলোচনা করতেন এবং জনপ্রিয় বিষয়গুলো নিয়ে উন্মুক্ত ফোরামে আলোচনা চলতো। এর দেয়ালের ভেতরে যারা মিলিত হতেন তারা সবাই ছিলেন সমান মর্যাদার। রাজপ্রসাদের প্রিন্সের মতামতের বিরোধিতা করতে পারতো একজন বিনয়ী দাস।

যারা নিয়মিত টেম্পলে যেতেন তাদের মধ্যে আরকাদ নামের একজন জ্ঞানী, বয়স্ক লোক ছিলেন—তাকে বলা হতো ব্যাবিলনের সবচেয়ে ধনী ন্যক্তি। তার নিজের জন্য একটি আলাদা হল ছিলো যেখানে প্রত্যেক বিকেলে অনেক লোক ভিড় করতো। এদের মধ্যে কেউ ছিলো বৃদ্ধ, কেউ কেউ তরুণ আবার বেশিরভাগ ছিলেন মধ্যবয়সী। তারা মিলিত হয়ে আকর্ষণীয় বিষয় নিয়ে

BanglaBook.org

আলোচনা, যুক্তিতর্কে লিপ্ত হতেন। যেমন আমরা শুনেছি কিভাবে সৌভাগ্যকে আকৃষ্ট করা যায়।

সূর্য সবেমাত্র আগুনের এক লাল বলের মতো হয়ে অস্ত গিয়েছে আরকাদ তার প্লাটফর্মে পায়চারী করছিলেন। পুরো চার কুড়ি মানুষ তার জন্য অপেক্ষা করছিলেন, তারা মেঝে পাতা কার্পেটের উপর বসে আরাম করছিলেন। আরো বেশি লোক তখনো অপেক্ষায় ছিলেন।

'আজ রাতে আমরা কি বিষয়ে আলোচনা করবো?' আরকাদ জানতে চাইলেন।

একটু ইতস্তত করে লম্বা কাপড় পরা একজন প্রথা অনুযায়ী দাঁড়িয়ে বলতে থাকলেন, 'একটি বিষয়ে আমি শুনতে চাচ্ছিলাম কিন্তু ইতস্তত করছি যদি না এতে আপনি আরকাদ ও আমার বন্ধুদের কাছে হাস্যকর মনে হতে পারে।'

আরকাদ এবং অন্যরা তা উপস্থাপন করতে অনুরোধ করাতে সে বলতে থাকলো, 'আজ আমি ভাগ্যবান একজন যে আমি কয়েক টুকরা সোনাভর্তি একটি পার্স পেয়েছি। এভাবে ভাগ্যবান থাকাই আমার আকাঙ্খা। যেন সবাই এই আকাঙ্খা আমার সাথে শেয়ার করছে, আমি পরামর্শ দিচ্ছি যাতে সৌভাগ্যকে আকৃষ্ট করার বিষয়ে আমরা বিতর্কে লিপ্ত হতে পারি। কাউকে যাতে তা আকৃষ্ট করতে পারে তার পন্থা আমরা আবিষ্কার করতে পারি।'

'খুব আকর্ষণীয় একটি বিষয় উপস্থাপন করা হয়েছে', আরকাদ মন্তব্য করলো, 'আমাদের আলোচনার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এটি। কিছু মানুষের সাথে সৌভাগ্য যেন কথা বলে। একটি দুর্ঘটনার মতোই কোনো কারণ ছাড়াই তা কারো উপরে আপতিত হয়। অন্যরা বিশ্বাস করে যেসব সৌভাগ্যের প্ররোচণা আসে আমাদের সবচেয়ে উদার দেবতার কাছ থেকে। যারা তাদেরকে খুশি করতে পারে তাদেরকে মূল্যবান উপহার দিতে সবসময় আগ্রহী থাকে। বন্ধুরা আপনাদের কিছু বলার থাকলে বলতে পারেন, আর কি কোনো উপায় আছে, যা করলে সৌভাগ্য আমাদের প্রত্যকের কাছে ভিজিট করতে পারে?'

'ইয়ে! ইয়ে! বেশি বেশি পাওয়ার জন্য!' বেড়ে যাওয়া আগ্রহী শ্রোতারা অনেকেই বলতে থাকলো।

আরকাদ বলতে থাকলো, 'আমাদের আলোচনা শুরুর আগে চলুন শোনা যাক আমাদের মধ্যে কাপড় বুননকারীদের মতো এমন কারো কথা যাদের নিজেদের প্রচেষ্টা ছাড়াই মূল্যবান সম্পদ ও জুয়েলের মালিক হওয়ার অভিজ্ঞতা হয়েছে।'

BanglaBook.org

সবাই চুপ থেকে অপেক্ষায় থাকলো কারো উত্তরের জন্য। কিন্তু কেউ উত্তর দিলো না।

'কি, কেউ নাই?' আরকাদ জিজ্ঞেস করলো, 'এরকম ভাগ্যবান লোক খুবই দুষ্প্রাপ্য। কেউ কি এখন বলবেন, আমরা কোথায় তা খোঁজা শুরু করতে পারি?'

'আমি করবো', সুন্দর ড্রেস পরা একজন যুবক দাঁড়িয়ে বললো, 'যখন কোনো মানুষ ভাগ্যের কথা বলে, এটি কি স্বাভাবিক নয় যে তার চিন্তা একটি খেলার টেবিলে চলে যায়? আমরা কি দেখতে পাই না যে অনেক লোক সম্পদ পাওয়ার জন্য দেবতার আশীর্বাদ পেতে তাদের কাছে ধর্ণা দেয়?'

সে তার সিটে বসতেই আরেকজনের কণ্ঠ শোনা গেলো, 'থামবেন না! গল্পটি বলতে থাকুন! আমাদেরকে বলুন, আপনি কি খেলার টেবিলে দেবতার আশীর্বাদ পেয়েছিলেন? তিনি কি কিউবের লাল অংশ তুলে ধরেননি যাতে আপনি তা থেকে নিজের পার্স ধরে নিতে পারেন নাকি তিনি নীল অংশ আপনার কাছে আসতে দিয়েছিলেন যাতে ডিলাররা আপনার কঠোর পরিশ্রমের টাকা তুলে নিয়ে গেছেন?'

যুবক সুন্দর করে হাসিতে মেতে উত্তর দিতে গেলেন, 'স্বীকার করতে দ্বিধা করছি না, আমার উপস্থিতি উনি টের পেয়েছিলেন বলে মনে হয়নি। কিন্তু আপনাদের সম্পর্কে কি বলা যায়? আপনারা কি কিউবকে আপনাদের অনুকূলে ঘুরিয়ে দিতে তাঁকে অপেক্ষা করতে দেখেছেন? আমরা আগ্রহ নিয়ে শুনতে চাই যাতে কিছু শিখতে পারি।'

'খুব প্রজ্ঞার সাথে শুরু হলো', আরকাদ বলে উঠলেন, 'আমরা এখানে প্রতিটি প্রশ্নের প্রত্যেকটি দিক আলোচনার জন্য মিলিত হয়েছি। খেলার টেবিলকে এড়িয়ে গেলে অধিকাংশ মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি উপেক্ষা করা হবে, একটি ছোট্ট সিলভার দিয়ে বিরাট সম্পদ আহরনের আশা।'

'এটি আমাকে গতকালের রেইসের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে', আরেকজন শ্রোতা বললেন, 'দেবতা যদি খেলার টেবিলে নিয়মিত আসতেন, নিশ্চয়ই তিনি খেলাকে এড়ে যেতেন না যখন সোনালী যুদ্ধ রথ বা তেজি ঘোড়ার উত্তেজনাকর বাজি ধরা হয়। আরকাদ, আমাদের সত্যি করে বলুন গতকাল নেনিভেহ তে কোথায় বাজি ধরবেন তা কি দেবতা আপনাকে কানে কানে বলেননি? আমি আপনার পিছনে দাঁড়িয়েছিলাম। আমার কানকে বিশ্বাস করতে পারিনি যখন দেখলাম আপনি গ্রে এই উপরই বাজি ধরলেন।

BanglaBook.org

আমাদের যে কারো মতো আপনিও জানেন আসিরিয়ার কোনো টিমই কোনো খেলায় আপনাকে বাজিতে হারাতে পারবে না।

'গ্রে এই উপর বেট ধরার কথা কি দেবতা আপনাকে কানে কানে বলেননি। কারণ, দেখলাম শেষ টার্নে এসে কালো হোঁচট খেয়ে গেল আর এতে গ্রে এর জিততে কোন বাধা থাকলো না এবং তা এতে অনার্জিত বিজয় লাভ করলো।'

আরকাদ রসিক লোকটির প্রতি প্রশ্রয়দানকারী হাসি দিয়ে বললো, 'কি কারণে আমরা উপলব্ধি করি যে ভালো দেবতা মানুষের ঘোড়ার রেসে এত বেট ধরাতে এতো আগ্রহ দেখিয়ে থাকেন? আমার কাছে তিনি একজন ভালোবাসা এবং মর্যাদার দেবতা, যিনি মানুষের প্রয়োজনে সাহায্য করতে পেরেই তুষ্ট থাকেন এবং তাদেরকে পুরষ্কৃত করেন যারা তার দাবিদার। আমি তাকে খেলার টেবিলে বা ঘোড়দৌড়ে খুঁজি না, যেখানে মানুষ যা অর্জন করে তার চেয়ে বেশি লোকসান করে। তাকে খুঁজি এমন সব জায়গায় যেখানে মানুষের যোগ্যতার মূল্যায়ন হয় এবং তাকে পুরষ্কার পাওয়ার যোগ্য মনে করা হয়।

'মাটি খোড়ার কাজে, সৎ ব্যবসায়, মানুষের সব পেশায়, প্রচেষ্টা এবং লেনদেনের মাধ্যমে মুনাফা অর্জনের সুযোগ থাকে। সম্ভবত সব সময়ে মানুষের প্রচেষ্টা পুরষ্কৃত হয় না, কারণ মাঝে মাঝে তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ভুল হয় এবং অন্য সময়ে ব্যবসায়ের গতি এবং পরিবেশ তাকে পরাজিত করে তুলে। তারপরও সে যদি টিকে থাকে তবে সে সাধারণত তার মুনাফা তুলে নিতে পারে। কারণ মুনাফার সুযোগ সব সময়ে তার পক্ষে থাকে।

'কিন্তু মানুষ খেলায় মেতে উঠে, তখন পরিবেশ এমনভাবে সংরক্ষিত থাকে যে মুনাফা অর্জনের সম্ভাবনা সবসময়ে তার প্রতিকূলে চলে যায় এবং গেমকিপারের পক্ষে থাকে। খেলাটা এমনভাবে ঘটানো হয় যাতে তা সবসময়ে গেমকিপারের অনুকূলে থাকে। এটি তার ব্যবসা যেখানে সে প্লেয়ারদের বেট করা থেকে সবসময়ে মুনাফা অর্জনের জন্য একটি লিবারেল মুনাফা অর্জনের পরিকল্পনা থাকে। খুব কম খেলোয়াড় বুঝতে পারে যে কত নিশ্চত এখানে গেমকিপারের মুনাফা এবং তাদের জিতার সম্ভাবনা কত অনিশ্চিত।

'উদাহরনস্বরূপ, মনে করুন কিউবের উপর বাজি ধরা হলো। যতবারই এটি ছোড়া হবে ততোবারই আমরা বাজি ধরি যে কোনো সাইড উপরে থাকবে। যদি তা লাল হয়ে থাকে তবে গেম মাস্টার আমরা যা বেট ধরেছি তার

BanglaBook.org

চারগুণ আমাদেরকে দিয়ে থাকে। কিন্তু যদি অন্য পাঁচটি সাইড উঠে থাকে তবে আমরা হেরে যাবো। তাই এতে বুঝা যায় যে, প্রতিবারে আমাদের হারার সম্ভাবনার চেয়ে জেতার সম্ভাবনা পাঁচগুণ কম। কিন্তু যেহেতু লাল আমাদেরকে চারগুণ দিচ্ছে তাই আমাদের চারগুণ। রাতের খেলার গেম মাস্টার যা খেলা হবে তার পাঁচভাগের এক ভাগ মুনাফা হিসেবে নিজের কাছে রাখতে পারবে। এমন কেউ কি আছে যে এতো প্রতিকূলতার মধ্যে যা বেট ধরবে তার এক পঞ্চমাংশ হারাবার প্রত্যাশা করে থাকে?'

'তারপরো কিছু মানুষ অনেক বড়ো বাজি জিতে থাকে', শ্রোতাদের একজন এবার বলে উঠলেন।

'এ রকমই হয়ে থাকে, তারা জিতে থাকে', আরকাদ বলতে থাকলো, 'প্রশ্ন হলো, যারা এ রকম ভাগ্যবান তারা কি তাদের জিতা অর্থ রক্ষা করতে পারে যাতে তা তার কাছে সর্বোচ্চ মূল্য পেয়ে থাকে। আমার পরিচিত অনেক সফল মানুষ ব্যাবিলনে আছেন যাদের মধ্যে আমি একজনের নাম ও বলতে পারবো না যিনি এ রকম কোনো উৎস থেকে টাকা পেয়ে সফল হতে পেরেছেন।

'যারা আজ এখানে মিলিত হয়েছেন তারা অনেক বেশি সফল লোকদের কথা জানেন। আমার কাছে এরকম একজনের নাম জানার আগ্রহ খুব বেশি যিনি জুয়ার টেবিলকে তার সফলতার উত্তম হিসেবে বিবেচনা করে থাকেন। মনে করুন, আপনাদের সবাইকে আমি বলছি যারা জানেন। কি বলবেন আপনারা এ সম্পর্কে?'

অনেকক্ষণ নীরবতার পর একজন বাজিকর কথা বললেন, 'আপনার এই অনুসন্ধানে কি গেমকিপাররা অন্তর্ভুক্ত না?'

যদি আপনারা মনে করেন এরকম কেউ নেই, 'আরকাদ উত্তরে বললেন, 'আপনারা যদি মনে করেন এমন কেউ নেই, তাহলে আপনাদের নিজেদের সম্পর্কে কি বলবেন? আমাদের মধ্যে এমন কেউ নিয়মিত বাজিতে জিতা লোক কি আছেন যিনি আমাদেরকে উপদেশ দিতে ইতস্তত করছেন?'

পিছনের বেঞ্চগুলোতে গুণগুণ শোনা গেলো এবং হাসি ছড়িয়ে পড়লো।

'তাহলে মনে হচ্ছে, আমরা এসব স্থানে সৌভাগ্যের জন্য দেবতার আগমন আশা করছি না, 'তিনি বলতে থাকলেন, 'তাহলে চলুন অন্য স্থানে সন্ধান করি। আমরা হারিয়ে যাওয়া ওয়ালেট খুঁজতেও তাকে পাই না। জুয়ার টেবিলেও তাকে পাই না। এই জুয়ার ক্ষেত্রে আমি অবশ্যই স্বীকার করবো আমি যা জিতেছি তার চেয়ে অনেক বেশি হারিয়েছি।

BanglaBook.org

'চলুন আমরা আমাদের ব্যবসা বাণিজ্যকে বিবেচনা করি। এটি কি স্বাভাবিক নয় যে এখানে আমরা কোনো ভালো মুনাফাজনক লেনদেনকে আমাদের সৌভাগ্য হিসেবে বিবেচনা না করে আমাদের প্রচেষ্টার ফলাফল হিসেবে দেখে থাকি? আমি দেবতার আশীর্বাদ হিসেবে দেখাকে এড়িয়ে যেতেই অভ্যস্ত। সম্ভবত যখন আমরা তার দয়াকে মূল্যায়ন করি না তখনই তিনি আসলে আমাদেরকে সাহায্য করে থাকেন। আর কি বিষয়ে কথা বলা যায় বলে আপনাদের কেউ কি পরামর্শ দিবেন?'

এরপর একজন বয়স্ক ব্যবসায়ি, তার ভদ্র মার্জিত পোষাক সরিয়ে দাঁড়ালেন, 'মহামান্য আরকাদ এবং আমার বন্ধুরা আপনাদের অনুমতি নিয়ে, আমি একটি পরামর্শ দিতে চাই। যদি আমাদের ব্যবসায়িক সফলতার জন্য নিজেদের পরিশ্রম এবং স্বক্ষমতাকে ক্রেডিট দিয়ে থাকি, তাহলে কেন আমরা যেসব সফলতাকে উপভোগ করি এবং যেগুলো হারিয়ে ফেলি, যা ঘটলে বেশ মুনাফাজনক হতো। এগুলো সৌভাগ্যের খুব দুষ্প্রাপ্য উদাহরণ, যদি তা আসলেই ঘটে থাকে। যেহেতু এগুলো আমাদের পরিপূর্ণতা দিতে ঘটে না আমরা সেগুলোকে আমাদের পুরষ্কার হিসেবে দেখি না। নিশ্চয়ই অনেকের এ সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা আছে।'

'বিজ্ঞজনোচিত পরামর্শ, 'আরকাদ সমর্থন করলেন, 'এমন সৌভাগ্যে কার আয়ত্বে ছিলো যা হারানোর পরই শুধু টের পেয়েছেন?'

অনেকগুলো হাত উঠলো, এদের মধ্যে সেই মার্চেন্ট ছিলেন। আরকাদ তার দিকে এগিয়ে কথা বলতে বললেন, 'আপনি যেহেতু এই পদ্ধতির পরামর্শ দিয়েছেন, আমরা আপনার কাছ থেকেই প্রথমে শুনতে চাই।'

'আমি খুশি মনে ঘটনাটি বলতে চাই, 'তিনি শুরু করলেন, 'এটি বুঝিয়ে দেবে একজন মানুষের কত কাছে সৌভাগ্য চলে আসে এবং কত অন্ধভাবে সে তাকে চলে যেতে দেয়, এতে কত বেশি সে লোকসানের মধ্যে পড়ে এবং পরে পরিতাপ করে।

'অনেক বছর আগের কথা, যখন আমি একজন যুবক ছিলাম। সবেমাত্র বিয়ে করেছি এবং ভালোই উপার্জন করছিলাম। একদিন আমার পিতা আমার কাছে আসলেন এবং খুব শক্তভাবে আমাকে বললেন, যাতে আমি একটি বিনিয়োগ করেন। তার একজন বন্ধুর ছেলের নজরে এসেছে যে আমাদের শহরের সীমানার অনতিদূরে এক বড় অঞ্চলের খালি জায়গা পড়ে আছে। এটি খালের অনেক উপরে যেখানে পানি উঠতে পারে না।

BanglaBook.org

'আমার বাবার বন্ধুর ছেলে একটি পরিকল্পনা করেছে জায়গাটি কিনে নেয়ার জন্য। ষাড় দ্বারা চালিত তিনটি বড়ো পানিরহুইল তৈরি করে সেখানে জীবনের অপরিহার্য পানি তুলে মাটিকে উর্বর করে তোলার পরিকল্পনা করেছিলো। এটি করে সে জমিটাকে ছোট ছোট অংশে ভাগ করে তা নাগরিকদের মধ্যে শস্যাদি উৎপাদনের জন্য বিক্রি করে দিতো।

'বাবার ওই বন্ধুর ছেলের কাজটি সম্পূর্ণ করার পর্যাপ্ত অর্থ ছিলো না। আমার মতোই সেও ভালো অর্থ উপার্জন করা একজন যুবক ছিলো। তার বাবারও আমার বাবার মতো বড়ো পরিবার ছিলো কিন্তু সম্বল ছিলো কম। সে তাই কয়েকজন লোককে তার এই ব্যবসায় যোগ দিতে আগ্রহী করে তোলার সিদ্ধান্ত নিলো। এই গ্রুপে থাকবে ১২ জন লোক, প্রত্যেকেই উপার্জনক্ষম লোক হতে হবে যারা যতক্ষণ না জমি বিক্রির উপযুক্ত না হয় ততোদিন তাদের আয়ের এক-দশমাংশ এই প্রতিষ্ঠানে দিয়ে যাবে। তারপর সবাই তাদের মূলধনের অনুপাতে প্রতিষ্ঠানের মুনাফা ভাগ করে নেবে।

'তাই, আমার বৎস', আমার পিতা আমাকে বলতে থাকলেন, 'তুমি এই যুবকদের সাথে সামিল হয়ে যাও। আমার খুব আশা যে তোমরা নিজেদের জন্য এই মূল্যবান সম্পদ গড়ে তুলবে, যাতে মানুষের মধ্যে তোমরা সম্মানের পাত্র হয়ে যাবে। তোমার পিতার অজ্ঞাত ভুলের ফলে জন্ম নেয়া জ্ঞান থেকে তুমি মুনাফা অর্জন করতে থাকো এটিই আমার প্রত্যাশা।'

'আমিও খুব আন্তরিকভাবে তাই চাই, বাবা', আমি উত্তরে বললাম।

'এখন, আমি যে উপদেশ দিতে চাই। এই বয়সে আমি যা করছিলাম তাই করতে থাকুন। আপনাদের আয় থেকে দশ ভাগের এক অংশ ভালো বিনিয়োগের জন্য তুলে রাখুন। এই এক দশমাংশ আয় থেকে এবং এ থেকে প্রাপ্ত আয় আমার বয়সে আসার আগেই আপনার মূল্যবান সম্পদ জমা করতে পারবেন।'

'আপনার কথাগুলো বেশ বিচক্ষণতার কথা, আব্বা। আমারও খুব আকাংখা ধনী হওয়ার। আমার আয়কে অনেকগুলো কাজে লাগানো যাবে। তাই আমি আপনার উপদেশ পালন করতে দ্বিধা করছি। আমি এখনো একজন যুবক। এসব করার অনেক সময় পড়ে আছে।'

'আমি ভাবছি অনেক দিন পেরিয়ে গেলো, আমি তো শুরুই করতে পারলাম না।'

'আমরা এখন আপনাদের সময় থেকে আলাদা সময়ে বাস করছি, বাবা। আমি এসব ভুল এড়িয়ে চলবো।'

BanglaBook.org

'সুযোগ এখানে পড়ে আছে, বৎস। এটি একটি চান্স যার মাধ্যমে তুমি ধনি হয়ে উঠতে পারো। আমি তোমাকে অনুরোধ করছি, দেরী করো না। আগামীকাল সকালেই আমার বন্ধুর ছেলের কাছে যাও এবং তোমার দশ ভাগের একভাগ আয় ওখানে দেয়ার চুক্তি করে ফেলো। আগামীকাল সকালে আগেভাগেই চলে যাও। সুযোগ কারো জন্য অপেক্ষা করে না। আগামীকাল সুযোগ থাকলে, দ্রুত তা চলে যাবে। তাই দেরী করো না।'

'আমার বাবার উপদেশ স্বত্ত্বেও আমি দ্বিধাগ্রস্ত ছিলাম। পূর্ব থেকে ব্যবসায়িরা সুন্দর সুন্দর ড্রেস এনেছে। এসব ড্রেস আমার স্ত্রীর সৌন্দর্য বাড়িয়ে দেবে। আমার মনে হয়েছিলো আমাদের একটি প্রয়োজন। যদি আমি এক দশমাংশ ওখানে বিনিয়োগে রাজি হয়ে যাই তবে আমরা এগুলো থেকে এবং আমাদের কাংখিত অনেক আনন্দ থেকে বঞ্চিত হবো। আমি সিদ্ধান্ত নিতে দেরী করলাম যতক্ষণ না এই সুযোগ হারিয়ে যায় যাতে পরে স্থায়ী অনুতাপের বিষয় হতে পারে। প্রতিষ্ঠানটি যে কোনো মানুষের কল্পনা থেকেও বেশি মুনাফার্জনকারী হয়ে গেলো। এটিই আমার গল্প, যা দেখিয়ে দেয় কিভাবে আমি সৌভাগ্যকে পালিয়ে যেতে দিয়েছিলাম।'

'এই গল্পে বুঝা যাচ্ছে কিভাবে সৌভাগ্য সেসব লোকের কাছে আসতে অপেক্ষা করে যারা সুযোগকে গ্রহণ করে।' মরুভূমি এলাকার শ্যামরঙের একজন বললেন, 'একটি সম্পদ গড়ে তুলতে একটি শুরু দরকার। শুরুটা হতে পারে কয়েক পিস সোনা বা রূপা দিয়ে যা একজন মানুষ আয় থেকে সরিয়ে রেখে তার প্রথম বিনিয়োগ করে থাকে। আমি অনেকগুলো পশু পালের মালিক। এই পশুর পালগুলোর শুরু করেছিলাম যখন আমি এক ছোট্ট বালক ছিলাম এবং এক পিস রূপা দিয়ে একটি বাছুর ক্রয় করেছিলাম। আমার এই সম্পদের শুরুটা আমার কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

'একটি সম্পদ শুরু করার জন্য আরম্ভটা একজন মানুষের সৌভাগ্য। সব মানুষের জন্যই তাকে একজন পরিশ্রমী লোক থেকে একজন স্বর্ণের বিনিয়োগ থেকে লভ্যাংশ আয়ের মানুষে পরিণত করার প্রথম পদক্ষেপ হলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সৌভাগ্যবশত কেউ তাদের যৌবনে এই স্টেপ নিয়ে থাকে। এবং যারা দেরী করে স্টেপ নেয় অথবা যারা ওই মার্চেন্ট এর বাবার মতো কোনো স্টেপই নেয় না তাদের থেকে আর্থিকভাবে অনেক বেশি সফলতা অর্জন করে।

'আমার বন্ধুরা, এই মার্চেন্ট যদি তার যৌবনের প্রারম্ভে যখন সুযোগ এসেছিলো তখন পদক্ষেপটি নিতেন, আজ তিনি অনেক অনেক সম্পদের

BanglaBook.org

আশীর্বাদপুষ্ট হতে পারতেন। আমাদের কাপড় বুননকারী বন্ধুর সৌভাগ্য তাকে সঠিক সময়ে এরকম একটি স্টেপ নিয়ে দিয়েছিলো। এটি অবশ্যই তাই করেছিলো কিন্তু এটি ছিলো অনেক বড় সৌভাগ্যের শুরু।'

'আপনাকে ধন্যবাদ! আমিও একটু বলতে চাই', অন্যদেশ থেকে আসা একজন আগন্তুক দাঁড়ালেন, 'আমি একজন সিরিয়ান। এই ভাষায় আপনাদের মতো সুন্দর করে বলতে পারি না। আমি এই বন্ধু, এই মার্চেন্টকে একটি নামে ডাকতে চাই। আপনাদের মনে হতে পারে নামটি মার্জিত না। তারপরও আমি তাকে এই নামেই ডাকবো। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমি এই শব্দের আপনাদের ভাষায় প্রতিশব্দ জানি না। যদি আমি সিরিয়ান ভাষায় বলি তবে আপনারা তা বুঝবেন না। তাই ভদ্রলোকরা দয়া করে আপনাদের ভাষায় ওই শব্দের একটি প্রতিশব্দ বলুন- যে কাজে ভালো ফল আসতে পারতো সেই কাজ যে লোকটা না করে তুলে রাখে।'

'প্রোক্রাস্টিনেটর', একজন লোক বললেন।

'এই লোকটি তাই', চিৎকার করে উত্তেজিত হয়ে হাত নেড়ে লোকটি জানালো, 'সুযোগ যখন আসে, সে তা গ্রহণ করে না। সে অপেক্ষায় থাকে। বলে আমার এখন অনেক কিছু করার আছে। কথা প্রসঙ্গে বলছি। সুযোগ এসব ধীরে চলা লোকদের জন্য অপেক্ষা করে না। সুযোগ ভাবে, যদি কেউ সৌভাগ্যবান হতে চায়, তবে তার দ্রুত পদক্ষেপ নেয়া দরকার। যখন সুযোগ আসে তখন যদি কোনো লোক দ্রুত পদক্ষেপ নিতে পারে না তবে সে আমাদের এই মার্চেন্ট বন্ধুর মতো বড় প্রোক্রাস্টিনেটর।'

মার্চেন্ট দাঁড়িয়ে হাসতে থাকা লোকদের মাথা নিচু করে অভিবাদন দিলো', আমার শ্রদ্ধা গেইটের ভেতরে থাকা আগন্তুকের প্রতি যিনি সত্য বলতে দ্বিধা করেন না।'

'যার এরকম আরেকটি অভিজ্ঞতা আছে সেরকম কারো কাছ থেকে এখন আরেকটি সুযোগ হাতছাড়া হওয়ার গল্প শোনা যাক', আরকাদ দাবী করলো।

'আমার আছে', মধ্যবয়সী লাল পোশাক পরা একজন বললো, 'আমি পশু ক্রয় করি, বেশিরভাগ উট এবং ঘোড়া। মাঝে মাঝে আমি ভেড়া ও ছাগল কিনে থাকি। যে গল্পটি আমি বলতে চাই তা সৎভাবে উপস্থাপন করবো কিভাবে এক রাতে সুযোগ এসেছিলো যখন আমি তা গ্রহণ করিনি। সম্ভবত এ কারণে আমি তাকে পালিয়ে যেতে দিয়েছি। আপনারাই তা বিবেচনা করে দেখবেন।

'উট খুঁজে দশদিনের হতাশ হওয়া জার্নির পর আমি শহরের গেইট বন্ধ এবং তালা দেয়া দেখে খুব রেগে গিয়েছিলাম। যখন আমার চাকরেরা ওই রাতে

BanglaBook.org

তাবু টানিয়ে দিলো, যেখানে আমি অল্প খাবার এবং পানি ছাড়াই রাত কাটালাম। আমাদের মতো আরেকজন বয়স্ক কৃষকও বাইরে আটকা পড়েছিলো আমি তার দিকে এগুতে থাকলাম।

'সম্মানিত স্যার', তিনি আমাকে সম্বোধন করলেন, 'আপনার চেহারা দেখে আপনাকে আমি একজন ক্রেতা হিসেবে বিবেচনা করছি। যদি তাই হয়ে থাকে, তবে আপনার কাছে তাড়িয়ে নিয়ে আসা চমৎকার ভেড়ার পালটি বিক্রি করতে চাই। দুর্ভাগ্য, আমার খুব ভালো স্ত্রী জ্বরে অসুস্থ হয়ে আছে। আমাকে খুব দ্রুত ফিরতে হচ্ছে। আমাদের ভেড়াগুলো কিনে নিলে আমি এবং আমার দাস আমাদের উটে চড়ে তাড়াতাড়ি ফিরতে পারি।'

'এতো অন্ধকার ছিলো যে আমি তার ভেড়াগুলো দেখতে পাচ্ছিলাম না। কিন্তু ভ্যা ভ্যা ডাক থেকে মনে হলো এখানে অনেকগুলো ভেড়া ছিলো। দশদিন ধরে পশু খুঁজতে খুঁজতে যখন আমি পাচ্ছিলাম না তখন খুশি মনে দামদর করতে থাকলাম। তার দুশ্চিন্তার কারণে তিনি খুব যুক্তিসঙ্গত দামই বললেন। আমি তা গ্রহণ করলাম। ভাবলাম সকালেই আমার চাকরেরা শহরের গেইটের দিকে এদেরকে চড়িয়ে নিয়ে গেলে ভালো দামে বিক্রি করতে পারবো।

'চুক্তিসম্পন্ন হলো। আমি চাকরকে বললাম টর্চ নিয়ে আসার জন্য যাতে ভেড়াগুলো গুণে দেখতে পারি। কৃষক বলেছিলেন এদের সংখ্যা নয়শ'। আমি এতোগুলো ক্ষুধার্ত, বিরানহীন, বহুদূর থেকে আসা ভেড়াগুলো গোনার সমস্যা বর্ণনা করে আপনাদের বিরক্ত করছি না। এটি একটি অসম্ভব কাজ বলে প্রমাণিত হলো। তাই আমি কৃষককে বললাম আমি দিনের আলোতে এগুলো গুণে তাকে পরিশোধ করবো।'

'প্লিজ, সম্মানিত স্যার, 'সে অনুরোধ করে বললো, 'আমাকে আজ রাতে দুই-তৃতীয়াংশ পরিশোধ করুন যাতে আমি রওয়ানা করতে পারি। আমি আমার সবচেয়ে বেশি লেখাপড়া জানা এবং বুদ্ধিমান দাসকে রেখে যাবো যে আপনাকে সকালে গুনতে সাহায্য করবে। সে বিশ্বস্ত। আপনি তার কাছেই বাকি টাকা পরিশোধ করবেন।

'কিন্তু আমি হয়ে গেলাম নাছোড়বান্দা। রাতে পরিশোধ করতে কোনোভাবেই রাজি হলাম না। পরের দিন সকালে গেইট খুলতেই শহর থেকে চারজন ক্রেতা দৌড়ে এলো। তারা খুবই আগ্রহী ছিল এবং উচ্চমূল্য দিতে রাজী হলো কারণ শহর নাকি অবরুদ্ধ হয় যাবে এবং শহরে খাবার পর্যাপ্ত ছিলো

BanglaBook.org

না। রাতে যে দাম হেকেছিলো তা থেকে কৃষক প্রায় তিনগুণ বেশি দাম পেলো। এভাবেই দুষ্প্রাপ্য সৌভাগ্যকে আমরা পালিয়ে যেতে দেই।'

'গল্পটা খুব অস্বাভাবিক', আরকাদ মন্তব্য করলো, 'এর মধ্যে কি শিক্ষা রয়েছে?'

'যখন আমরা মনে করবো যে চুক্তিটা ভালো তখন দ্রুত দাম পরিশোধ করা উচিত এই শিক্ষা পেলাম', একজন শ্রদ্ধেয় সেন্ডেল-প্রস্তুতকারক মন্তব্য করলেন, 'চুক্তি যদি খুব ভালো হয়, তখন আপনাকে নিজের দুর্বলতা এবং অন্যপক্ষ থেকে সুরক্ষা পেতে হয়। আমরা পরিবর্তনশীল। দুর্ভাগ্য আমরা সঠিক থেকে বেঠিক ক্ষেত্রেই বেশি বদলে যাই। আমাদের নাছোড়বান্দা হয়ে যাওয়া ভুল। সঠিক সময়ে আমরা এদিক সেদিক তাকিয়ে সুযোগকে পালিয়ে যেতে দেই। আমার প্রথম সিদ্ধান্তই আমার জন্য সবচেয়ে ভালো। যদিও একটি ভালো চুক্তি বাস্তবায়নে প্রায়ই এগিয়ে যাওয়া কঠিন মনে হয়। সেজন্য আমার নিজের দুর্বলতাকে সুরক্ষা দিতে, আমার উচিত দ্রুত একটি ডিপোজিট করে ফেলা। এতে পরে সৌভাগ্যের জন্য অনুতাপ করা থেকে আমাকে বাঁচিয়ে দেবে। এটি আমারই হয়ে যাবে।'

'আপনাকে ধন্যবাদ! আমি আবারো একটু বলতে চাই, 'সিরিয়ান লোকটি আবারো কথা বলতে দাঁড়ালো, 'এই গল্পগুলো প্রায় একই রকমের। প্রতিবারই সুযোগ কোনো কারণে হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। প্রতিবারই তা প্রোক্রাস্টিনেটর-এর কাছে ভালো পরিকল্পনা নিয়ে আসে। প্রতিবারই তারা ইতস্তত করে ভাবে এখন ঠিক সময় না। তারা বলে না যে এটিই সঠিক সময়। আমি তা দ্রুত করি। কিভাবে মানুষ এই প্রক্রিয়ার লাভবান হতে পারে?'

'কথাগুলো বিজ্ঞজনের, আমার বন্ধু', ক্রেতা উত্তরে বললেন, 'সৌভাগ্য এই দুটো গল্পেই গড়িমসি করা লোকদের কাছ থেকে পালিয়ে বেড়ায়। যদিও তা খুব স্বাভাবিক নয়। প্রোক্রাস্টিনেশনের স্পিরিট সব মানুষের ভেতরেই আছে। আমরা ধনী হতে চাই যদিও যতবারই সুযোগ আমাদের দরজায় এসে কড়া নাড়ে, আমাদের মধ্যেকার প্রোক্রাস্টিনেশনের স্পিরিট বিভিন্ন ভাবেই তা গ্রহণে দেরী করাতে থাকে। এর কথা শুনতে গেলেই আমরা নিজেদের খুব খারাপ শত্রুতে পরিণত হয়ে যাই।

'কমবয়সে, আমি এসব জানতাম যা যেমন আমাদের সিরিয়ান বন্ধু উপভোগ করছেন। আমি প্রথমেই ভাবতাম, আমার দূর্বল বিবেচনার জন্যই অনেক লাভজনক ব্যবসা আমাদের ছেড়ে দিতে হচ্ছে। এরপর আমার নাছোড়বান্দা

BanglaBook.org

স্বভাবকে দোষারূপ করি। সবশেষে আমি স্বীকার করে নেই, এটি হলো- যখন দ্রুত কাজের দরকার হয় এবং সিদ্ধান্ত নিতে হয়, তখন অপ্রয়োজনীয়ভাবেই আমরা দেরী করে থাকি। যখন এর বৈশিষ্ট্যগুলো দেখা যায়, তখন আমরা কত বেশি এগুলো ঘৃণা করি। যত বিরক্তি নিয়ে বন্য গাধা যুদ্ধ-রথকে ধাক্কা দেয়, আমাকে সফলতার এসব শত্রুকে ধাক্কা দিতে হবে।'

'ধন্যবাদ! আমি মার্চেন্টকে কিছু প্রশ্ন করতে চাই', সিরিয়ান বলে উঠলেন, 'আপনি খুব ভালো পোশাক পরেন যা গরীবদের মতো নয়। আপনি সফলদের মতোই কথা বলেন। আমাদেরকে বলুন, আপনি কি প্রোক্রাস্টিনেশনকে আপনার কানে কানে কিছু বলতে শুনেছেন?'

'আমাদের ক্রেতা বন্ধুর মতো আমাকে প্রোক্রাস্টিনশন চিহ্নিত করতে হয়েছে এবং এর উপর জয়লাভ করতে হয়েছে', মার্চেন্ট উত্তরে বললেন, 'আমার কাছে এটিকে আমার শত্রু বলেই মনে হয়েছে, যে আমার সব সফলতা অবলোকন করে এদেরকে উড়িয়ে দিতে চায়। যে গল্পটা আমি বলেছি এরকম অনেক গল্প আমার কাছে আছে। যদি এগুলো বলতে পারতান তখন আপনাদেরকে দেখাতে পারতাম এগুলো কিভাবে আমাদের সুবিধাগুলো উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। একবার বুঝতে পারলে এগুলোর উপর জয়লাভ করা কঠিন নয়। কেউই চোরকে সুযোগ দিবে না যাতে সে খাদ্যভাণ্ডার চুরি করে নিয়ে যায়। সে রকম কোনো মানুষই দেবে না যাতে কেউ তার ক্রেতাদেরকে নিয়ে গিয়ে তার মুনাফা সরিয়ে নেয়। যখন একবার আমি বুঝতে পারবো যে এরকম শত্রুতা চলছে তখন দৃঢ়প্রতিজ্ঞা নিয়ে আমি তার উপর জয়লাভ করবো। তাই ব্যাবিলনের ধনভাণ্ডারের শেয়ার নেয়ার আগে প্রতিটি মানুষকে তার প্রোক্রাস্টিনেশনের উপর প্রভুত্ব কায়েম করতে হবে।

'আরকাদ কি বললেন? যেহেতু আপনি ব্যাবিলনের সবচেয়ে ধনী মানুষ, অনেকেই আপনাকে ভাগ্যবান মনে করবে। আমার সাথে আপনি একমত হবেন যে কোনো মানুষই তার সফলতার চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছতে পারে না যতক্ষণ না তার ভেতরের প্রোক্রাস্টিনেশনকে পুরোপুরী ধ্বংস করতে পেরেছে।'

'এটি তাই আপনি যেমন বললেন', আরকাদ স্বীকার করলেন, 'আমার দীর্ঘ জীবনে, আমি দেখেছি জেনারেশনের পর জেনারেশন ট্রেড, সায়েন্স এবং শিক্ষণের দিকে মার্চ করে এগিয়ে যাচ্ছে যা তাদের জীবনে সফলতা এনেছে। সুযোগ সব লোকের কাছে আসে। কিছু লোক তা ধরতে পারে এবং তাদের গভীর আকাঙ্খা পূরণে আস্তে আস্তে এগুতে থাকে, কিন্তু বেশিরভাগ লোক ইতস্তত করে, হোঁচট খায় এবং পিছনে পড়ে যায়।'

BanglaBook.org

আরকাদ তাতীর দিকে ফিরলেন, 'আপনি বলছিলেন যে আমরা সৌভাগ্য নিয়ে তর্ক করি। এখন আপনি এ নিয়ে কি ভাবছেন আমাদেরকে শুনতে দিন।'

'আমি এখন সৌভাগ্যকে অন্যভাবে দেখছি। আমি ভাবতাম এটি এমন আকাঙ্খিত কিছু যা মানুষের কোনো প্রচেষ্টা ছাড়াই তার উপরে আপতিত হয়। এখন আমি বুঝতে পারছি, এখন কিছুর জন্য কেউ সৌভাগ্যকে তার দিকে আকৃষ্ট করতে পারে না। আমাদের আলোচনা হতে আমার উপলব্ধি হলো সৌভাগ্যকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করতে হলে, সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে হয়। সেজন্যে ভবিষ্যতে, আমি আমার সাধ্যমত চেষ্ঠা করবো যাতে এরকম সুযোগের সদ্বব্যবহার আমি করতে পারি।'

'আপনারা এমন ভাবে তুলে ধরেছেন যে এই আলোচনায় সত্য আমাদের কাছে ধরা পড়েছে, 'আরকাদ উত্তরে বললো, 'আমরা দেখলাম সে সৌভাগ্য সবসময়ে সুযোগকে অনুসরণ করে। অন্যভাবে কদাচিৎ ধরা দেয়। আমাদের মার্চেন্ট বন্ধু দেখলেন বিরাট সৌভাগ্য আসতো যদি তিনি দেবতা যে সুযোগ দিয়েছিলেন তা গ্রহণ করতেন। আমাদের ক্রেতা বন্ধু, সৌভাগ্য উপভোগ করতে পারতেন, যদি তিনি ভেড়ার পাল কিনতেন এবং এরকম ভালো দামে বিক্রি করতে পারতেন।

'আমরা এই আলোচনাকে অনুসরণ করে যাবো যাতে একটি উপায় পেতে পারি যাত সৌভাগ্য আমাদের উপরে আপতিত হয়। আমি অনুভব করতে পারছি যে, আমরা পথ খুঁজে পেয়েছি। উভয় কাহিনী আমাদের কাছে স্পষ্ট করে দিচ্ছে কিভাবে সৌভাগ্য সুযোগকে অনুসরণ করে। এরকম হারা বা জিতার অনেক কাহিনীতে এই সত্য নিহিত রয়েছে। সত্যটি হলো : সৌভাগ্য সুযোগ গ্রহণ করার মধ্যে নিহিত রয়েছে।'

'যারা তাদের উন্নতির জন্য এ রকম সুযোগকে কব্জা করতে আগ্রহী, তারা ভালো দেবতার আগ্রহকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করেন। যারা তাকে খুশি করে তিনি তাদেরকে সাহায্য করতে আগ্রহী থাকেন না। কাজের মানুষই তাকে সবচেয়ে বেশি খুশি করে।

'কাজই আপনাদেরকে সফলতার দিকে এগিয়ে দেবে যদি আপনারা তার আকাঙ্খা করেন।'

কাজের মানুষেরাই সৌভাগ্যের দেবতার আনুকূল্য পেয়ে থাকে।

BanglaBook.org

স্বর্ণের পাঁচটি নিয়ম

'স্বর্ণ ভর্তি একটি ব্যাগ অথবা একটি মাটির ট্যাবলেট যার মধ্যে জ্ঞানের বাণী; আপনাকে যদি এর মধ্যে একটি বেছে নিতে হয়, তখন আপনি কোনটি পছন্দ করবেন?'

মরুভূমির ঝোপঝাড় থেকে ঝিকিমিকি আলো ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে সূর্যের আলোতে কালো হয়ে যাওয়া শ্রোতাদের আগ্রহের সাথে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

'দ্যা গোল্ড, দ্যা গোল্ড', ২৭ জন একসাথে কোরাস করে উঠে।

বৃদ্ধ কালাবাব পণ্ডিতের মতোই হেসে উঠলেন।

'হার্ক', তিনি হাত তুলে কথা বলা শুরু করলেন, রাতে হিংস্র কুকুরদের ডাক শুনুন। ক্ষুধায় তারা চিৎকার দিতে থাকে, তাদেরকে খাবার দিন। কি করবে তারা? নিজেদের মধ্যে মারামারি করে, সদর্পে দাপাদাপি করে। আগামীকাল যে নিশ্চিতভাবে আসবে তা নিয়ে বিন্দুমাত্র না ভেবে তারা আরো দাপাদাপি, মারামারি করে।

'মানুষের ক্ষেত্রেও তাই ঘটে থাকে। তাদেরকে স্বর্ণ এবং জ্ঞানের মধ্যে একটি বাছাই করে নিতে দিন- তারা কি করবে? জ্ঞানকে অবজ্ঞা করবে এবং স্বর্ণ উড়িয়ে দেবে। আগামীকাল তারা কাদবে কারণ তাদের হাতে আর কোনো স্বর্ণ থাকবে না।

'স্বর্ণ তাদের জন্য সংরক্ষিত থাকে যারা এর নিয়ম জানে এবং তা মেনে চলে।'

কালাবাব তার শুকিয়ে যাওয়া পায়ের উপর পোশাক টেনে দিলেন কারণ ঠান্ডা বাতাস বইছিলো।

'কারণ আমাদের দীর্ঘ যাত্রায় আপনারা আমাকে বিশ্বস্ততার সাথে সাহায্য করেছিলেন, কারণ আপনার আমার উটের যত্ন নিয়েছেন, কারণ আপনারা উত্তপ্ত বালুর উপরে কোনো অভিযোগ না করে কঠোর পরিশ্রম করেছেন, কারণ আপনার ডাকাতদের সাথে যুদ্ধ করেছেন বলে আমার জিনিসপত্র রক্ষা পেয়েছে। আমি আর রাতে আপনাদেরকে স্বর্ণের পাচটি নীতির কথা বলবো। এরকম কথা এর আগে আপনারা কেউ শুনেননি।

BanglaBook.org

'গভীর মনোযোগ দিয়ে আমার কথা শুনেন। কথাগুলর অর্থ বুঝে নিয়ে যদি অনুসরণ করতে পারেন তবে আগামীদিনে আপনাদের কাছে প্রচুর স্বর্ণ ধরা দেবে।'

তিনি অনুপ্রাণিত করার মতো করে থামলেন। নীল সামিয়ানার উপর ব্যাবিলনের স্বচ্ছ আকাশে তারাগুলো উজ্জ্বলভাবে আলো দিচ্ছিলো। সম্ভাব্য মরুভূমির ঝড়ের হাত থেকে বাঁচতে তাবুর খুঁটিগুলো শক্ত করে বাধা হয়েছিলো। তাবুর পাশে বিক্রির জিনিসপত্রগুলো পরিষ্কারভাবে চামড়া দিয়ে কভার করে রাখা হয়েছিলো। কাছাকাছি উটগুলো বালুর মধ্যে হাঁটাহাঁটি করছিলো, এদের কেউ কেউ তৃপ্তির সাথে জাবর কেটে যাচ্ছিলো, অন্যগুলো কর্কশশব্দে নাক ডাকিয়ে চলছিলো।

'আপনি আমাদেরকে অনেক ভালো গল্প বলেছেন, কালাবাব', পেকিং-এর প্রধান বললো, 'আমরা এমন জ্ঞান চাই যা আমাদেরকে ভবিষ্যতে পরিচালিত করবে যখন আপনাকে দেয়া আমাদের সার্ভিস এর সমাপ্তি ঘটবে।'

'আমি আপনাদেরকে অদ্ভুত ও দূরের ভূমিতে আমার অভিযানের গল্প বলেছি, কিন্তু এই রাতে আমি আপনাদেরকে আরকাদের দেয়া জ্ঞানের কথা বলবো, যিনি একজন জ্ঞানী ধনী ব্যক্তি।'

'আমরা তার সম্পর্কেও অনেক শুনেছি', পেকিং প্রধান স্বীকার করলেন, 'তিনি ব্যাবিলনের মধ্যে সবচেয়ে ধনী লোক ছিলেন।'

'তিনি ধনি ছিলেন কারণ তিনি স্বর্ণের ব্যাপারে খুবই বিজ্ঞ ছিলেন, তার আগে এমন কেউ তার মতো ছিলো না। আজ রাতে আমি আপনাদেরকে তার বিরাট জ্ঞানের ব্যাপারে বলবো, যা আমার কাছে নোমাসির অনেক দিন আগে নিনেবেহতে বলেছিলেন যখন আমি ছিলাম এক বালক মাত্র। নোমাসির ছিলেন আরকাদের পুত্র।

'আমার মনিব এবং আমি নোমাসিরের প্রসাদে দীর্ঘ সময় কাজ করতাম। ভালো কার্পেটের বান্ডিলগুলো আনতে আমি আমার মনিবকে সাহায্য করতাম। প্রতিটিই নামাসির চেক করতেন যতক্ষণ না রঙগুলো তার পছন্দ হতো। সবশেষে তিনি খুব খুশি হতেন এবং তার সাথে বসতে নির্দেশ দিতেন এবং এক দুষ্প্রাপ্য vintage পান করতে বলতেন যার গন্ধ নাকে ঢুকতো এবং পেটকে খুব গরম করে দিতো। এ রকম পানীয়তে আমরা অভ্যস্ত ছিলাম না।

BanglaBook.org

'তারপর তিনি তার বাবা আরকাদের বিরাট জ্ঞানের গল্প বলতেন, যেমন আজ আমি তোমাদের বলছি।

'তোমরা জানো ব্যাবিলনে ধনী বাবার পুত্ররা তাদের পিতার সাথে থাকতেন সম্পদের উত্তরাধিকারী হওয়ার আশায়। আরকাদ তা অনুমোদন করতেন না। সেজন্য নোমাসির যখন এই লোকটার সাম্রাজ্যে প্রবেশ করলেন, তিনি তাকে ডেকে এনে বললেন :

'আমার বৎস, আমার আকাঙ্খা হলো তুমি আমার সম্পদের উত্তরাধিকারী হও। যদিও তোমাকে প্রথমে অবশ্যই প্রমাণ করতে হবে, তুমি তা বিজ্ঞভাবে পরিচালনা করতে সক্ষম। সেজন্য আমি চাই যে তুমি পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ো এবং স্বর্ণ আহরণে এবং নিজেকে মানুষের মধ্যে সম্মানিত করে তুলতে তুমি যে সক্ষম তা প্রমাণ করো।

'তোমার যাত্রা ভালোভাবে শুরু করতে, আমি তোমাকে দুটি জিনিস দিচ্ছি, আমি খুব গরিব একজন যুবক হিসেবে নিজের ভবিষ্যত গড়ে তুলতে আমি অস্বীকার করেছিলাম।

'প্রথমত : আমি তোমাকে স্বর্ণের এই ব্যাগটি দিচ্ছি। যদি তুমি তা বিজ্ঞভাবে ব্যবহার করতে পারো, তবে এটি হবে তোমার ভবিষ্যত সফলতার ভিত্তি।

'দ্বিতীয়ত আমি তোমাকে মাটির তৈরি একটি ট্যাবলেট দিচ্ছি যাতে স্বর্ণের পাঁচটি নীতির কথা খোদাই করে রাখা হয়েছে। যদি তুমি এগুলো ব্যাখ্যা করে নিজের কাজে ব্যবহার করতে পারো, তবে এগুলো তোমার যোগ্যতা এবং নিরাপত্তা বাড়িতে দেবে।

'আজ থেকে দশ বছর পরে তুমি তোমার বাবার বাড়িতে ফিরে আসবে এবং তোমার হিসাব বুঝিয়ে দেবে। যদি এগুলো কার্যকর প্রমাণিত হয় তবে তোমাকে আমার সম্পদের উত্তরাধিকার বানিয়ে দেবো। অন্যথায় আমি তা পাদ্রীদের কাছে হস্তান্তর করবো যাতে আমার স্রষ্টার বিবেচনায় আমার আত্মার শান্তি আসবে।'

'তাই নোমাসির নিজের পথ খুঁজে পেতে বের হলো। স্বর্ণের থলে এবং মাটির ট্যাবলেট সিল্কের কাপড় দিয়ে মোড়ানো অবস্থায় সতর্কভাবে রাখলো। নিজের দাস এবং ঘোড়া নিয়ে সে বের হয়ে গেলো।

'দশ বছর কেটে গেলো, শর্ত অনুযায়ী নোমাসির বাড়ি ফিরে এলো। তার বাবা তার সম্মানে এক বিরাট ভোজের আয়োজন করলেন। এতে তার

BanglaBook.org

বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনদের দাওয়াত করলেন। খাওয়া দাওয়া শেষ হলে, বাবা ও মা বড়ো হলের একপাশে তাদের সিংহাসনের মতো চেয়ারে আসন গ্রহণ করলেন। নোমাসির বাবাকে দেয়া তার প্রতিশ্রুতি মোতাবেক তাদের সামনে দাঁড়ালো হিসাব দেয়ার জন্য।

'এটি ছিলো বিকেলবেলা। রুমটি তেলের কুপির ধোয়ায় কুয়াশাচ্ছন্ন দেখাচ্ছিলো। এতে আলো খুব ক্ষীণ ছিলো। বুনন করা জ্যাকেট এবং নিমা পরিহিত দাসেরা তালের পাতা দিয়ে বাতাস করে যাচ্ছিলো। রাজকীয় মর্যাদা এই ছবিকে রঙিন করে তুলেছিলো। নোমাসিরের স্ত্রী, দুটি তরুণ বালক তাদের বন্ধবান্ধব ও পরিবারের সদস্যসহ কার্পেটের উপর বসে আগ্রহ সহকারে শুনছিলো।

'আমার পিতা', তিনি শ্রদ্ধার সাথে শুরু করলেন, 'আমি আপনার প্রজ্ঞার কাছে মাথা নত করছি। দশ বছর আগে যখন আমি গেইটে দাঁড়িয়েছিলাম, আপনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন বেরিয়ে পড়ার জন্য এবং মানুষের মতো মানুষ হওয়ার জন্য, ভবিষ্যতের একটি জাহাজ হওয়ার পরিবর্তে।

'আপনি আমাকে নিজের স্বর্ণ দিয়েছিলেন। অকৃপণভাবে আপনি আমাকে দিয়েছিলেন নিজের প্রজ্ঞা। হায়! এসব স্বর্ণ আমি স্বীকার করে নিচ্ছি এতে আমার দুর্যোগপূর্ণ পরিচালনা। এটি পালিয়ে গেলো। বাস্তবে আমার অনভিজ্ঞ হাতে যেন একটি বন্য খরগোশ যেন প্রথম সুযোগ পাওয়ার সাথে সাথে এক তরুণের হাত থেকে পালিয়ে গেলো।

'পিতা অনেকটা প্রশ্রয়ের হাসি হাসলেন। 'বলে যাও আমার বৎস। তোমার সম্পূর্ণ গল্পে আমার আগ্রহ রয়েছে।'

'আমি নিভেনাহতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। এটি ছিল একটি উন্নয়নশীল শহর। আমার বিশ্বাস ছিলো ওখানে সুযোগ পাবো। আমি একটি ক্যারাভানে যোগ দিলাম এবং এর সদস্যদের মধ্যে অনেক বন্ধু তৈরি করলাম।

'আমরা যাত্রা শুরু করলাম। তারা আমাকে জানলো যে নিভেনাহতে একজন ধণাঢ্য ব্যক্তি আছেন যার দ্রুতগামী একটি ঘোড়া রয়েছে যাকে কখনো আঘাত করতে হয়নি। এর মালিকের বিশ্বাস ছিলো বিশ্বের কোনো ঘোড়াই এর মতো এতো দ্রুত দৌড়াতে পারবে না। তাই যে কোনো অংকের বাজি ধরা যেতে পারে। এই ঘোড়া অন্য যে কোনো ঘোড়াকে হারিয়ে দিতে পারে। তাদের ঘোড়ার সাথে তুলনা করলে তা এক লাম্বার্ড গাধার মতোই যাকে পিটিয়ে চালাতে হয়।

BanglaBook.org

'তারা আমাকে আনুকূল্য দেখিয়ে বাজিতে বসিয়ে দিলো। আমি প্লান মাফিক এগিয়ে গেলাম।

'আমাদের ঘোড়া ভালোভাবে ধরা খেলো, পিতা হেসে উঠলেন, 'পরে আমি বুঝতে পারলাম যে এটি তাদের প্রতারণার পরিকল্পনা। তারা নিয়মিতভাবে ক্যারাভান নিয়ে যাত্রা করে মক্কেল খুঁজে নেয়। তুমি দেখলে নিভানাহ-এর লোকটা এদের পার্টনার। বেটে জেতা টাকা ওদের সাথে শেয়ার করেন। এই চালাকি আমাকে প্রথম লেসন শিক্ষা দিলো যে নিজের জন্য তাকানো।

'শীঘ্রই আমি দ্বিতীয় তিক্ত শিক্ষা পেলাম। ক্যারাভানে আরেকজন যুবক ছিলেন যার সাথে আমার খুব বন্ধুত্ব হয়ে গেলো। তিনি ছিলেন একজন ধনী বাবার পুত্র এবং আমার মতো নিভেনাহত যাচ্ছিলেন উপার্জনের উপযোগী একটি স্থান খুঁজে পাওয়ার জন্যে। আমাদের পৌঁছার পর খুব পরই তিনি জানালেন একজন মার্চেন্ট মারা গেছেন, দামী দামী জিনিসপত্রে ও সংগ্রহে ঠাসা যার দোকান তুচ্ছ মূল্যে বিক্রি হয়ে যাবে। সে বললো আমরা সমান অংশীদার হয়ে যাবো কিন্তু প্রথমে তাকে ব্যাবিলনে ফিরে যেতে হবে তার স্বর্ণ নিয়ে আসার জন্য। সেজন্যে আমার স্বর্ণ দিয়ে দোকানটি আপাতত কিনে নেয়ার জন্য বললো এবং রাজি হলো, সে পরে এই ভেঞ্চারে শরীক হয়ে যাবে।

'ব্যাবিলনে যেতে সে অনেক দেরী করলো। এরই মধ্যে সে যে একজন অবিবেচক ক্রেতা এবং বোকা ব্যয়কারি তার প্রমাণ দিয়ে দিলো। সবশেষে আমি তাকে বের করে দিলাম, কিন্তু এরই মধ্যে ব্যবসার অবস্থা খুব খারাপ হয়ে গেলো কারণ আমাদের কাছে ছিলো বিক্রয়ের অনুপোযোগী সব পণ্য এবং নতুন পণ্য কেনার জন্য কোনো স্বর্ণ ছিলো না। যা কিছু ছিলো আমি সব কিছু ইস্রাইলের একজনের কাছে খুবই দুঃখজনক দামে বিক্রি করে দিলাম।

'তারপর যা ঘটলো বাবা আমি আপনাকে বলছি চাকুরি খুঁজে আমি খুব খারাপ সময় পার করলাম কিন্তু কোথাও পেলাম না। কারণ আমার কোনো ট্রেড বা ট্রেনিং ছিলো না যা দিয়ে আমি কিছু কামাই করতে পারতাম। আমি আমার ঘোড়া বিক্রি করে দিলাম, বিক্রি করে দিলাম আমার দাসকে। আমার অতিরিক্ত পোশাকও বিক্রি করে দিলাম যাতে খাবার এবং থাকার জায়গা জোগাড় করতে পারি। কিন্তু প্রতিদিনই যেন আরো কষ্ট আমার কাছে আসতে লাগলো।

BanglaBook.org

'কিন্তু বাবা, এসব খারাপ সময়ে আমার প্রতি আপনার আস্থার কথাই বার বার মনে পড়তে লাগলো। আপনি আমাকে পাঠিয়েছিলেন একজন মানুষ হয়ে ফিরে আসতে এবং আমি তা করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলাম।' মা তার মুখ লুকিয়ে নিঃশব্দে কাঁদতে লাগলেন।

'সব সময়েই আমার স্বরণে ছিলো আপনার দেয়া টেবিল যাতে স্বর্ণের পাঁচটি নীতি খোদাই করা আছে। আমি মনোযোগের সাথে এই পাঁচটি নীতি পড়লাম। উপলব্ধি করলাম, এই বাণীগুলো আমার আগেই পড়া উচিত ছিলো, এতে স্বর্ণগুলো আমাকে হারাতে হতো না। প্রতিটি নীতি আমি আন্তরিকভাবে পড়লাম এবং দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হলাম আবার যদি সৌভাগ্যের দেবতা আমার দিকে চেয়ে মুচকি হাসেন তবে আমি এই প্রাচীন বিজ্ঞবাণী দ্বারা পরিচালিত হবো। যৌবনের অনভিজ্ঞতা দিয়ে নয়।

'আপনারা যারা এখানে বসে আছেন তাদের অবগতির জন্য আমি আমার বাবার পাঁচটি বাণী পড়ে শুনাচ্ছি যা ওই মাটির ট্যাবলেটে খোদাই করা ছিলো। এই ট্যাবলেট তিনি আমাকে দশ বছর আগে দিয়েছিলেন :

স্বর্ণের পাঁচটি নীতি

১. স্বর্ণ এমন লোকের কাছে আনন্দের সাথে এবং বর্ধিত পরিমাণে আসতে থাকে যে তার আয়ের দশ ভাগের এক অংশ ভবিষ্যতের কোনো সম্পদ এবং তার পরিবারের জন্য জমা করে রাখে।

২. স্বর্ণ মর্যাদা এবং তৃপ্তি সহকারে সেই বিজ্ঞ মালিকের জন্য কাজ করতে থাকে যে তার লাভজনক বিনিয়োগ এবং মাঠের আসা পাখির দলের মতো কয়েকগুণ বাড়িয়ে নিতে পারে।

৩. স্বর্ণ সেই সাবধানী মালিকের সুরক্ষায় লেপ্টে থাকে যে তার পরিচালনায় দক্ষ লোকদের পরামর্শ নিয়ে বিনিয়োগ করে থাকে।

৪. স্বর্ণ সেই সব লোকের কাছ থেকে সরে যায়, যে এমন কোনো ব্যবসায় বা উদ্দেশ্যে তা বিনিয়োগ করে যার সাথে সে পরিচিত না এবং তার এ বিষয়ে কোনো দক্ষতা নেই।

৫. স্বর্ণ সেই লোকের কাছ থেকে পালিয়ে যায়, যে তা দিয়ে অসম্ভব উপার্জনে তাকে জোর করে বিনিয়োগ করে অথবা যে প্রতারক ও ধড়িবাজ লোকদের মিথ্যা প্রলোভনে আকৃষ্ট হয়। তার অনভিজ্ঞতা এবং বিনিয়োগের রোমান্টিক আকাঙ্খায় পড়ে এসব করে।

BanglaBook.org

'আমার বাবার লেখা স্বর্ণের পাঁচটি নীতি হলো এগুলো। আমি ঘোষণা করছি এগুলোর মূল্য স্বর্ণের থেকে অনেক বেশি। আমি আমার গল্পের মাধ্যমে তার প্রমাণ দেখাবো।'

'সে আবার পিতার সম্মুখীন হলো। 'আমার অনভিজ্ঞতা আমাকে দারিদ্র ও হতাশার যে গভীরে নিমজ্জিত করেছিলো, আমি আপনাকে তা বলছি।

'যদিও দুর্যোগের এমন কোনো চেইন নেই যার শেষ হয় না। আমারটাও আসলো যখন আমি একটি চাকরি পেলাম। চাকরিটা হলো শহরের দেয়ালের বহির্ভাগে কাজ করা কিছু দাসদের ম্যানেজ করা।

'স্বর্ণের প্রথম নীতির জ্ঞান থেকে লাভবান হয়ে, আমি আমার প্রথম আয় থেকে একটি কপার সঞ্চয় করলাম। প্রত্যেকটি সুযোগ থেকেই এর সাথে যোগ করতে থাকলাম, যতক্ষণ না আমার একটি রৌপ্য সঞ্চয় হলো। একজনের জীবনে এটি খুব মন্থর প্রক্রিয়া। স্বীকার করছি আমি কৃপণদের মতোই খরচ করতাম, কারণ আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলাম দশ বছরর মধ্যে বাবা তোমার 'একদিন এসব দাসদের মনিব, যার সাথে আমার সম্পর্ক ছিলো বন্ধুত্বপূর্ণ। আমাকে বললেন, 'তুমি দেখছি বেশ মিতব্যয়ি যুবক, যে যা আয় করে তার সবই খরচ করে ফেলে না। সেসব সোনা কি ধরে রেখেছো সেগুলো কি আয় করছে না?'

'হ্যাঁ', আমি উত্তরে বললাম, 'আমি সবচেয়ে বড় আকাঙ্খা হলো আমার বাবার দেয়া যে স্বর্ণগুলো আমি হারিয়ে ফেলেছি সেই পরিমাণ স্বর্ণ আবার জড়ো করা।'

'আমার মতে একটি খুব ভালো আকাঙ্খা। তুমি কি জানো, যে স্বর্ণ তুমি জড়ো করতে পেরেছো তা তোমার জন্য কাজ করতে পারে এবং আরো অধিক স্বর্ণ উপার্জন করতে পারে?'

'হায়! আমার অভিজ্ঞতা খুব তিক্ত। কারণ আমার বাবার দেয়া স্বর্ণ আমার কাছ থেকে হারিয়ে ফেলেছো এবং আমি খুব বেশি ভয়ে আছি যদি আমার নিজের স্বর্ণের ক্ষেত্রে তাই হয়।'

'যদি আমার প্রতি তোমার আস্থা থাকে, তবে আমি তোমাকে লাভজনকভাবে স্বর্ণ ব্যবহারের উপর একটি লেসন দিতে পারি', তিনি উত্তরে বললেন, 'এক বৎসরের মধ্যে বহিঃর্বিভাগের দেয়াল কমপ্লিট হয়ে যাবে এবং ব্রোঞ্জের বিরাট দেয়ালের জন্য রেডি হয়ে যাবে যা শহরের প্রবেশমুখে তৈরি হবে যাতে

BanglaBook.org

রাজার শত্রুদের কাছ থেকে শহর সংরক্ষিত থাকে। পুরো নিনেভাহতে এতো মেটাল নেই যা দিয়ে গেইটটি তৈরি হতে পারে এবং রাজা নিজেও তা সরবরাহ করতে পারবেন না। আমার পরিকল্পনা হলো আমাদের এক গ্রুপ নিজেদের স্বর্ণ জড়ো করব এবং দূরবর্তী কপারের খনিতে একটি ক্যারাভান পাঠিয়ে দিবো এবং নিনেভাহতে গেইটের প্রয়োজনীয় মেটাল নিয়ে আসবো। যখন রাজা বলবেন, 'বড়ো দেয়ালটি তৈরি করো'। আমরা নিজেরাই মেটাল সরবরাহ করতে পারবো এবং রাজা তার জন্য ভালো মূল্য দেবেন। রাজা যদিও আমাদের কাছ থেকে মেটাল না কিনে থাকেন তবুও তা বিক্রি করে ভালো দাম পাওয়া যাবে।'

'তার এই প্রস্তাবে আমি স্বর্ণের তৃতীয় নীতির ব্যবহারের একটি সুযোগ পেলাম যাতে একজন বিজ্ঞ লোকের গাইডেন্সে নিজের সঞ্চয় বিনিয়োগ করার কথা বলা হয়েছে। এতে আমাকে হতাশ হতে হলো না। আমাদের এই গ্রুপ কাজে সফল হলো এবং আমার স্বর্ণের ক্ষুদ্র এই সঞ্চয় এই লেনদেনে অনেক গুণ বেড়ে গেলো।

'আস্তে আস্তে আমি অন্যান্য অভিযানেও এই গ্রুপের একজন সদস্য হিসেবে গৃহীত হলাম। তারা স্বর্ণের লাভজনক পরিচালনায় খুবই দক্ষ ছিলো। তারা কোনো কাজে জড়ানোর আগে এ নিয়ে সযত্নে আলোচনা করতো। তারা মূলধন হারাবার মতো কোনো কাজ হাতে নিতো না অথবা কোনো অলাভজনক বিনিয়োগে তা আটকে দিতে চাইতো না যেখান থেকে স্বর্ণ ফিবিয়ে না আনার সম্ভাবনা রয়েছে। ঘোড়দৌড়ে বাজি খেলার মতো বোকামী কাজ এবং আমার অনভিজ্ঞতার জন্য যে ধরনের অংশীদারত্বে জড়িয়েছিলাম সেরকম বিষয় তারা মোটেই বিবেচনায় আনতো না। তারা নিজেদের দুর্বলতা সাথে সাথেই চিহ্নিত করতে পারতো।

'এসব লোকদের সাথে আমার জড়িত হওয়াতে আমি শিখলাম নিজের স্বর্ণ দিয়ে কিভাবে নিরাপদে লাভজনক বিনিয়োগ করা যায়। বছর ঘুরে হলো, আমার সম্পদ অনেক অনেক গুণ বেড়ে চললো। আমি শুধুমাত্র যা হারিয়েছিলাম তা ফিরে পেলাম না, বরং তার চেয়ে অনেক অনেক বেশি পেলাম।

'যদিও আমার দুর্ভাগ্য, আমার প্রচেষ্টা এবং আমার সফলতা, আমি অনেকবারই বাবার দেয়া স্বর্ণের পাঁচটি নীতি পরীক্ষা করেছি এবং প্রতিটি পরীক্ষায় এগুলোর সত্যতা পেয়েছি। তার মতে যার মধ্যে এই পাঁচটি নীতি সম্পর্কে কোনো জ্ঞান নেই, তাদের কাছে স্বর্ণ ধরা দেয় না এবং এদের কাছ

BanglaBook.org

থেকে দ্রুত পালিয়ে যায়। আবার যে এই নীতিগুলো মেনে চলে স্বর্ণ তাদের কাছে সবচেয়ে দায়িত্বশীল দাসের মতো কাজ করে।'

'নোমাসির কথা বলা বন্ধ করলেন এবং রুমের পিছনে দাঁড়ানো এক দাসের দিকে এগিয়ে গেলেন। দাস তিনটি ভারী লেদারের ব্যাগ হস্তান্তর করলো। তার বাবার কথা শুরু হওয়ার আগে নোমাসির এদের মধ্য থেকে একটি ব্যাগ নিয়ে তার বাবার সামনে মেঝের উপর রাখলো।

'আপনি আমাকে এক ব্যাগ স্বর্ণ দিয়েছিলেন, ব্যাবিলনের স্বর্ণ। আমি তার বদলে আপনাকে একই ওজনের এক ব্যাগ নিনেভাহ-এর স্বর্ণ দিচ্ছি। সমপরিমাণ বিনিময় যাতে সবাই রাজি থাকে।

'আপনি আমাকে একটি মাটির ট্যাবলেট দিয়েছিলেন যার মধ্যে ছিলো খোদাই করা জ্ঞানের কথা। তার বিনিময়ে আমি আপনাকে দুই ব্যাগ স্বর্ণ দিচ্ছি', এটি বলে তিনি চাকরের হাত থেকে আরো দুটো ব্যাগ নিয়ে তার পিতার সামনে মেঝেতে রাখলেন।

'বাবা, আমি এর মাধ্যমে প্রমাণ করতে চাই, আমি তোমার দেয়া স্বর্ণের চেয়ে তোমার দেয়া জ্ঞানকে কত বেশি মূল্য দিচ্ছি। যদিও কেউ অদ্যাবধি জ্ঞানের মূল্যকে স্বর্ণের মূল্যে পরিমাপ করতে পেরেছে কি? জ্ঞান ছাড়া স্বর্ণ খুব তাড়াতাড়িই মানুষের হাত থেকে ফুসকে পড়ে যায়, যা এই তিন ব্যাগ স্বর্ণ প্রমাণ দিচ্ছে।

'বাবা, এটি আমাকে বাস্তবে গভীর সন্তুষ্টি দিচ্ছে যে আপনার সামনে দাঁড়িয়ে আমি বলছি যা এটি আপনার জ্ঞান যার মাধ্যমে আমি ধনী হতে পেরেছি এবং মানুষের মধ্যে সম্মান পাচ্ছি।'

'বাবা তার হাত স্নেহভরে নোমাসিরের মাথার উপর রাখলেন, 'তুমি এই লেসনটি ভালোভাবেই রপ্ত করেছো। এবং আমি বাস্তবে, তোমার মতো একটি সন্তানের হাতে আমার সম্পদ সোপর্দ করতে পারছি দেখে নিজেকে খুবই ভাগ্যবান মনে করছি।'

কালাবাব তার গল্প শেষ করলেন এবং শ্রোতাদের মুখের দিকে ক্রিটিক্যালী তাকালেন।

'এটি এর মধ্যে কি পেলে, নোমাসিরের গল্পে?' তিনি বলতে থাকলেন।

'তোমাদের মধ্যে কে নিজের বাবা, নিজের শ্বশুর এর কাছে যেয়ে নিজের আয়ের একটি হিসাব দিতে পারবে?

BanglaBook.org

'এসব শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিবর্গ তোমাদের সম্পর্কে কি ভেবে বলতে পারবেন', আমি অনেক পথ হেঁটেছি, অনেক শিখেছি, অনেক শ্রম দিয়েছি এবং অনেক উপার্জন করেছি, যদিও হায়, আমার কাছে সোনা আমার কাছে কমই আছে। এর কিছু আমি প্রজ্ঞার সাথে ব্যয় করেছি, কিছু করেছি বোকার মতো, এবং বোকার মতোই বেশিরভাগ হারিয়ে ফেলেছি।'

'তোমরা যদি এখনো ভেবে থাকো যে কারো ভাগ্যে মিলছে অঢেল স্বর্ণ আবার কেউ কিছুই পাচ্ছে না এটা একটি আসামঞ্জস্যতা। তাহলে তোমরা ভুল করছো।

'মানুষের কাছে অঢেল স্বর্ণ তখনই থাকে যখন সে স্বর্ণের পাঁচটি নীতি জানে এবং সেগুলো মেনে চলে।

'তরুণ বয়স থেকে এই পাঁচটি নীতি শিখে সে অনুযায়ী চলাতেই আমি সম্পদশালী এক মার্চেন্ট হতে পেরেছি। কোনো আচানক ম্যাজিক দিয়ে আমি এতো সম্পদ জড়ো করিনি।

'সে সম্পদ চোখের পলকে আসে তা চোখের পলকেই চলে যায়।

'যে সম্পদ আস্তে আস্তে করে আসে তা মালিককে দেয় স্থায়ী আনন্দ এবং সন্তুষ্টি। কারণ এটি জ্ঞান এবং দর্শনীয় উদ্দেশ্য নিয়ে জন্ম নেয়।

'চিন্তাশীল লোকের জন্য সম্পদ উপার্জন একটি ছোটখাট বোঝাস্বরূপ। এই বোঝা বছরের পর বছর একই ভাবে বহন করতে পারলেই চূড়ান্ত উদ্দেশ্য অর্জন হয়ে থাকে।

'স্বর্ণের পাঁচটি নীতি পালন করতে পারলেই আসে একটি পুরষ্কার।

'এই পাঁচটি নীতির প্রতিটিই অর্থের দিক থেকে খুবই সমৃদ্ধ। আমার গল্প বলার সময়ে এসব অর্থ তোমাদের নজর এড়িয়ে যেতে পারে, তাই আমি এগুলো রিপিট করছি। আমি এগুলো হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করি, কারণ আমার তরুণ বয়স থেকেই এদের মূল্য আমি দেখতে পাচ্ছি। তাই এর প্রতিটি শব্দের অর্থ না বুঝা পর্যন্ত পরিতৃপ্তি আসে না।

স্বর্ণের প্রথম নীতি

স্বর্ণ এমন লোকের কাছে আনন্দের সাথে এবং বর্ধিত পরিমাণে আসতে থাকে যে তার আয়ের দশ ভাগের এক অংশ ভবিষ্যতের কোনো সম্পদ এবং তার পরিবারের জন্য জমা করে রাখে।

BanglaBook.org

'যে কেউ তার সম্পদের এক দশমাংশ নিয়মিতভাবে জমা করে এবং তা বুদ্ধিমানের মতো বিনিয়োগ করে, নিঃসন্দেহে সে মূল্যবান সম্পদ বানাতে পারে যা তাকে সারাজীবন ধরে আয় দিতে পারে, এবং তার পরিবারের জন্য আরো বেশি নিরাপত্তা প্রদান করতে পারে যখন স্রষ্টা তাকে অনিশ্চয়তার মধ্যে চিরতরে ডেকে নেন। এই নীতি সবসময়ে বলে যে স্বর্ণ আনন্দের সাথে সেসব লোকের কাছেই আসে। আমি আমার জীবন থেকে তা একেবারে সততার সাথে নিশ্চয়তা দিতে পারি। যত বেশি স্বর্ণ আমি জড়ো করতে পারি, সেগুলো ততো সহজেই আমার কাছে আসে এবং তা আসে আরো বেশি হারে। যে স্বর্ণ আমি সঞ্চয় করি তা অনেক বেশি আয় করে। এমনকি তা আপনার নিজের থেকেও বেশি। আর আয় থেকে আরো বেশি আয় হয় এবং তা প্রথম নীতির বাস্তবায়ন।

স্বর্ণের দ্বিতীয় নীতি

স্বর্ণ মর্যাদা এবং তৃপ্তি সহকারে সেই বিজ্ঞ মালিকের জন্য কাজ করতে থাকে যে তার লাভজনক বিনিয়োগ এবং মাঠের আসা পাখির দলের মতো কয়েকগুণ বাড়িয়ে নিতে পারে।

স্বর্ন আসলে এক আগ্রহী কর্মি। যখনই সুযোগ আসে তখনই তা কয়েকগুণ বেড়ে যেতে সবসময়েই আগ্রহী থাকে। যার কাছেই স্বর্ণের মজুত থাকে তার কাছেই সুযোগ আসে। বছর গেলে এটি নিজেকে আশ্চর্যজনকভাবে কয়েকগুণ বাড়িয়ে নেয়।

স্বর্ণের তৃতীয় নীতি

স্বর্ণ সেই সাবধানী মালিকের সুরক্ষায় লেপ্টে থাকে যে তার পরিচালনায় দক্ষ লোকদের পরামর্শ নিয়ে বিনিয়োগ করে থাকে।

স্বর্ণ নিজে থেকেই সেসব সাবধানী মালিকদের সাথে লেপ্টে থাকে। এমনকি তা অসতর্ক মালিকদের কাছ থেকে উড়ে চলে আসে। যারা ভালোভাবে স্বর্ণকে ব্যবহার করতে জানা বিজ্ঞ লোকদের পরামর্শ সন্ধান করে তারা নিজের সম্পদকে এলোমেলো করতে শিখে না এবং তা শীঘ্রই তার নিরাপত্তা বিধান করে এবং একইভাবে বেড়ে উঠা দেখে বেশ তৃপ্তি উপভোগ করতে থাকে।

BanglaBook.org

স্বর্ণের চতুর্থ নীতি

স্বর্ণ সেই সব লোকের কাছ থেকে সরে যায় যে এমন কোনো ব্যবসায় বা উদ্দেশ্যে তা বিনিয়োগ করে যার সাথে সে পরিচিত না এবং তার এ বিষয়ে কোনো দক্ষতা নেই।

কেউ যদি দক্ষভাবে স্বর্ণ পরিচালনা করতে না পারে, সে স্বর্ণের মালিক হওয়ার পর অনেকগুলো বিনিয়োগ তার কাছে লাভজনক মনে হতে পারে। এরা প্রায়ই লোকসানের ভয় এর সাথে যুদ্ধ করে। বিজ্ঞ লোকেরা তা সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করে দেখে লাভের সম্ভাবনা খুব বেশি নয়। ফলে স্বর্ণের অনভিজ্ঞ মালিকেরা নিজেদের বিচার বিশ্লেষণকে বিশ্বাস করে এবং এমন কোনো ব্যবসায় বা অন্য কারণে বিনিয়োগ করে যার সাথে সে ভালোভাবে পরিচিত না। তারা প্রায়ই তাদের বিচার বিবেচনা যে ভুল দেখতে পায় এবং নিজেদের সম্পদ খুইয়ে তাদের অনভিজ্ঞতার খেসারত দিয়ে থাকে। তারাই বিজ্ঞ যারা নিজেদের সম্পদ বিনিয়োগের আগে অভিজ্ঞ লোকদের পরামর্শ নিয়ে থাকে।

স্বর্ণের পঞ্চম নীতি

স্বর্ণ সেই লোকের কাছ থেকে পালিয়ে যায়, সে তা দিয়ে অসম্ভব উপার্জনে তাকে জোর করে বিনিয়োগ করে অথবা যে প্রতারক ও ধড়িবাজ লোকদের মিথ্যা প্রলোভনে আকৃষ্ট হয়। তার অনভিজ্ঞতা এবং বিনিয়োগের রোমান্টিক আকাঙ্খায় পড়ে এসব করে।

স্বর্ণের নতুন মালিকদের কাছে অনেক রোমান্টিক ধারনা অভিযানের মতোই মনে হয়। মনে হয় এগুলো দিয়ে তাদের স্বর্ণে ম্যাজিক পাওয়ার আনতে পারবে যা দিয়ে অস্বাভাবিক আয় করতে পারবে। এক্ষেত্রে বিজ্ঞ লোকদের পরামর্শ নিয়ে কাজ করলে তারা বলতে পারতো প্রতিটি আমেরিকা সম্পদ উপার্জনকারী প্রজেক্টের পশ্চাতে কি লুকিয়ে আছে।

'নিনেভাহ-এর বিজ্ঞ লোকদের কথা কখনো ভুলবে না যারা এমন কোনো চান্স নিতেন না যেখানে তাদের আসল সম্পদ হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে অথবা অলাভজনক বিনিয়োগে আটকা পড়ে যেতে পারে।

'আমার স্বর্ণের পাঁচটি নীতির গল্প এখানে শেষ হয়ে যাচ্ছে। এই গল্পের মাধ্যমে তোমাদের আমার সম্পদ অর্জনের রহস্য বলার চেষ্টা করলাম।

BanglaBook.org

'এগুলো আসলে কোনো রহস্য না, বরং প্রতিটি মানুষকে প্রথমেই শিখতে হয় এমন কিছু সত্য। তারপর তোমাদের মতো আমজনতা যারা বন্য কুকুরের মতো দিনের খাবার নিয়ে চিন্তিত থাকে তাদের থেকে বের হওয়ার চেষ্টা করছে।

'আগামীকাল আমরা ব্যাবিলনে প্রবেশ করবো। দেখো! মন্দিরের উপর জ্বলতে থাকা আগুনের দিকে তাকাও! আমরা এই সোনালী শহরকে এখনো দেখতে পাচ্ছি। আগামীকাল তোমাদের প্রত্যেকের হাতেই স্বর্ণ থাকবে- যা তোমরা তোমাদের বিশ্বস্ততার সাথে দেয়া সেবা থেকে ভালোভাবেই উপার্জনে করছো।

'আজ থেকে দশ বছর পরের এ রকম এক রাতে, এই স্বর্ণ সম্পর্কে তুমি কি বলবে?

'যদি তোমাদের মধ্যে নোমাসিরের মতো কেউ থেকে থাকে, যারা তাদের স্বর্ণের একটি অংশ নিজেদের ভবিষ্যত সম্পদ গড়ে তোলার কাজে লাগাতে চাও এবং আরকাদের দেয়া জ্ঞান দিয়ে বিজ্ঞতার সাথে পরিচালিত হতে চাও, দশ বছর পরে আরকাদের পুত্রের মতো তারা ধনী এবং সম্মানিত হতে পারবে।

'আমাদের বিজ্ঞ পদক্ষেপ সারাজীবন সঙ্গী হয়ে আমাদেরকে আনন্দ দেবে এবং সাহায্য করবে। নিঃসন্দেহে বোকার মতো করা কাজ আমাদেরকে প্লেগ ও শাস্তি দিয়ে যাবে। হায়! এগুলো ভুলাও যাবে না। তীব্র এই যন্ত্রণার শীর্ষে থাকবে আমাদের কৃতকর্মের এবং হারানো সুযোগের দুঃসহ স্মৃতি।

'ধনীরা ব্যাবিলনের সম্পদ। তাই কোনো ধনী ব্যক্তিই তার স্বর্ণের টুকরা গুণে ধনী হয়নি। প্রতি বৎসর তারা ধনী এবং অনেক সম্পদশালী হতেই থাকে। প্রতিটি জমিতে থাকা সম্পদের মতো এগুলো হলো পুরষ্কার, একটি দামী পুরষ্কার যা সেসব উদ্দেশ্যের দিকে পরিচালিত লোকদের জন্য অপেক্ষা করে যারা তাদের ন্যায্য পাওনা তুলে নিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ থাকে।

'ম্যাজিক পাওয়ারের আকাঙ্খাই তোমাদের শক্তি। এই শক্তিকে স্বর্ণের পাঁচটি নীতি দিয়ে গাইড করতে থাকো, ব্যাবিলনের সম্পদের শেয়ার তোমরাই পাবে।'

BanglaBook.org

ব্যাবিলনের স্বর্ণের মহাজন

পঞ্চাশ পিস স্বর্ণ! পুরাতন ব্যাবিলনের বুল্লম বানানেওয়ালা রোদান-এর আগে কখনো দেখেনি, সে কখনো তার ওয়ালেটে এতো স্বর্ণ নিয়ে ঘুরেনি। সে তার দয়ালু রাজার প্রাসাদ থেকে রাজ এভিনিউ দিয়ে খুশিমনে হেঁটে যাচ্ছিলো। তার ওয়ালেটে স্বর্ণের ঝনঝনানী সে আনন্দের সাথে প্রতিটি পদক্ষেপে উপভোগ করতে থাকলো—এতো মধুর মিউজিক সে জীবনেও শুনেনি।

পঞ্চাশ পিস স্বর্ণ! সবই তার! সে এতো সুন্দর ভবিষ্যত নিয়ে কখনো কল্পনা করতে পারেনি। এই ঝনঝন করা ডিস্কগুলোর কত শক্তি! এগুলো দিয়ে যা ইচ্ছে তা ক্রয় করা যায়। বড় বাড়ি, জমি, গরু, ছাগল, উট, ঘোড়া, রথ যা একজন লোক চাইতে পারে সব।

এগুলো দিয়ে সে কি করবে? এক বিকালে তার বোনের বাড়ি যাওয়ার রাস্তায় সে হাঁটছিলো। সে ভাবলো এই ঝলমল করে ভারী স্বর্ণের পিস ছাড়া তার কাছে রাখার আর কিছুই নাই।

কয়েকদিন পরের এক বিকেলে রোদান যখন ম্যাথন একটি দোকানে ঢুকলো, সে হতবাক হয়ে গেলো। দোকানটি স্বর্ণ ধার দিতো এবং তারা জুয়েল এবং অন্য দুষ্প্রাপ্য ধাতুর ব্যবসা করতো। রঙ্গিন এই ধাতুগুলো যেখানে প্রদর্শনের জন্য রাখা হয়েছে তার ডানে বা বামে না তাকিয়ে সে নীচতলার লিভিং কোয়ার্টারের দিকে এগুলো। দেখতে পেলো আগের আমলের ম্যাথন যে একটি কার্পেটের উপর বসে তার কালো দাসের পরিবেশন করা খাবার নিচ্ছিলো।

'আমি কি করবো এ ব্যাপারে আপনার সাথে পরামর্শ করতে চাই', রোদান অবিচলভাবে পা ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে থাকলো। লেদার জ্যাকেটের খোলা উপরের বোতামের ফাঁক দিয়ে তার লোমশ বুক দেখা যাচ্ছিলো।

ম্যাথনের ছোট হয়ে যাওয়া ফ্যাকাশে মুখে বন্ধুত্বপূর্ণ অভিবাদন দিয়ে বললেন, 'একজন স্বর্ণের মহাজনের কাছে পরামর্শ চেয়ে আপনি কি খুব অবিবেচনার কাজ করেননি? জুয়ার টেবিলে কি দুর্ভাগ্য আপনাকে ছেয়ে ধরেছে? অথবা কি কোনো সুন্দরী মহিলার খপ্পরে পড়েছেন? অনেকদিন

BanglaBook.org

থেকেই আমি আপনাকে চিনি, কখনো এরকম সাহায্য চেয়ে আমাকে বিপদে ফেলোনি।'

'না না সে রকম কিছু না আমি কোনো স্বর্ণ চাইতে আপনার কাছে আসিনি। এর পরিবর্তে আমি আপনার উপদেশ বিনীতভাবে প্রার্থনা করছি।'

'শোন! শোন! লোকটি কি বলছে। কেউই স্বর্ণ ঋণদাতার কাছে পরামর্শের জন্য আসে না। আমার কানে মনে হয় ভুল শোনাচ্ছে।'

'ওরা ঠিকই শুনছে।'

'এটি কি তাই? রোদান, বর্শাপ্রস্তুতকারক, অন্য সবার থেকে যাকে চালাক বলে সবাই জানে, সে আসছে ম্যাথনের কাছে, স্বর্ণ ঋণ নিতে নয়, উপদেশের জন্য। অনেকেই আমার কাছে আসে তাদের বোকামীর দণ্ড দিতে স্বর্ণ ধার নিতে কিন্তু উপদেশের জন্য, কেউই তা চায় না। যদিও একজন স্বর্ণ ধার দেয়ার লোকের চেয়ে কে বেশি বিপদে পড়া লোকদের পরামর্শ দিতে সক্ষম?

'চলুন একসাথে খেয়ে নেই, রোদান', তিনি বলতে থাকলেন, 'আজ বিকেলে আপনি আমার মেহমান', তিনি তার কালো দাসকে হুকুম করলেন, 'আমার বন্ধু, বর্শানির্মাতা, রোদান এর জন্য কার্পেট বিছাও। উনি আমার কাছে পরামর্শের জন্য এসেছেন। তিনি হবেন আমার সম্মানিত অতিথি। তার জন্য বেশি করে খাবার নিয়ে এসো এবং আমার সবচেয়ে বড় কাপটিও তাকে দাও। সবচেয়ে ভালো মদ উনাকে দাও যাতে উনি সবচেয়ে বেশি তৃপ্তি পায়।'

'এখন আমাকে বলুন, সমস্যাটা কোথায়?'

'এটি হলো রাজার দেয়া উপহার।'

'রাজার উপহার? রাজা আপনাকে একটি উপহার দিলেন এবং এর ফলে সমস্যা সৃষ্টি হয়ে গেলো? এটি কি ধরনের উপহার?

'কারণ রাজার গার্ডের বর্শার জন্য আমি একটি ডিজাইন করে দিয়েছি আর তাতে উনি সন্তুষ্ট হয়ে পঞ্চাশ পিস স্বর্ণের একটি উপহার আমাকে দিয়েছেন। এতেই আমি এখন হতভম্ব হয়ে গিয়েছি।

'সূর্য আকাশে যতক্ষণ ঘুরছিলো ততক্ষণ আমি এই স্বর্ণ পেতে অনেকের অনুনয় বিনয় শুনে আসছি।'

BanglaBook.org

'এটি স্বাভাবিক। যাদের আছে তাদের থেকে অনেক বেশি লোকই স্বর্ণ পেতে চায় এবং যে সহজে স্বর্ণ পেয়ে যায় সবাই চায় তার ভাগ পেতে। কিন্তু আপনি কি না বলতে পারেন না? তাদের মুষ্টি যত মজবুত দেখায় তারা ততটা শক্তিশালী নয়।

'অনেককেই আমি না বলতে পারি। মাঝে মাঝে না বলাটা বেশ কঠিন হয়ে যায়। আপনার প্রতি যার গভীর ভালোবাসা আছে সেই বোনকে কেমনে না বলবেন?'

'নিশ্চয়ই, আপনার বোন আপনাকে এই উপভোগ করতে বঞ্চিত হতে দেখতে চাইবে না।'

'কিন্তু আরামানের চাওয়া হলো তার স্বামীকে একজন ধনী মার্চেন্ট হিসেবে প্রতিষ্ঠিত দেখা। সে মন করে এরকম সুযোগ নিজে কখনো পায়নি। তাই সে এই স্বর্ণ ঋণ চায় যাতে নিজে একজন ধনী মার্চেন্ট হতে পারে এবং তার মুনাফা থেকে আস্তে আস্তে আমাকে পরিশোধ করে দিতে চায়।'

'বন্ধু', ম্যাথন শুরু করলো, 'আলোচনার জন্য তুমি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে এসেছো। স্বর্ণ তার মালিকদের জন্য অনেক দায়িত্ব নিয়ে আসে এবং ওদের অবস্থানের পরিবর্তন করে ফেলে। এটি নিয়ে আসে হঠাৎ করে তা হারিয়ে ফেলার অথবা কেউ কৌশলে তা নিয়ে নেয়ার ভয়। এটি নিয়ে আসে ক্ষমতা এবং ভালো কিছু করার সূক্ষ্মতার অনুভূতি। একইভাবে এটি নিয়ে আসে সুযোগ যেখানে অনেক স্বদিচ্ছা জন্ম দেয় সমস্যার।

'আপনি কি নিনেবাহ-এর সেই কৃষকের গল্প শুনেননি যে প্রাণীদের ভাষা বুঝতে পারতো? আমি শুনি নাই, কারণ লম্বা লোকদের ব্রোঞ্জের কামারশালায় বলা গল্প। আমি আপনাকে বলবো যে আপনাকে বুঝতে হবে স্বর্ণের ধার দেয়া এবং ধার নেয়া, তা এক হাত থেকে অন্য হাতে নেয়ার চেয়ে অনেক বেশি কিছু বুঝিয়ে থাকে।

'যে কৃষক প্রাণীদের কথা বুঝতো, সে ওদের কথা শুনার জন্য প্রতি সন্ধ্যায় মাঠে বেশিক্ষণ থাকতো। একদিন সন্ধায় শুনতে পেলো ষাড় একটি গাধাকে বলে যাচ্ছে তার দুর্ভাগ্যের কথা–'আমাকে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত পরিশ্রম করে লাঙ্গল টানতে হয়। কতো গরম পড়লো বা আমার পা কতটুকু ক্লান্ত বা আমার ঘাড় ঘর্ষণে কত পরিশ্রান্ত হলো এসব কোনো বিষয় না, আমাকে কাজ করেই যেতে হবে। কিন্তু তোমার সৃষ্টিই হয়েছে অবকাশ যাপনের জন্যে। তোমাকে রঙিন ব্লাংকেট দিয়ে ঢেকে রাখা হয় এবং আমাদের মনিবকে

BanglaBook.org

এখানে ওখানে নিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোনো কিছুই করতে হয় না। উনি কোথাও যাওয়ার পরে তুমি রেস্ট নিতে থাকো এবং সারাদিন সবুজ ঘাস খেয়ে বেড়াও।'

'এখন গাধা তার জরাজীর্ণ গোড়ালি নিয়েও একজন ভালো প্রাণীর মতো আচরণ করলো এবং ষাড়ের প্রতি সহানুভূতি দেখালো, 'আমার প্রিয় বন্ধু, সে উত্তরে বললো, 'তুমি কঠোর পরিশ্রম করে যাচ্ছো। আমি তোমার ভাগ্যের কষ্ট কমিয়ে দিতে সাহায্য করবো। আমি তোমাকে বলে দেবো কিভাবে একদিন রেস্টে থাকা যায়। সকালে যখন দাস আসবে তোমাকে লাঙ্গলের সাথে বাঁধতে, মাটির উপর শুয়ে থাকো এবং এমনভাবে পড়ে থাকো যাতে সে বলে আজ ষাড়টি অসুস্থ। ও আজ কাজ করতে পারবে না।'

'তাই ষাড়টি গাধার পরামর্শ নিলো। পরের দিন সকালে যখন দাস ফিরে গিয়ে চাষীকে বললো ষাড়টি আজ অসুস্থ। ও দিয়ে আজ লাঙ্গল টানা যাবে না।'

'তাহলে', কৃষক বললো, 'লাঙল টানা ত আর বন্ধ করা যাবে না। এক কাজ করো, আজ গাধাটিকে লাঙ্গলের সাথে বেধে দাও।'

'যে গাধা তার ষাড় বন্ধুটিকে সাহায্য করতে চেয়েছিলো তাকেই সারাদিন ষাড়ের কাজ করতে হলো। রাত যখন এলো এবং তাকে লাঙল থেকে মুক্ত করা হলো তখন তার মনটা ভীষণ তিক্ত হয়ে উঠলো, পা ক্ষত-বিক্ষত হয়ে পড়লো, ঘাড়ের যেখানে লাঙ্গল বাধা হয়েছে সে জায়গাতে ক্ষত হয়ে গেলো।

'কৃষক ওদের কথা শুনতে গোয়ালেই থেকে গেলো।

'ষাড় আগেই শুরু করলো, 'তুমি আমার খুব ভালো বন্ধু। জ্ঞানীদের মতো দেয়া তোমার এই পরামর্শে একটা দিন কষে সুখ করা গেলো।'

'আর আমি', গাধা উত্তরে বললো, 'যাকে বোকাদের মতো বন্ধুকে সাহায্য করতে গিয়ে বন্ধুর কাজ নিজেকে শেষ পর্যন্ত থেকে করে দিতে হয়েছে। এখন তুমি তোমার নিজের জোয়াল নিজে বহন করো কারণ কৃষককে তার ছেলেকে বলতে শুনেছি আর যদি তুমি অসুস্থ হয়ে পড়ো তবে যাতে কসাইকে ডেকে আনে। আমি চাই তোমার মতো অলস প্রাণীর জন্য সে তা করুক।' এর পর থেকে ওদেরকে আর কথা বলতে শোনা যায়নি। এদের বন্ধুত্বের ইতি হয়ে গেলো। এই গল্প থেকে পাওয়া মর্মবাণী আপনি কি বুঝতে পেরেছেন, রোদান?'

BanglaBook.org

'একটি ভালো গল্প', উত্তরে রোদান বললো, 'কিন্তু এর মধ্যে কোনো উপদেশ খুজে পেলাম না।'

'আপনি যে পারবেন তা আমি ভাবিনি। কিন্তু এখানে একটি সরল উপদেশ রয়েছে। এটি হলো, তুমি যদি তোমার বন্ধুকে সাহায্য করতে চাও, তা এমনভাবে করো যা যাতে বন্ধুর বোঝা নিজের উপর এসে পড়ে।'

'আমি এরকম ভাবিনি। এটি একটি বিজ্ঞ মর্মবাণী। আমি আমার বোনের স্বামীর বোঝা নিতে চাই না। কিন্তু আমাকে বলুন। আপনি ত অনেককেই ঋণ দিয়ে থাকেন। এদের সবাই তো ফেরত দেয় না, তাই না?'

ম্যাথন এমন হাসি দিলো যা অভিজ্ঞতায় পূর্ণ আত্মার হাসি, 'ঋণকারী যদি ফেরত না দিতে পারে তবে সেটি ভালো ঋন হয় কি? ঋণকারীকে কি অবশ্যই খুব জ্ঞানী হতে হয় এবং সতর্কভাবে বিবেচনা করতে হয় না যাতে তার স্বর্ণ গুরুত্বপূর্ণ কোনো উদ্দেশ্য সাধন করে এবং তার হাতে আবার ফিরে আসে নাকি তার এই স্বর্ণ এমন কারো হাতে গিয়ে অপচয় হউক যা তা জ্ঞানীদের মতো ব্যবহার করতে জানে না এবং ঋণকারীকে এমন ঋণে আবদ্ধ করে যা সে পরিশোধ করতে পারে না? আমি আপনাকে আমার টোকেনের আলমারীতে রাখা এমন কিছু টোকেন দেখবো এবং তাদের কিছু গল্প আপনাকে বলবো।'

একটি বাক্স টেনে তিনি রুমের মধ্যে নিয়ে আসলেন। বাক্সটি তিনি মেঝে রাখলেন এবং নিজের হাত ঢাকনার উপর রাখলেন।

'যখনই আমি কোনো ব্যক্তিকে ঋণ দিতে যাই তখন আমি একটি করে টোকেন এই বাক্স ততদিন জমা রাখি যতদিন ঋণ পরিশোধ না হয়। যখন কেউ তা পরিশোধ করে তখন তাকে টোকেনটি ফেরত দেই। কিন্তু যদি সে তা ফেরত না দেয় তবে এই লোকটি যে ওয়াদা রক্ষা করে না তা মনে রাখার জন্যে টোকেনটি রেখে দেই।

'আমার টোকেন বাক্স যে কথাটি মনে করিয়ে দেয় তা হলো সবচেয়ে নিরাপদ ঋণ হলো এমন কাউকে ঋণ দেয়া যার সম্পদ এর পরিমাণ তার ঋণের পরিমাণ থেকে বেশি। তাদের নিজের জমি, জুয়েলস, উট, অথবা অন্য সম্পদ বিক্রি করে তারা ঋণের টাকা ফেরত দিতে পারে। আমাকে এমন কিছু টোকেন তারা দিয়েছে যার জুয়েলের মূল্য এসব ঋণের পরিমাণ থেকেও বেশি। অন্যগুলোতে রয়েছে, যদি তারা ঋণের টাকা ফেরত দিতে না পারে তবে নির্দিষ্ট সম্পদ প্রদান করার প্রতিজ্ঞা। এসব ঋণের ক্ষেত্রে আমি নিশ্চিত

BanglaBook.org

থাকি যে আমার স্বর্ণ নির্দিষ্ট ভাড়া সহ সময় মত ফেরত পাবো কারণ এসব ঋণের নিশ্চয়তা স্বরূপ রয়েছে সম্পদের মালিকানার অঙ্গীকার।

'আরেক শ্রোণর লোক আছে যাদের উপার্জন করার ক্ষমতা আছে। তারা আপনাদের মতোই যারা পরিশ্রম করে, সেবা প্রদান করে এবং বিনিময়ে পারিশ্রমিক পায়। তাদের আয় আছে, যদি তারা সৎ হয়ে থাকে এবং কোনো দুর্ভাগ্যে আপতিত না হয়ে থাকে, তবে আমি জানি তারা স্বর্ণ এবং তার ভাড়া ফেরত দিতে পারবে। এসব ঋণ মানুষের প্রচেষ্টার উপর নির্ভরশীল।

'আরেক শ্রেণির লোক আছে, যাদের নেই কোনো সম্পদ, নেই কোনো উপার্জনের ক্ষমতা। জীবন খুব কঠিন তাদের জন্য এবং এরা কখনো এডজাস্ট করতে পারে না। হায় আমি তাদের ঋণ দিলাম। আমার টোকেন বক্স আগামি দিনে আমাকে প্রত্যাখ্যান করবে যদি না এসব ঋণে ভালো কোনো গ্যারান্টর থাকে, যিনি বেশ সম্মানিত ব্যক্তি।'

ম্যাথন বাক্সের বেল্ট খুলে তার ঢাকনা খুললেন। রোদন আগ্রহ নিয়ে সামনে উঁকি দিলো। উপরেই ছিলো ব্রোঞ্জের একটি নেকলেস যা একটি লাল কাপড় সাথে আটা। ম্যাথন তা তুলে আনলো এবং আদর করে তা স্পর্শ করলো। 'এই ছোট্ট জিনিসটি আমার কাছে থেকে যাবে কারণ এর মালিক মৃত্যুবরণ করেছেন। আমি এটি ধরে রেখেছি, ধরে রেখেছি টোকেনটি এবং সাথে উনার স্মৃতি। কারণ তিনি ছিলেন আমার একজন ভালো বন্ধু। আমরা একসাথে বেশ সফলতার সাথেই ব্যবসা করতাম যতদিন না সে পূর্ব থেকে একজন সুন্দরী মহিলা নিয়ে আসলেন বিয়ে করার জন্য। মহিলা আমাদের দেশের মহিলাদের মতো ছিলেন না। তিনি ছিলেন চোখ ধাধানো সুন্দরী। উনি নিজের ইচ্ছা পূরণের জন্য দেদারসে স্বর্ণ উড়িয়ে দিতেন। আমার বন্ধুটি বিপন্ন অবস্থায় আসলেন যখন তার সব স্বর্ণ উড়িয়ে দেয়া হয়ে গেছে। আমি তাকে পরামর্শ দিলাম। বললাম আমি তাকে আরেকবার সাহায্য করবো নিজের বিষয়গুলো নিজেই পরিচালনা করার জন্য। সে গ্রেট বুলের সাইন দেখিয়ে শপথ নিয়ে বললো সে তা করবে কিন্তু এটি তা হলো না। একবার ঝগড়ার এক পর্যায়ে মহিলা তার হার্টের উপর ছুরি ঢুকিয়ে দিয়ে শেষ করে দিলো।'

'এবং মহিলা?' রোদান জানতে চাইলো।

'হ্যাঁ অবশ্যই, এটি তার', তিনি লাল কাপড়টি তুলে আনলেন, 'নিজের উপর চরম বিরক্ত হয়ে তিনি ইউফ্রেতাস নদীতে ঝাপ দিলেন। এই দুইটি ঋণ

BanglaBook.org

কখনো পরিশোধ হবে না। এই চেস্ট আপনাকে বলে দেবে যে যেসব লোক আবেগ দ্বারা পরিচালিত তারা কখনো স্বর্ণ ঋণদাতার জন্য নিরাপদ নয়।

'এখানে আরেকটি আলাদা বিষয় রয়েছে।' তিনি একটি ষাড়ের হাড়ের রিং হাতে নিলেন, 'এটি একজন কৃষকের। আমি তার স্ত্রীর কাপড় কিনে নেই। ক্ষেতে পঙ্গপাল পড়লো এবং তাদের কোনো খাবারই থাকলো না। আমি তাকে সাহায্য করলাম এবং যখন নতুন শষ্য এলো তারা তা পরিশোধ করলো। পরে তিনি আবার এসে একজন ভ্রমণকারীর বরাত দিয়ে বললেন দূরদেশে এক অদ্ভুত ছাগল আছে। এদের এমন লম্বা এবং মোলায়েম চুল রয়েছে যা দিয়ে কার্পেট তৈরি করলে তা ব্যাবিলনের সবচেয়ে সুন্দর কার্পেট হবে। তিনি এরকম একটি ছাগলের পাল কিনতে চান, কিন্তু তার হাতে কোনো টাকা নেই। তাই আমি তাকে এই যাত্রার জন্য স্বর্ণ ঋণ দিলাম যাতে সে ছাগল নিয়ে ফেরতে পারে। এখন তার ছাগলের পাল হয়ে গেছে। পরের বছর তাদের তৈরি সবচেয়ে দামী কার্পেট দিয়ে আমার ব্যাবিলনের লর্ডকে অবাক করে দেবো-যা কেনা তাদের ভাগ্য। শীঘ্রই আমাকে এই রিং ফেরত দিতে হবে। তিনি খুব তাড়াতাড়িই ঋণটি পরিশোধ করতে পারবেন।

'কিছু ঋণগ্রহিতা এমন করে থাকে?' রোদান জানতে চাইলেন।

'যদি তারা এমন কোনো উদ্দেশ্যে ধার করে যার মাধ্যমে তার কাছে আরো টাকা নিয়ে আসবে তবে তারা এমন করে। কিন্তু যদি তারা অবিবেচনাপ্রসূত ঋণ করে থাকে, তবে আমি সতর্ক করে দিচ্ছি এতে স্বর্ণ ফেরত না পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি।'

'এ বিষয়ে আমাকে আরো কিছু বলুন', রোদান অনুরোধ করলো। একটি ভারী স্বর্ণের ব্রেসলেট যা দুষ্প্রাপ্য ডিজাইনে জুয়েল খচিত তা তুলে নিলেন।

'এই মহিলা আমার খুব ভালো এক বন্ধুর মাধ্যমে অনুরোধ করলো', বিদ্রূপ করে ম্যাথন বললো।

'আমি আপনার চেয়ে এখনো বেশ কমবয়সি', উত্তরে রোদান বললো।

'আমি মেনে নিচ্ছি। কিন্তু এখানে আপনি রোমান্সের সন্দেহ করছেন অথচ আসলে সে রকম কিছু ছিলো না। এই মহিলা ছিলেন মোটা, বলিরেখা পড়া, বাচাল এবং আমাকে পাগল করে দেয়ার মতো তেমন কোনো কথা বলতেন না। একসময় তাদের ছিল অনেক টাকা পয়সা এবং তারা ছিলো অনেক ভালো ক্রেতা, কিন্তু দুঃসময় তাদের সঙ্গী হলো। উনার ছেলেকে উনি

BanglaBook.org

বানালেন মার্চেন্ট। আমার কাছে আসলেন স্বর্ণ ধার করতে যা দিয়ে তারা একটি ক্যারাভানের মালিকের পার্টনার হয়ে যাবেন, যিনি উটে চড়ে শহর থেকে শহরে ঘুরে বেড়ান আর কেনাকাটা করে থাকেন।

'লোকটি একটি পাজি ছিলো। সে এই গরিব ছেলেকে খাবার দাবার, বন্ধুবান্ধববিহীন অবস্থায় দূরের এক শহরে ফেলে আসলো। ছেলেটি যখন ঘুমুচ্ছিলো, সে তখন পালিয়ে এলো। হয়তো ছেলেটি যখন বড় হবে তখন পরিশোধ করবে। তখন পর্যন্ত আমি এই স্বর্ণের কোনো ভাড়াও পাবো না। শুধুমাত্র বেশি বেশি কথা শুনতে থাকবো, কিন্তু আমি স্বীকার করছি এই জুয়েল তাদেরকে দেয়া ধারের স্বর্ণ থেকে বেশি মূল্যবান।'

'এই মহিলা কি আপনার কোনো পরামর্শ চেয়েছিলো?'

'সম্পূর্ণ আলাদা। বিপরীতক্রমে এই মহিলা নিজের ছেলেকে ব্যাবিলনের সবচেয়ে ধনী এবং ক্ষমতাবান ব্যক্তি হিসেবে পরিচয় দেয়। তাকে পরামর্শ দিতে যাওয়া মানেই হলো ক্ষিপ্ত করে তোলা। একবার ভালোই বকুনি খেয়েছি। আমি এরকম অনভিজ্ঞ একটি ছেলের ঝুঁকি সম্পর্কে জানি, কিন্তু সে সিকিউরিটি দেয়াতে ফিরিয়ে দিতে পারিনি।

'এটি', ম্যাথন গিট্টি দিয়ে বাধা রশি নাড়িয়ে বলতে থাকলেন, 'নেভাতুরের, যে একজন উটের বিক্রেতা। যখন উনি একটি উটের পাল কিনলেন, যা নিজের ফান্ড দিয়ে সংকুলান হয়ে উঠে না। তিনি আমার কাছে এই গিট্টি নিয়ে আসলেন। আমি উনাকে প্রয়োজনীয় স্বর্ণ ধার দিলাম। তিনি একজন বিজ্ঞ ব্যবসায়ী। উনার বিবেচনাবোধের উপর আমার আস্থা আছে এবং মুক্তভাবে উনাকে ধার দিতে পারি। ব্যাবিলনের আরো অনেক ব্যবসায়ির সম্মানজনক আচরণের জন্য তাদের উপর আমার আস্থা আছে। আমার টোকন বক্সে তাদের টোকেন আসে আবার বার বার চলে যায়। ভালো মার্চেন্টরা আমাদের শহরের সম্পদ। এদের কাছ থেকে প্রাপ্ত মুনাফা আমার ব্যবসা চালিয়ে যেতে সাহায্য করছে এবং এভাবেই ব্যাবিলন সমৃদ্ধ হচ্ছে।'

ম্যাথন টারকোয়ীজ-এর উপর খচিত একটি বিটল হাতে নিয়ে তা মেঝের উপর টস করলো, 'ইজিপ্ট থেকে আসা পোকা। যে বালকটি এর মালিক তার কোনো ভ্রুক্ষেপ নাই আমি আমার স্বর্ণ ফেরত পেলাম কিনা। তার সাথে দেখা করলে সে উত্তরে বলে, 'দুর্ভাগ্য আমার সঙ্গি থাকলে কেমনে আমি পরিশোধ করি? আপনার তো অনেক বেশি আছে'। আমি কি করতে পারি? এই টোকেন তার পিতার-একজন ক্ষুদ্র সম্বলের ভালো মানুষ-যিনি তার জমি এবং

BanglaBook.org

পশুর পাল দিয়ে ছেলের প্রতিষ্ঠানকে সাপোর্ট দিয়ে যাচ্ছেন। যুবক প্রথমত সফলতা পেলেন এবং তারপর আরো বেশি সম্পদ আহরণে অতি উৎসাহি হয়ে উঠলেন। তার জ্ঞান খুব স্বল্প। তাই তার প্রতিষ্ঠানে ধস নামলো।

'তারুণ্যে উচ্চাকাঙ্খা থাকে। তরুণরা সম্পদ অর্জন ও নিজের কাঙ্খিত জিনিস পাওয়ার জন্য সর্টকাট পথে এগিয়ে থাকে। দ্রুত সম্পদ আহরণের তরুণরা অনভিজ্ঞদের মতোই ধার করে থাকে। তরুণরা, যাদের কোনো অভিজ্ঞতা থাকে না তারা বুঝে না যে আশাহীনভাবে ধার নেয়া গর্তের মধ্যে দ্রুত মিলিয়ে যাওয়ার নামান্তর এবং যেখানে কাউকে ব্যর্থভাবে কয়েকটি দিন সংগ্রাম করে যেতে হয়। এটি দুঃখ ও বিষাদের একটি গর্ত, যেখানে সূর্যের উজ্জ্বলতা মলিন হয়ে যায় এবং বিশ্রামহীন নিদ্রা রাত কাটে অতৃপ্তির সাথে। আমি স্বর্ণ ধার করাকে নিরুৎসাহিত করছি না। আমি উৎসাহিত করছি। আমি তা ভালো উদ্দেশ্যে ব্যবহারের পরামর্শ দিচ্ছি। আমি নিজে একজন মার্চেন্ট হিসেবে প্রথম সফলতা পেয়েছিলাম ধার করা স্বর্ণ দিয়ে।

'এ রকম অবস্থায় একজন ঋণদাতা কি করতে পারে? তরুণ থাকে হতাশায় এবং কিছুই সম্পাদন করতে পারে না। সে নিরুৎসাহ হয়ে পড়ে। ঋণ পরিশোধের কোনোই চেষ্টা করে না। তার পিতার জমি এবং পশু থেকে তাকে বঞ্চিত করতে আমার হৃদয় কেঁপে উঠে।'

'আপনি যা বলছেন তার সবই আমি মনোযোগ দিয়ে শুনছি', রোদান বলে উঠলো, 'কিন্তু আমি আমার প্রশ্নের কোনো উত্তর পেলাম না। আমি কি আমার পঞ্চাশটি স্বর্ণের টুকরা বোনের স্বামীকে ধার দিতে পারবো? তারা আমার কাছে অনেক গুরুত্বপূর্ণ।'

'আপনার বোন এক অসামান্য মহিলা যাকে আমি খুব সম্মান করি। যদি তার স্বামী আমার কাছে এসে পঞ্চাশটি স্বর্ণের টুকরা ধার চাইতেন, আমি জানতে চাইতাম তা দিয়ে তিনি কি করবেন।

'যদি তার উত্তর হতো, তিনি তা দিয়ে আমার মতো একজন মার্চেন্ট হতে চান তবে জুয়েল এবং দামী ফার্নিশিং পাওয়ার উচ্চাশা করতেন। আমি তাকে উত্তরে বলতাম, এই ব্যবসা সম্পর্কে আপনার কী জ্ঞান আছে? আপনি কি জানেন কোথা থেকে কম দামে পণ্য কেনা যায়? আপনি কি জানেন কোথায় আপনার পণ্য ভালো দামে বিক্রি করতে পারবেন? সে কি এসব প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ বলবে?

BanglaBook.org

'না, সে তা পারবে না', রোদান স্বীকার করলো, 'সে বর্শা তৈরিতে আমাকে অনেক সাহায্য করেছে এবং সে আমার দোকানে কিছুটা সাহায্য করেছে।'

'তাহলে আমি কি বলতে পারি তার উদ্দেশ্য বিজ্ঞদের মতো না। মার্চেন্টদেরকে তাদের ব্যবসা সম্পর্কে জানতে হয়। তার উচ্চাকাঙ্খা ভালো হলে প্রাকটিক্যাল না। আমি তাকে কোনো স্বর্ণ ধার দিবো না।

'কিন্তু মনে করুন সে বললো, 'হ্যাঁ আমি মার্চেন্টদের অনেক সাহায্য করেছি। আমি জানি কিভাবে স্মিরনা গিয়ে কম দামে কার্পেট, গৃহবধূদের ড্রেস কিনতে হয়। ব্যাবিলনের ধনী লোকদের আমি চিনি যাদের কাছে ভালো মুনাফায় এগুলো বিক্রি করতে হয়।' তখন আমি বলতাম 'আপনার উদ্দেশ্য ভালো এবং আপনার উচ্চাকাঙ্খা সম্মান পাওয়ার যোগ্য। আমি আপনাকে পঞ্চাশটি স্বর্ণ ধার দিতে রাজি আছি যদি তার জন্য উপযুক্ত সিকিউরিটি দিতে পারেন যা আপনাকে ফেরত দেয়া হবে।' কিন্তু সে হয়তো বলতো, 'আমি একজন সম্মানিত মানুষ। এছাড়া আমার কাছে দেয়ার মতো আর কোনো সিকিউরিটি নেই। আপনার এই ঋণের জন্য আমি ভালোই মুনাফা দেবো।' তখন আমি বলতাম, 'আমি প্রতিটি পিস স্বর্ণ গুণে গুণে সংরক্ষণ করি। আপনি স্মিরনা যাওয়ার সময়ে ডাকাতরা তা কেড়ে নিতে পারে অথবা ফিরে আসার সময়ে ওরা আপনার কার্পেট কেড়ে নিতে পারে। তখন আমাকে ফেরত দেয়ার মতো কোনো উপায় আপনার হাতে থাকবে না, আমার স্বর্ণ চিরতরে আমার কাছ থেকে বিদায় নেবে।'

'স্বর্ণ, রোদান আপনি দেখেন, একজন ঋণদাতার পণ্য। সহজেই কাউকে ঋণ দেয়া যায়। যদি অবিবেচকের মতো ঋণ দেয়া হয় তবে তা ফেরত পাওয়া বেশ কঠিন হয়ে যায়। বিজ্ঞ ঋণদাতার এই ঝুঁকি নিতে চায় না। তারা চায় নিরাপদ পরিশোধের গ্যারান্টি।

'এটিই ভালো', তিনি বলে চললেন, 'যারা সমস্যায় আছে তাদের সাহায্য করার উপায়। যারা দুর্ভাগ্যের শিকার হয়েছেন তাদেরকে এটি খুব সাহায্য করে। এটি তাদের সাহায্য করে যারা ভালোভাবে শুরু করেছে উন্নতি ও ভালো নাগরিক হওয়ার যাত্রা। কিন্তু সাহায্য করতে হবে বুদ্ধিমানের মতো অথবা কৃষকের গাধার মতো অন্যকে সাহায্য করতে গিয়ে তার জোয়াল কাঁধে নিতে হবে।

'আবার আমি আপনার প্রশ্ন শুনে অবাক হচ্ছি, রোদান, কিন্তু আপনি আমার উত্তর শুনুন আপনার পঞ্চাশ পিস স্বর্ণ রাখুন। যা আপনি শ্রম দিয়ে অর্জন

BanglaBook.org

করেছেন এবং আপনাকে যা পুরষ্কার হিসেবে দেয়া হয়েছে তা আপনার। এগুলোকে আপনার কাছ থেকে আলাদা না করার ব্যাপারে কারো কোনো আপত্তি থাকবে না যতক্ষণ না আপনি ইচ্ছে হয়। আরো বেশি স্বর্ণ উপার্জনের জন্য যদি কাউকে ঋণ দিতে চান তবে সাবধানতার সাথে অনেককে দিন। আমি স্বর্ণকে অব্যবহৃত রাখার পক্ষে না, যদিও আমি অতিরিক্ত ঝুঁকি পছন্দ করি না।

'কত বৎসর থেকে আপনি একজন বর্ষানির্মাতা হিসেবে কাজ করছেন?'

'পুরো তিন'

'রাজার উপহার ছাড়া আপনার কাছে আর কতটুতু স্বর্ণ জমা আছে?'

'তিনটি স্বর্ণের টুকরা'

'প্রতি বৎসরে আপনার পরিশ্রমের বিনিময়ে ভালো জিনিসগুলো উপভোগ কমিয়ে দিয়ে আপনি কি একটি করে স্বর্ণ জমা রেখেছেন?'

'আপনি যেমন বলছেন।'

'তাহলে নিজেকে বঞ্চিত করে এটি পঞ্চাশ বছরে জমা করা অর্থের সমান?'

'একজনের সারাজীবনের পরিশ্রমের সমান।'

'ভাবুন আপনার বোন আপনার পঞ্চাশ বছরের সঞ্চয়কে তামা গলানোর ঘরে নিয়ে গলিয়ে দিতে চান যা উনার স্বামী এই টাকায় একজন মার্চেন্ট হয়ে উঠার এক্সপেরিমেন্ট করতে চাচ্ছেন না?'

'আপনার মতে আমাকে না বলতেই হবে।'

'তাহলে তার কাছে গিয়ে বলুন 'তিন বছর ধরে আমি শুধুমাত্র উপবাসের দিনগুলো বাদ দিয়ে প্রতিদিন সকাল থেকে রাত পর্যন্ত পরিশ্রম করে এবং হৃদয়ের কাঙ্খিত জিনিসগুলো উপভোগ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করে চলেছি। প্রতি বৎসরের শ্রম এবং আত্ম-বঞ্চনার বিনিময়ে আমি এক পিস স্বর্ণ জড়ো করেছি। তুমি আমার প্রিয় বোন। আমি চাই তোমার স্বামী ব্যবসায়ের কাজে ব্যস্ত রেখে বড়ো আকারে উন্নতি করুক। যদি সে কোনো পরিকল্পনা হাজির করে এবং তা আমার এবং আমার বন্ধু মোখিনের কাছে ভালো এবং সম্ভাবনাময় হয় তবে আমি খুশিমনে এক বৎসরের সঞ্চয় তার হাতে তুলে দিবো যাতে সে সফলতা অর্জনের প্রমাণ দেয়ার সুযোগ পায়।' তাই করুন, যদি তার মধ্যে সফল হওয়ার মতো ক্ষমতা থাকে, তবে সে তা প্রমাণ

BanglaBook.org

করবে। যদি সে ব্যর্থ হয়, তবে সে যা ফেরত দিতে পারবে না, তা আর কখনো চাইতে যাবে না।

'আমি একজন স্বর্ণের ঋণদাতা কারণ আমার ব্যবসায় ব্যবহারের চেয়ে বেশি স্বর্ণ আমার কাছে আছে। আমি চাই অতিরিক্ত স্বর্ণ অন্যের জন্য কাজ করুক এবং এভাবে আরো স্বর্ণ আয় করুক। কিন্তু স্বর্ণ হারানোর ঝুঁকি আমি নিতে চাই না কারণ এগুলো আমার প্রচুর পরিশ্রমে এবং আত্ম-বঞ্চনার মাধ্যমে জমা করা। তাই আমি আর কাউকে ঋণ দিতে চাই না যেখানে এর নিরাপত্তা এবং ফেরত পাওয়ার ব্যাপারে আমার আস্থার অভাব থাকে। আমি এমন কোথাও ঋণ দেই না যেখানকার আয় থেকে আমাকে সাথে সাথে পরিশোধ করবে বলে আমার মনে হয় না।

'রোদান, আমি আপনাকে টোকেন বাক্সের কতিপয় সিক্রেট বলেছি। এগুলো থেকে আপনি মানুষের দুর্বলতা এবং পরিশোধ করার উপায় না থাকা স্বত্ত্বেও তাদের ঋণ নেয়ার প্রতি আগ্রহ বুঝতে পারবেন। এগুলো থেকে বুঝবেন কত বেশি তারা উচ্চ আয়ের স্বপ্ন দেখে। যদি তারা সেই স্বর্ণ পেয়েও যায় তবুও তাদের উচ্চহারে আয় করার ক্ষমতা এবং প্রশিক্ষণের অভাবের জন্য তাদের স্বপ্ন যে মিথ্যা তাও বুঝতে পারে না।

'এখন রোদান, তোমার যে স্বর্ণ আছে তা দিয়ে তোমাকে আরো বেশি স্বর্ণ আয় করতে হবে। এমনকি তোমাকে আমার মতোই হয়ে যেতে হবে একজন স্বর্ণের ঋণদাতা। যদি আপনি তা নিরাপদে ব্যবহার করতে পারেন তবে তা অবাধে আপনাকে আয় এনে দিবে এবং তা হবে আনন্দের এক সমৃদ্ধ উৎস এবং এসব দিনে মুনাফা পেতে থাকবেন। যদি আপনি এগুলোকে পালিয়ে যেতে দেন তবে এই স্মৃতি যতদিন থাকবে ততদিন তা আপনার জন্য স্থায়ী দুঃখ ও পরিতাপের বিষয় হয়ে উঠবে।

'ওয়ালেটে থাকা এসব স্বর্ণের ব্যাপারে আপনার কি প্রত্যাশা?'

'এগুলোকে নিরাপদ রাখা।'

'বিজ্ঞের মতো উত্তর', ম্যাথন সম্মতি জানিয়ে উত্তর দিলেন, 'প্রথমত এগুলো নিরাপদে রাখতে হবে। চিন্তা করে দেখুন যদি এগুলো আপনার বোনের স্বামীর কাছে থাকে তবে তা কি সম্ভাব্য লোকসান থেকে আসলেই নিরাপদ থাকবে?'

'আমার ভয় হলো- থাকবে না। কারণ সে স্বর্ণগুলোর নিরাপত্তা দেয়ার মতো বিজ্ঞ নয়।'

BanglaBook.org

'তাহলে বাধ্যবাধকতার এমন বোকামী আবেগে নিজের সম্পদ দিয়ে এমন কাউকে বিশ্বাস করবেন না। আপনি যদি এরকম কোনো পরিবার বা কোনো বন্ধুকে সাহায্য করতে চান, তবে তা অন্য পন্থায় করুন। নিজের সম্পদের ঝুঁকি নিয়ে নয়। এসব অদক্ষদের নজর থেকে যে সম্পদ অপ্রত্যাশিতভাবে পালিয়ে যাবে তা কখনো ভুলে যাবেন না। অন্যদের দিয়ে তা হারিয়ে ফেলা এসব সম্পদকে অপব্যয় করে শেষ করে ফেলার মতো।

'নিরাপত্তার পর আপনার সম্পদ দিয়ে কি করতে চান?'

'এটি হলো আরো বেশি স্বর্ণ উপার্জন করা।'

'আবারো আপনি জ্ঞানীদের মতোই কথা বললেন। এটিকে দিয়ে বেশি বেশি উপার্জন করতে হবে এবং আরো সমৃদ্ধ হতে হবে। বিচক্ষণতার সাথে স্বর্ণ ধার দিতে পারলে আপনি বয়স বাড়ার সাথে সাথে তা এমনকি দ্বিগুণ হয়ে যেতে পারে। যদি আপনি তা হারিয়ে ফেলার ঝুঁকি নেন তবে এর সবগুলো তো হারিয়ে যাবে একই সাথে এর আয়গুলোও হারিয়ে যাবে।

'সেজন্যে প্রাকটিক্যাল না এমন লোকদের ফ্যান্টাস্টিক পরিকল্পনার খপ্পরে পড়বেন না। এরা স্বর্ণকে দিয়ে অস্বাভাবিক আয়ের কথা চিন্তা করে। এসব পরিকল্পনা হলো এমন স্বপ্নচারীদের সৃষ্টি যারা ব্যবসায়ের নিরাপদ এবং নির্ভরযোগ্য নীতির ব্যাপারে অদক্ষ। আয়ের ব্যাপারে প্রত্যাশা করতে রক্ষনশীল থাকুন যাতে আপনি নিজের সম্পদ ধরে রাখতে এবং উপভোগ করতে পারেন। গলাকাটা রিটার্ণের আশায় তা ভাড়া দেয়া লোকসানকে আমন্ত্রণ করার মতো।

'এমন কিছু সফল লোক এবং প্রতিষ্ঠান খুঁজে নিন যাদের দক্ষ ব্যবহারের মাধ্যমে আপনার সম্পদ আয় করতে থাকবে এবং তাদের প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞতায় এগুলো নিরাপদ থাকবে।'

'এভাবে যারা স্বর্ণ পেয়েও দুর্ভাগ্যের স্বীকার হয়েছে এমন লোকদের কাজ এড়িয়ে চলুন।'

যখন রোদান তার বিজ্ঞ পরামর্শের জন্য ধন্যবাদ দিতে গেলো তখন সে এসব না শুনে বলতে থাকলো, 'রাজার উপহার আপনাকে অনেক কিছু শেখাবে। এই পঞ্চাশটি স্বর্ণ রক্ষা করতে আপনাকে অনেক বিচক্ষণ হতে হবে। অনেক কিছু আপনাকে প্রলোভন দেখাবে। অনেক পরামর্শ দেয়া হবে। বিরাট

BanglaBook.org

মুনাফার অনেক সুযোগের দ্বার উন্মুক্ত করে দেখানো হবে। এক পিস স্বর্ণ কোথাও বিনিয়োগ করার আগে নিশ্চিত হতে হবে যে স্বর্ণটি নিরাপদে ফেরত পাওয়া যাবে। কখনো যদি আমার কোনো পরামর্শ দরকার হয়, সোজা চলে আসবেন। আমি খুশি হবো।

'আমার টোকেন বক্সের নিচে যা খোদাই করে রেখেছি তা পড়ুন। এটি ঋণদাতা এবং গ্রহীতা সবার জন্য :

একটি ছোট্ট সাবধানতা বড় বড় পরিতাপ থেকে অনেক ভালো

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

দ্যা ওয়াল অব ব্যাবিলন

বৃদ্ধ বানজার, এক সময়ের দূরদর্শী যোদ্ধা ব্যাবিলনের প্রাচীন ওয়ালের দিকে যে রাস্তাটা গিয়েছে, সে রাস্তায় দাঁড়িয়েছিলো। এর উপরে সাহসী যোদ্ধারা ওয়াল রক্ষার জন্য যুদ্ধ করে যাচ্ছিলো। বিরাট এই শহরের হাজার হাজার নাগরিকদের ভবিষ্যতে ঠিকে থাকা তাদের উপরেই নির্ভর করছে।

ওয়ালের উপর থেকে আসছিলো আক্রমণকারী আর্মিদের উল্লাস, সহস্র মানুষের আর্তচিৎকার, সহস্র ঘোড়ার হর্ষধ্বনি, ব্রোঞ্জের গেইটের উপর কানে তালি লাগানো হাতুড়ি পেটানোর শব্দ আসছিলো।

গেইটের পিছনে রাস্তায় বর্শাচালকরা সতর্ক অবস্থান নিয়ে দাঁড়িয়েছিলো। প্রবেশপথকে সুরক্ষার জন্য তারা সতর্কভাবে অবস্থান নিয়ে দাঁড়িয়েছিলো। এ কাজের জন্য প্রয়োজনের তুলনায় এদের সংখ্যা ছিলো কম। ব্যাবিলনের মূল সৈন্যরা ছিলো রাজার সাথে। পূর্বের দিকে তারা বেশ দূরে অবস্থান নিয়ে এলামাইটসদের সাথে বিরাট যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিলো। যখন শহরের উপর কোনো আক্রমণের আশংকা থাকে না তখন তাদের উপস্থিতি দেখা যায় না। প্রতিরক্ষার সৈন্যরা আসলে সংখ্যায় অল্প। অপ্রত্যাশিতভাবেই উত্তর দিক থেকে আসিরিয়ানদের সৈন্যরা ঝাঁপিয়ে পড়লো। এখন দেয়ালকে অবশ্যই রক্ষা করতে হবে, নতুবা ব্যাবিলন মৃত্যুপুরীতে পরিণত হয়ে যাবে।

বেনজার অন্যান্য নাগরিকদের মতোই শংকিত ছিলো। তার মুখ সাদা হয়ে গিয়েছিলো। সবসময়েই সে যুদ্ধের খবর নিতে ব্যস্ত ছিলো। তারা আহত ও নিহতদের দেখছিলো, তাদের বহন করে যাচ্ছিলো, পথচারীদের জায়গা করে দিচ্ছিলো।

আক্রমণের গুরুত্বপূর্ণ দিক এখানেই ছিলো। তিনদিন শহর অবরোধ করে রাখার পর আক্রমনকারিরা অতর্কিতে এই সেকশন এবং গেইটের উপর প্রবলবেগে আঘাত হানলো।

দেয়ালের উপর থেকে প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত সৈন্যরা দেয়াল বেয়ে উঠার প্লাটফর্ম এবং উপরে উঠার মই চড়া আক্রমণকারীদের উপর তীর ও জ্বালানী তেল ছুঁড়তে লাগলো। কেউ যদি উপরে উঠেও যায় তার উপর ছুঁড়তে

BanglaBook.org

লাগলো বর্শা। প্রতিরক্ষাকারীদের উপরও হাজার হাজার তীরন্দাজরা তীর ছুঁড়তে লাগলো।

বৃদ্ধ বেনজার যুদ্ধের খবর পাওয়ার সুবিধাজনক স্থানে ছিলো। যুদ্ধের সবচেয়ে কাছে সে অবস্থান নিয়ে যুদ্ধোন্মাদ আক্রমণকারীদেরকে প্রতিহত করার সংবাদগুলো প্রথমেই পেয়ে যাচ্ছিলো।

একজন বয়স্ক মার্চেন্ট তার কাছে এসে দাঁড়ালেন। উনার পক্ষাঘাতগ্রস্থ হাত কাঁপছিলো, 'আমাকে বলুন! আমাকে বলুন!' তিনি অনুরোধ করলেন। 'তারা ভেতরে ঢুকতে পারেনি। আমার ছেলে মহান রাজার সাথেই আছে। আমার বৃদ্ধ স্ত্রীর কাছে থাকার মতো কেউ নেই। আমার জিনিসপত্র সব চুরি হতে পারে। তারা আমাদের সব খাবার নিয়ে যেতে পারে। আমরা বৃদ্ধ, অতিশয় বৃদ্ধ। নিজেদের রক্ষা করার কোনো ক্ষমতাই আমাদের নেই-আমরা এতোই বৃদ্ধ। আমাদেরকে উপোস থাকতে হবে। আমাদেরকে মরে যেতে হবে। তারা যে ঢুকতে পারেনি, যে কথাটাই আমাকে শোনান।'

'শান্ত হোন, হে মহান মার্চেন্ট', গার্ড উত্তরে বললেন। ব্যাবিলনের দেয়াল খুবই মজবুত। দোকানে ফিরে গিয়ে আপনার স্ত্রীকে বলুন—এই দেয়াল আপনাদেরকে এবং আপনাদেরকে তেমনি রক্ষা করবে যেমনি তা রাজার বিশাল সম্পদকে রক্ষা করবে। দেয়ালের কাছে থাকুন, না হলে উড়ে আসা তীর আপনাকে আঘাত করবে।'

বাহু দিয়ে শিশুকে ধরে রাখা একজন মহিলা সরে যাওয়া বৃদ্ধ লোকের স্থান নিয়ে বললেন, 'সার্জেন্ট, উপরের দিকের খবর কি? আমাকে বলুন যাতে আমার দরিদ্র স্বামীকে নিশ্চিত করতে পারি। তার ভয়ংকর আঘাতের ফলে জ্বর এসেছে, সে শুয়ে আছে। তারপরও সে তার বাহু এবং বর্শা দিয়ে এই শিশু ও আমাকে নিরাপত্তা দেয়ার চিন্তা করে যাচ্ছে। সে বলছে, আমাদের শত্রুদের প্রতিহিংসা হবে খুবই ভয়ংকর, যদি তারা একবার ভেতরে ঢুকতে পারে।'

'আপনার মনকে শক্ত রাখুন, আপনি একজন মা এবং আবারো মা হবেন। ব্যাবিলনের দেয়াল আপনাকে এবং আপনার শিশুদেরকে রক্ষা করবে। এই দেয়াল বেশ শক্ত এবং উঁচু। আমাদেরকে বিজয়ের সৈন্যদের উল্লাস শুনছেন না, তারা পুড়িয়ে মারার জ্বালানী এর ড্রামগুলো মই বেয়ে উপরে উঠতে থাকা সৈন্যদের উপর ঢালছে?'

BanglaBook.org

'হ্যাঁ, তাইতো শুনছি। আর শুনছি আমাদের গেইটে চালানো হাতুড়ির তীব্র আঘাত।'

'আপনার স্বামীর কাছে ফিরে গিয়ে বলুন, আমাদের গেইট খুবই মজবুত এবং এসব হাতুড়ির আঘাত মোকাবেলা করতে খুবই সক্ষম। মই বেয়ে যারা উপরে উঠবে তাদের উপর বর্শা ছোড়া হবে। আপনার পথ দেখে দেখে হাঁটুন এবং দ্রুত নিজের বিল্ডিং-এ ফিরে যান।'

বানজার ভারী অস্ত্রে সজ্জিত সৈন্যদের পদচারণার জন্য রাস্তা খালি করে দিতে একটু সরে দাঁড়ালো। ঠন ঠন করা ব্রোঞ্জের সিল্ড পরে দীপ্ত পদচারণার তারা মার্চ করে এগিয়ে গেলো। একটি ছোট মেয়ে তার কোমরের বিছা দুলিয়ে দুলিয়ে সামনে চলছিলো।

'দয়া করে আমাকে বলুন, হে সৈন্য, আমরা কি নিরাপদ? তিনি অনুরোধ করলেন। 'আমি কষ্টকর আওয়াজ শুনছি। রক্তাক্ত মানুষদের দেখছি। খুবই ভয় পেয়ে গেছি। ভাবছি, আমাদের পরিবার, আমার মা, ছোটভাই এবং এই শিশু এদের কি হবে?'

বৃদ্ধ সৈনিক চোখ মিট মিট করলেন, সামনে এগিয়ে গিয়ে শিশুকে ধরলেন।

'ছোট্ট সোনা, ভয় পেয়ো না', তিনি নিশ্চয়তা দিলেন, 'ব্যাবিলনের দেয়াল আপনাকে, আপনার মা, ছোট ভাই এবং এই শিশু রক্ষা করবে। মহান রানী সেমিরামিস যেমন হাজার বছর আগে এরকম দেয়াল নির্মাণ করেছিলেন, তেমনি এই দেয়ালও আমাদেরকে নিরাপত্তার জন্য নির্মিত হয়েছে। এটি কখনো ভাঙবে না। ফিরে যান এবং আপনার মা, ছোট ভাই এবং শিশুটিকে বলুন, এই দেয়াল তাদের সবাইকে সুরক্ষা দেবে। তাদের ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই।'

দিনের পর দিন বৃদ্ধ বেনজার তার স্থানে দাঁড়িয়ে থেকে দেখে এই পথে সৈন্যদের প্রতিরক্ষা ক্রমশই বেড়ে চলছে। তারা ঠিকে থাকছে এবং আহত বা নিহত হওয়ার আগ পর্যন্ত যুদ্ধ করেই যাচ্ছে। তার চারপাশে অবিরাম ভয়ার্ত নাগরিকেরা জড়ো হয়ে জানতে চাচ্ছে, দেয়ালটি কি শেষমেষ তাদেরকে রক্ষা করতে পারছে?'

তিন সপ্তাহ, পাঁচদিন ধরেই এই আক্রমণ চলতে থাকলো এবং যুদ্ধের তীব্রতা বেড়েই চললো। বেনজারের চোয়াল শক্ত হয়ে উঠছিলো যখন রাস্তায় আহত সৈন্যদের রক্ত ভেসে যাচ্ছিলো এবং এই রক্ত অবিরাম জনস্রোতের পায়ের

BanglaBook.org

তলায় পিস্ট হয়ে মাটিতে মিশে যাচ্ছিলো। প্রতি দিন আক্রমণকারীদের মধ্য থেকে নিহতদের মৃতদেহ দেয়ালের পাশে স্তূপাকারে জমছিলো এবং তাদের সহযোদ্ধারা এই মৃতদেহগুলোর সৎকার করে যাচ্ছিলো।

চতুর্থ সপ্তাহের পঞ্চম রাতেও গোলমাল কমলো না। দিনের প্রথম প্রহরে মাটি উড়তে থাকলো, পিছিয়ে যাওয়া সৈন্যের পদচারনায় ধুলাবালি উড়ে মেঘের মতো অন্ধকার হয়ে গেলো।

প্রতিরক্ষাকারীদের একটি বিরাট উল্লাস শোনা গেলো। এর অর্থ বুঝিতে কারো কোনো অসুবিধা হলো না। দেয়ালের পিছনের সৈন্যরা এই উল্লাসের প্রতিধ্বনি করতে থাকলো। রাস্তার নাগরিকরাও তার প্রতিধ্বনি করতে থাকলো, সারা শহরে তা ঝড়ের মতো প্রবাহিত হলো।

মানুষ ঘর থেকে বের হয়ে আসল। রাস্তায় জনতার জন্য জ্যাম লেগে গেলো। কয়েক সপ্তাহের ভয় বন্য উল্লাসের মধ্যে দিয়ে বের জয়ে যেতে চাইলো। বেলের মন্দিরের সুউচ্চ টাওয়ার থেকে জয়ের আলো প্রজ্জ্বলিত হলো। এই বার্তাকে এদিক সেদিক ছড়িয়ে দিতে নীল ধুয়া আকাশের দিকে উড়তে থাকলো।

ব্যাবিলনের দেয়াল আরো একবার শক্তিশালী এবং দুষ্ট শত্রুকে ফিরিয়ে দিলো যারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলো এর সম্পদ লুট করে নিতে এবং এর নাগরিকদের লাঞ্ছিত করে দাসে পরিণত করতে।

শতাব্দির পর শতাব্দি ব্যাবিলন ঠিকে থাকলো কারণ তা ছিলো সম্পূর্ণ সংরক্ষিত। এতে অন্যকিছু হওয়ার ছিলো না।

ব্যাবিলনের দেয়াল ছিলো প্রতিরক্ষার জন্য মানুষের চাহিদা ও আকাঙ্খার এক ব্যতিক্রমী উদাহরণ। মানবজাতির মধ্যেই এই আকাঙ্খা বিদ্যমান। এটি আগে সে রকম শক্ত ছিলো আজো সে রকম শক্ত, কিন্তু আমরা আরো বড়ো এবং উন্নত পরিকল্পনা নিয়েছি যাতে একই উদ্দেশ্য পূরণ হয়।

আজকের এই দিনে দুর্ভেদ্য এই দেয়ালের পিছনে থাকে ইন্স্যুরেন্স, সেভিংস একাউন্ট এবং নির্ভরযোগ্য বিনিয়োগ। আমরা এই অপ্রত্যাশিত ট্র্যাজেডি যা যে কোনো দরজা বা আগুনের পাশের যে কোনো সিট দিয়ে প্রবেশ করতে পারে তা থেকে থেকে নিজেদের সুরক্ষা দিতে পারি।

আমরা পর্যাপ্ত সুরক্ষা ছাড়া নিজেদের ব্যয়ভার বহন করতে পারি না।

BanglaBook.org

ব্যাবিলনের উট বিক্রেতা

কেউ যত বেশি ক্ষুধার্ত হয়, তার মাথা ততো বেশি সূক্ষ্ম চিন্তা করতে পারে- এবং খাবারের গন্ধে তা ততো বেশি সেন্সিটিভ হয়ে উঠে।

আজোরের ছেলে তারকাদ তাই ভাবছিলো। গত দু'দিনে সে কোনো খাবারের গন্ধ পায়নি। শুধুমাত্র বাগানের দেয়ালের উপর থেকে মাত্র দুটো ফল পেয়েছিলো। আরেকটি পাওয়ার আগেই রেগে উঠা মহিলা তার দিকে তেড়ে আসলো এবং তাকে রাস্তায় ধাওয়া করলো। তার চিৎকার এখনো কানে ভাসছে। যদিও সে এখন একটি বাজারের মধ্যে দিয়ে হাঁটছিলো। এই শব্দ তার ক্লান্ত আঙ্গুলগুলোকে মহিলাদের ঝুড়ি থেকে মজাদার খাবার চুরি করা থেকে বিরত রাখছিলো।

এর আগে কখনো সে উপলব্ধি করতে পারেনি যে কত বেশি খাবার ব্যাবিলনের বাজারে আসে আর তার গন্ধ কত ভালো। সে সরাইখানার দিকে হেঁটে গেলো এবং রান্নাঘরের সামনে এদিক সেদিক হাঁটাহাঁটি করতে লাগলো। হয়তো এখানে পরিচিত কারো সাথে দেখা হয়ে যেতে পারে। কারো কাছ থেকে সে একটি কপার ধার করতে পারে, যার মাধ্যমে অবশ্যসুলভ আচরণের সরাইখানার রক্ষক মুখের একটি হাসিও সে পেতে পারে। এটি তাকে বেশ সাহায্য করতে পারে। এই কপারটি ছাড়া সে জানে সবার কাছে কত বেশি তাকে অবাঞ্ছিত হতে হয়।

সে যখন এসব নিয়ে ভাবছিলো, তখনই মুখোমুখি হয়ে গেলো এমন একজনের সাথে, যাকে সে আশা করেনি। সে যাকে খুবই এড়িয়ে যেতে চেয়েছিলো-উট বিক্রেতা লম্বা, হাড় সর্বস্ব চেহারার দেবাছির। যেসব বন্ধুদের কাছ থেকে সে ছোট ছোট অংকের ঋণ নিয়েছিলো, তাদের মধ্য থেকে দেবাছিরের সামনে সে বেশ অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে কারণ অঙ্গীকার অনুযায়ী ওর পাওনা সে পরিশোধ করতে পারেনি।

তাকে দেখে দেবাছিরের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। 'আ! তারকাদ, আমি এই মুহূর্তে আমি তাকেই খুঁজছিলাম। একমাস আগে তাকে দুটো কপার ধার দিয়েছিলাম, সেটি ফেরত পাওয়ার জন্যে। এছাড়াও এর আগে আমি তাকে একটি সিলভার ধার দিয়েছিলাম। ভালোই আমাদের দেখা হয়ে গেলো। আজ এই কয়েনের আমার খুব দরকার। কি বলো তুমি? কি বলো?'

BanglaBook.org

তারকাদ তোতলাতে থাকলো। তার মুখ লাল হয়ে উঠলো। খালি পেটে কিছুই না থাকলে স্পষ্টভাষী দেবাছিরকে যুক্তি দিয়ে বুঝানো যায় না। 'আমি দুঃখিত, খুবই দুঃখিত', সে দুর্বল ও অস্পষ্টভাবে বলতে থাকলো, 'আজ আমার কাছে কপার বা সিলভার কিছুই নাই তোমাকে পরিশোধ করার মতো।'

'তাহলে বুঝো', দেবাছির দৃঢ়ভাবে বললো, 'যখন তোমার প্রয়োজন ছিলো তখন তোমাকে সাহায্য করতে আসা তোমার বাবার এই বন্ধুর বদান্যতায় দেয়া ধার পরিশোধ করার জন্য কি তোমার হাতে কিছু কপার এবং সিলভার কি একেবারে আসেনি?'

'দুর্ভাগ্য আমার সঙ্গী হওয়াতে আমি পরিশোধ করতে পারছি না।'

'মন্দ ভাগ্য! তোমার দুর্বলতার জন্য দেবতাকে দোষারোপ করতে যেও না। মন্দ ভাগ্য তাদেরকেই বেশি কাবু করে ফেলে যারা পরিশোধ করার কথা ভাবে না বেশি করে ভাবে আরো ঋণ নিতে। আমি এখন খাব, আমার সাথে এসো। আমি এখন ক্ষুধার্ত। খেতে খেতে আমি তোমাকে একটি গল্প বলবো।'

দেবাছিরের নিষ্ঠুর আন্তরিকতায় তারকাদ শিউরে উঠলো। কিন্তু তারপরো একটি আমন্ত্রণ পাওয়া গেলো ইস্পিত খাবার ঘরের দরজায় যাওয়ার।

দেবাছির তাকে ঘরের দূরের এক কর্ণারের দিকে ঠেলে দিলেন। তারা ছোট্ট কার্পেটের উপর বসলো।

ইনের মালিক কৌসকর যখন হেসে হেসে তাদের দিকে এগুলেন, তাদের তার স্বাভাবিক স্বাধীনতা নিয়ে তাকে বললেন, 'এই ডেজার্টের মোটা টিকটিকি, আমার জন্য জুস দিয়ে ব্রাউন করা ছাগলের একটি পা, ব্রেড এবং সব ধরনের ভেজিটেবল আনেন কারণ আমি খুব ক্ষুধার্ত। আমার অনেক বেশি খাবার দরকার। ভুলে যাবেন না, আমার বন্ধু আমার সাথে আছে। তার জন্য এক জগ পানি নিয়ে আসেন। দিনটা বেশ গরম তাই তা ঠান্ডা যাতে হয়।'

তারকাদের আত্মা কেঁপে উঠলো। তাকে বসতে হচ্ছে এবং এক গ্লাস পানি খেতে হবে যখন তাকে দেখতে হবে একজন মানুষ তার সামনেই বসে ছাগলের ঠ্যাংগ খাচ্ছে? সে কিছুই বললো না। সে ভাবলো তার কিছুই বলা ঠিক হবে না।

BanglaBook.org

দেবাছির যদিও নীরবতা, হাসা এবং অন্য কাস্টমারের দিকে হাত নেড়ে অভিবাদন জানানোর তেমন কিছু জানতো না। কাস্টমারদের সবাই তাকে চিনতো, সে বলতে থাকলো,

'উরফা থেকে মাত্র ফিরে আসা একজন ট্রাভেলার এর কাছ থেকে জানলাম একজন ধনী লোকের কথা-যার কাছে একটি পাথর ছিলো। পাথরটি এমনভাবে কাটা যাতে যে কেউ এর মধ্যে তার চেহারা দেখতে পারে। সে তার বাড়ির জানালায় তা রাখতে যাতে বৃষ্টির পানি না ঢুকে। ট্রাভেলার উল্লেখ করলেন যে পাথরটি হলুদ। ট্রাভেলার পাথরটি দেখার অনুমতি পেয়েছিলেন। বাহিরের সব কিছু অদ্ভুত লাগছিলো এবং প্রতিটি জিনিসকে অন্যরকম দেখাচ্ছিলো। তুমি কি বলো, তারকাদ? ভেবে দেখো সারাবিশ্ব প্রতিটি মানুষকে অন্যভাবে রঙ্গে দেখে থাকে। যেভাবে তা আছে সেভাবে নয়?

'আসলেই', দেবাছিরের সামনে থাকা ছাগলের ঠ্যাঙের প্রতিই বেশি মনোযোগ রেখে যুবক উত্তরে বললো।'

'ভালো, আমি জানি এটি সত্যি কারণ আমি নিজে পৃথিবীকে ভিন্ন রঙে দেখে থাকি। আসলে যেরকম আছে সেরকম নয় এবং যে গল্প আমি তোমাকে বলতে যাচ্ছি তা হলো কিভাবে আমি সেটাকে আর একবার সঠিক রঙে দেখতে পারি তা নিয়ে।'

'দেবাছির গল্প বলছে', পাশে ডিনার করা একজন অন্যজনের কানে কানে বললো এবং তাদের কার্পেটকে কাছে নিয়ে গেলো। ডিনার করতে আসা অন্যরা তাদের খাবার ঠেনে নিয়ে এসে অর্ধবৃত্তাকারে বসলো। তারা তারকাদের কানের কাছে কড় কড় শব্দ করে তাকে একপাশে ঠেলে দিলো। সেই একমাত্র ব্যক্তি যার সামনে কোনো খাবার ছিলো না। দেবাছির তাকে খাবার শেয়ার করার কথা বললোই না। এমনকি ভেঙে যাওয়া তার শক্ত ব্রেডেরও একটি ছোট অংশ দিলো না, যা তার প্লেট থেকে মেঝে পড়ে গেলো।

'যে গল্পটি আমি বলতে চাই', দেবাছির শুরু করলো, ছাগলের পায়ে একটি কামড় দেয়ার জন্য থামলো, 'আমার জীবনের শুরুর সাথে এবং কিভাবে আমি উটের ব্যবসায়ী হলাম, তার সাথে জড়িত। কেউ কি জানে আমি একসময়ে সিরিয়ার একজন দাস ছিলাম?'

BanglaBook.org

দর্শকদের যারা দেবাছিসের কথা সন্তুষ্টচিত্তে শুনছিলো, তাদের মধ্যে এক বিস্ময়ের গুঞ্জন বয়ে গেলো।

'যখন আমি একজন তরুণ ছিলাম', ছাগলের ঠ্যাংগে আরেকটি কামড় দিয়ে বলতে থাকলো, 'আমি বাবার কাজটি শিখে নিলাম, সেডেল তৈরি করার কাজ। আমি তার দোকানে কাজ করতাম, বিয়ে করলাম। যেহেতু তরুণ ছিলাম এবং কাজেও তেমন দক্ষ হয়ে উঠতে পারিনি, সেহেতু আমার আয় ছিলো অতি অল্প- যা দিয়ে শুধুমাত্র আমার স্ত্রী কোনোমতে ভদ্রভাবে চলতে পারতো। অনেক ভালো ভালো জিনিস আমি পেতে চাইতাম কিন্তু সেসব কেনার আমার সাধ্য ছিলো না। শীঘ্রই আমি বুঝিতে পারলাম, এখনই এসব জিনিসের মূল্য পরিশোধ করতে না পারলেও দোকানদাররা আমাক ধারে পণ্য সরবরাহ করবে।

'বয়সে তরুণ এবং অনভিজ্ঞ আমি বুঝতে পারিনি যে আয়ের অধিক ব্যয় করতে যাওয়া অপ্রয়োজনীয় ব্যয়ের দিকে ধাবিত করে যার পরিণামে সমস্যা এবং অপমানের কষাতলে বলি হতে হয়। তাই আমাকে দামী কাপড়চোপড় এবং বউয়ের ও বাড়ির জন্য বিলাসসামগ্রির নেশায় পেয়ে গেলো। যেগুলো আমার সাধ্যের বাহিরে ছিলো।

'যা পারতাম , তা পরিশোধ করতাম। এভাবে কিছুদিন ভালো কাটলো। কিন্তু কিছুদিন পরেই বুঝলাম আমি বেঁচে থাকতে এবং ঋণ পরিশোধে অক্ষম হয়ে গেছি। পাওনাদাররা পাওনা টাকা পরিশোধের জন্য চাপ দিতে থাকলো এবং আমার জীবন দুর্বিষহ হয়ে পড়লো। বন্ধুদের কাছ থেকে ঋণ করলাম, কিন্তু তাদেরকে পরিশোধ করতে পারছিলাম না। সবকিছু খারাপ থেকে আরো খারাপ হতে থাকলো। আমার স্ত্রী তার বাপের বাড়ি চলে গেলো এবং আমি সিদ্ধান্ত নিলাম ব্যাবিলন ছেড়ে অন্যত্র চলে যাবো যেখানে একজন যুবকের ভালো জীবনযাপনের সুযোগ আছে।

'ক্যারাভান ব্যবসায়িদের সাথে দুবছর আমি অবিরাম পরিশ্রমের ব্যর্থ জীবন পরিচালনা করলাম। এখান থেকে আমি ভিড়লাম ডাকাতদের সাথে যারা নিরস্ত্র ক্যারাভানদের সব লুট করতো। এমন একজন বাবার সন্তানের জন্য এ কাজ মোটেই উচিত ছিলো না। কিন্তু আমি দুনিয়াকে রঙিন পাথরের মধ্যে দিয়ে দেখতাম এবং বুঝতে পারিনি আমার কতটুকু অধঃপতন হয়েছে।

'আমাদের প্রথম ট্রিপে সফলতা এলো। অনেক স্বর্ণ সিল্ক এবং মূল্যবান জিনিসপত্র আমরা ডাকাতি করলাম।

BanglaBook.org

'দ্বিতীয়বার আমরা এতো ভাগ্যবান ছিলাম না। জিনিসপত্র লুট করার পরই আমরা একজন স্থানীয় প্রধানের বর্শাচালকদের আক্রমণে পড়লাম যাকে আসলে নিরাপত্তার জন্য নিয়োগ করা হয়েছিলো। আমাদের দুজন নেতা মারা পড়লো। বাকিরা পালিয়ে ডামাস্কাসে গেলাম যেখানে আমাদের স্ট্রাইপড পোশাক আশাকের জন্য দাস হিসেবে বিক্রি হয়ে গেলাম।

'সিরিয়ার মরুভূমির একজন প্রধান মাত্র দুই পিস সিলভারের বিনিময়ে আমাকে কিনে নিলেন। ছোট করে চুল কাটা এবং লেঙটি পরা আমাকে ওদের থেকে খুব আলাদা লাগছিলো না। যতক্ষণ না আমার মনিব তার চারজন স্ত্রীর সামনে আমাকে নিয়ে গেলেন ততক্ষণ আমার বাধাবিহীন যৌবনের জন্য এটিকে এক এডভেঞ্চার মনে হচ্ছিল। তিনি তার স্ত্রীদের বললেন তারা আমাকে খোঁজা হিসেবে পেতে পারে।

'তখন আমার অবস্থা থেকে উত্তরণের যে কোনো পথ খোলা নেই তা বুঝতে পারলাম। মরুভূমির এই লোকগুলো ছিলো হিংস্র এবং যুদ্ধবাজ। আমি অস্ত্র ছাড়াই তাদের খেয়াল খুশির অধীন হয়ে গেলাম এবং পালাবার কোনো পথ আর খোলা রইলো না।

'ভয়ে ভয়ে আমি দাঁড়িয়ে থাকলাম, চারজন মহিলা আমাকে পর্যবেক্ষণ করছিলো। অবাক হতাম তাদের কাছ থেকে কোন দয়া পেলে। প্রথম স্ত্রী, সিরা বয়সে অন্যদের চেয়ে বড়ো। তিনি আমার দিকে ভাবলেশহীনভাবে তাকালেন। সামান্য সান্ত্বনা নিয়ে তার কাছ থেকে বাঁচা গেলো। দ্বিতীয়জন ছিলেন উদ্ধত সুন্দরী তিনি আমার দিকে এমনভাবে তাকালেন যেন আমি পৃথিবীর এক কীট। কমবয়সী দুজন এমনভাবে titter করলেন যাতে মনে হলো এটি একটি উত্তেজনাকর জোক।

'মনে হলো এক যুগ চলে গেছে আমি একটি বাক্য শোনার জন্য দাঁড়িয়ে আছি। প্রত্যেকে মহিলা মনে হলো চায় যে অন্যকেউ সিদ্ধান্ত নিক। সবশেষে সিরা শান্তভাবে বলতে লাগলেন,

'খোজাদের ব্যাপারে, আমাদের অনেক আছে। কিন্তু উট চালক হিসেবে আমাদের খুব কম লোক আছে এবং যারা আছে তারা মোটেই ভালো না। আজই আমার অসুস্থ মাকে দেখতে যাওয়ার দরকার ছিলো। কিন্তু একজনও দাস ছিলো না যাকে উট চালনায় বিশ্বাস করা যায়। এই দাসকে জিজ্ঞেস করে দেখ, সে কি উট চালাতে পারবে?

'আমার মনিব জিজ্ঞেস করলেন, তুমি উট সম্পর্কে জানো?'

BanglaBook.org

'আমার আগ্রহ লুকাতে চেষ্টা করে, উত্তরে বললাম, 'আমি তাদের হাঁটু গেড়ে বসাতে পারি, মালপত্র বোঝাই করতে পারি, দুরযাত্রায় কান্ত না হয়ে ওদের পরিচালনা করতে পারি, প্রয়োজনে তাদের সাজ মেরামত করতে পারি।'

'দাসটি বেশ সরাসরি কথা বলে', আমার মনিব দেখলেন, 'সিরা তোমার সে রকম দরকার হলে ওকে উটের চালক হিসেবে নিতে পারো।'

'তাই আমাকে সিরার কাছেই হস্তান্তর করা হলো। ওইদিনই তাকে নিয়ে অনেক দূরের যাত্রায় উট চালিয়ে তার অসুস্থ মাকে দেখাতে নিয়ে গেলাম। রাস্তার মাঝামাঝি এসে আমি তাকে ধন্যবাদ দিলাম এবং জানালাম জন্মগতভাবে আমি দাস না। আমি একজন মুক্ত মানুষের পুত্র, যিনি ব্যাবিলনের স্যাডল-মেকার ছিলেন। আমি তাকে আমার কাহিনী শোনালাম। তার মন্তব্য আমাকে অপ্রতিভ করে তুলে এবং তিনি যা বললেন তা নিয়ে আমি পরে অনেক ভাবলাম।

'আমি তোমাকে কিভাবে একজন মুক্ত মানুষ ভাববো যেখানে তোমার কর্মই তোমাকে এ পর্যায়ে নিয়ে এসেছে? একজন মানুষের আত্মার মধ্যে যদি দাসের জীবাণু থাকে তবে যেখানেই তার জন্ম হউক না কেনো, যে কি তাই হবে না? অন্য একজন মানুষের আত্মায় যদি মুক্ত মানুষের চেতনা থাকে তবে সে কি তার শহরে একজন সম্মানিত এবং শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি হবে না, তার দুর্ভাগ্য যাই হউক না কেন?'

'এক বৎসরের বেশি সময়ে আমি একজন দাস ছিলাম এবং দাসদের সাথেই থাকতাম, কিন্তু আমি তাদের একজন হতে পারিনি। একজন সিরা আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'বিকেলবেলা যখন অন্য দাসেরা নিজেদের মধ্যে মেলামেশা এবং আনন্দ উপভোগ করে তখন তুমি কেন একাকী তাবুতে বসে থাকো?'

'আমি উত্তরে বললাম, 'আপনি যা বলেছেন আমি তাই ভাবতে থাকি। আমি বিস্মিত হয়ে দেখি যদি আমার দাসদের আত্মা থাকতো তবে তাদের সাথে যোগ দিতাম, তাই আমি আলাদা বসে থাকি।'

'আমাকে একা থাকতে হয়', তিনি বিশ্বাস করেই বলে ফেললেন, 'আমার যৌতুক ছিলো খুব বড় আর সেজন্য আমার মনিব আমাকে বিয়ে করেন। এখনো তিনি আমাকে চান না। প্রতিটি মেয়ে চায় তার স্বামী তাকে প্রত্যাশা করুক। এ কারনে এবং যেহেতু আমি বন্ধ্যা, আমার কোনো ছেলে বা মেয়ে নাই, সে কারণে আমি একা বসে থাকি। আমার এরকম একজন দাস হওয়ার

BanglaBook.org

চেয়ে মরে যাওয়াই ভালো কিন্তু আমাদের গোত্রের রীতি মেয়েদেরকে দাস বানিয়ে রেখেছে।'

'এ মুহূর্তে আপনি আমার সম্পর্কে কি ভাবছেন?' আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'আমার মধ্যে কি দাসের আত্মা আছে নাকি আছে একজন মুক্ত মানুষের?'

'তোমার কি ব্যাবিলনের ঋণ পরিশোধ করার আকাঙ্খা আছে?' তিনি তা এড়িয়ে গেলেন।

'হ্যাঁ আমার এই আকাঙ্খা আছে কিন্তু কোনো উপায় নেই।'

'যদি তুমি বছরগুলোকে চলে যেতে দাও এবং পরিশোধ করার কোনো চেষ্টা না করো, তবে তোমার মধ্যে দাসের ঘৃণিত আত্মা কাজ করছে বুঝতে হবে। কোনো মানুষই মানুষ না যদি না সে নিজেকে সম্মান করতে জানে এবং কোনো মানুষই নিজেকে সম্মান করতে পারে না যদি না সে নিজের ঋণ পরিশোধ করে।'

'সিরিয়ার একজন দাস কি আর করতে পারে?'

'সিরিয়ার একজন দাস হিসেবেই থাকো, তুমি একজন দুর্বলচিত্তের মানুষ।'

'আমি দুর্বলচিত্তের লোক নই' আমি তীব্র প্রতিবাদ করলাম।

'তাহলে প্রমাণ করো'

'কিভাবে'

'রাজা কি তার শত্রুর সাথে প্রতিটি সম্ভাব্য পন্থায় এবং প্রতিটি শক্তি কাজে লাগিয়ে কি যুদ্ধ করে না? ঋণ হলো তোমার শত্রু। এগুলো তোমাকে ব্যাবিলন থেকে বের করে দিয়েছে। তুমি তাদেরকে একা রেখে এসেছো এবং ওরা বেশ শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। একজন মানুষ হিসেবে তোমাকে ওদের সাথে যুদ্ধ করতে হবে। তোমাকে ওদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করতে হবে এবং শহরের মধ্যে একজন সম্মানিত ব্যক্তি হতে হবে। কিন্তু যতক্ষণ তুমি সিরিয়ার একজন দাস হিসেবে থাকবে ততক্ষণ ওদের সাথে যুদ্ধ করার মতো তোমার আত্মা এবং হারানো গৌরব খুঁজে পাওয়ার কোনো শক্তি তোমার থাকবে না।

'আমি তার নিষ্ঠুর দোষারোপ ও রক্ষণাত্মক বাক্যাংশ নিয়ে অনেক ভাবলাম, যেগুলো দিয়ে আমি যে আন্তরিকভাবে একজন দাস না তার প্রমাণ দিতে চাইলাম, কিন্তু তা করার কোনো সুযোগই পেলাম না। তিনদিন পরে সিরার দাসী আমাকে তার মিস্ট্রেস-এর কাছে নিয়ে গেলো।

BanglaBook.org

'আমার মা আবার খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছেন', তিনি বললেন, 'আমার স্বামীর উটের পাল থেকে দুটো ভালো উটে জিন পরাও। দূরের যাত্রার জন্য পানির ব্যাগ এবং জিনব্যাগ জুড়ে দাও। এই চাকরানী তোমাকে খাবার দিবে। আমি উট ভালোভাবে প্রস্তুত করে ভাবলাম চাকরানী আমাকে এতো খাবার দিলো কেন যেখানে তার মায়ের বাড়ি একদিনের কম সময়ের যাত্রা। চাকরানী পিছনের উটে চড়ে বসলো, আমি আমার মিস্ট্রেসকে নিয়ে সামনের উটে বসলাম। যখন আমরা তার মায়ের বাড়ি পৌঁছলাম তখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে। সিরা চাকরানীকে ছেড়ে দিয়ে আমাকে বললেন :

'তোমার মধ্যে কি একজন মুক্ত মানুষের আত্মা রয়েছে নাকি একজন দাসের?'

'একজন মুক্ত মানুষের', আমি জোর দিয়ে বললাম।

'এখন তোমার সুযোগ তা প্রমাণ করার। তোমার মনিব গভীরভাবে নেশাগ্রস্থ, তার প্রধানরাও চেতনাহীন অবস্থায় আছে। এই উটগুলো নিয়ে পালিয়ে যাও। এই ব্যাগে তোমার মনিবের কাপড় আছে যা পরে তুমি ছদ্মবেশ নাও। আমি বলবো, তুমি ঘোড়া চুরি করে পালিয়ে গেছো যখন আমি অসুস্থ মাকে দেখতে এসেছিলাম।'

'আপনার মধ্যে একজন রানীর আত্মা আছে', আমি তাকে বললাম, 'আমি যদি আপনাকে সুখি করতে পারতাম।'

'সুখ', তিনি উত্তরে বললেন, 'তার জন্য অপেক্ষা করে না যে স্ত্রী দূরের জায়গায় অচেনা মানুষের মধ্যে সুখ খুঁজে। নিজের পথে চলো। মরুভূমির দেবতা হয়তো তোমাকে সুরক্ষা দেবে কারণ তোমার গন্তব্য অনেক দূর এবং পথ খাবার ও পানিশূন্য।'

'তাকে আর অনুরোধ জানানোর দরকার ছিলো না। উষ্ণ ধন্যবাদ দিয়ে রাতের মধ্যে বের হয়ে পড়লাম। এই অদ্ভুত দেশ আমি চিনতাম না। ব্যাবিলনের রাস্তা সম্পর্কে ক্ষীণ আইডিয়া ছিলো, কিন্তু সাহাসীকতার সাথে মরুভূমি অতিক্রম করে পাহাড়ের দিকে এগিয়ে গেলাম। একটি উটে আমি চড়লাম এবং অন্যটিকে পরিচালনা করে এগুচ্ছিলাম। সারা রাত আমি ভ্রমণ করলাম এবং পরের সারাদিন মনিবের সম্পদ নিয়ে পালিয়ে যাওয়া দাসের ভাগ্যে কি ঘটে তা ভাবতে থাকলাম।

BanglaBook.org

'সেদিন অপরাহ্নে এক কঠিন দেশে পৌঁছলাম যা মরুভূমির মতোই বসবাসের অযোগ্য। ধারালো পাথর আমার উটের পা ক্ষত করলো এবং ওরা আস্তে আস্তে করে ব্যথাযুক্ত পা নিয়ে হাঁটতে থাকলো। না কোনো মানুষ, না কোনো প্রাণীর দেখা মিললো। বুঝলাম এই আতিথ্যবিমুখ দেশ থেকে তারা সবাই পালিয়েছে।

'এরকম যাত্রায় খুব কম লোকই বেঁচে থেকে তার গল্প বলতে পারে। দিনের পর দিন আমরা টেনে হিঁচড়ে এগিয়েছি। খাবার ও পানিয় শেষ হয়ে গিয়েছে। সূর্যের তেজের মধ্যে দয়ামায়ার কোনো চিহ্ন ছিলো না। নবম দিনের শেষে আমি উটের পিট থেকে নেমে বুঝলাম যে আমি খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছি এবং এই পরিত্যক্ত দেশে হারিয়ে গিয়ে নিশ্চিতভাবে আমি মারা যাচ্ছি।

'মাটির উপরেই আমি শুয়ে পড়েই ঘুমিয়ে পড়লাম। পরের দিনের সূর্যালোকের আগে আর জাগলাম না।

'আমি উঠে বসে নিজের দিকে তাকালাম। ভোরের বাতাসে ঠান্ডা ঠান্ডা ভাব ছিলো। অনতিদূরে আমার উটগুলো মনমরা হয়ে শুয়েছিলো। এটি ছিলো বিরাট এক দেশ, পাথর, শিলা, বালু ও কাঁটাতে পরিপূর্ণ। মানুষ বা উটের খাবারের জন্য পানির কোনো চিহ্ন ছিলো না।

'আমার শেষে কি এরকম এক শান্তিপূর্ণ পরিবেশ থাকবে? আমার মন আগে থেকে অনেক বেশি পরিষ্কার এবং স্বচ্ছ হয়ে উঠলো। আমার শরীরের গুরুত্ব খুব বেশি কমে গেলো। আমার শুষ্ক এবং রক্তাক্ত ঠোঁট, শুষ্ক এবং ফুলে যাওয়া জিহবা, খালি পেট সবই আগের দিনের নিদারুণ যন্ত্রণা অনুভব করতে পারছে না।

'আমি অনাকর্ষণীয় পথের দিকে তাকালাম এবং আবারো সেই প্রশ্নের সম্মুখীন হলাম, 'আমার মধ্যে কি একজন মুক্ত মানুষের আত্মা আছে, নাকি আছে একজন দাসের আত্মা?' তারপর পরিষ্কারভাবেই বুঝতে পারলাম এই আত্মাটা একজন দাসের। আমার এই অভিযান ছেড়ে দেয়া উচিত, মরুভূমিতে শুয়ে থেকে মরে যাওয়া উচিত। একজন পথিক দাসের যোগ্য পরিণতি।

'কিন্তু যদি আমার মধ্যে একজন মুক্ত মানুষের আত্মা থেকে থাকে তবে কি হবে? নিশ্চিতভাবে নিজেকে ব্যাবিলনের দিকে চালিয়ে যাবো, যারা আমাকে বিশ্বাস করেছে তাদের পরিশোধ করবো, আমার স্ত্রীর জন্য সুখ খুঁজে আনবো

BanglaBook.org

যা আমাকে বিশ্বাস করেছে এবং আমার মা-বাবাকে শান্তি ও পরিতৃপ্তি প্রদান করবো।

'এই ঋণগুলোই হলো তোমার শত্রু যেগুলো তোমাকে ব্যাবিলন থেকে বের করে দিয়েছে' সিরা বলেছিলো। হ্যাঁ ঠিক তাই। কেন আমি একজন মানুষের মতো মাটি কামড়ে পড়ে থাকতে অস্বীকার করলাম? কেন আমি আমার স্ত্রীকে তার বাপের বাড়ি যেতে দিলাম?

'তখন একটি অদ্ভুত ঘটনা ঘটে গেলো। সারা দুনিয়াকে অন্য রঙের মনে হচ্ছিলো যেহেতু আমি একটি রঙিন পাথর দিয়ে সারা দুনিয়া দেখে যাচ্ছিলাম, যা এইমাত্র সরানো হয়েছে। অবশেষে আমি জীবনের সঠিক মূল্য বুঝতে পারলাম।

'মরুভূমিতে মৃত্যু! না তা আমার হবে না! একটি নতুন ভিশন নিয়ে আমাকে যা করতে হবে তাই দেখতে পেলাম। প্রথমে আমাকে ব্যাবিলনে ফিরে গিয়ে প্রতিটি পাওনাদারের সাথে যোগাযোগ করতে হবে। আমি তাদেরকে বলবো দুর্ভাগ্য তাড়া করাতে আমি এই কয়েকটি বছর পর দেশে ফিরে এসেছি যাতে স্রষ্টার ইচ্ছা হলে আপনাদের ঋণ পরিশোধ করতে পারি। তারপর আমার স্ত্রীর জন্য বাড়ি নির্মাণ করবো এবং এখানকার একজন সম্মানিত নাগরিক হয়ে যাবো যার জন্য আমার পেরেন্টস গর্ববোধ করবে।

'আমার ঋণ আমার শত্রু। কিন্তু যাদের কাছ থেকে আমি ঋণ নিয়েছি তারা সবাই আমার বন্ধু। তারা আমার উপর আস্থা রেখেছে এবং বিশ্বাস করেছে।

'আমি নিজের পায়ের উপর ভর করে খুব দুর্বলভাবে দাঁড়ালাম। কি জন্যে ক্ষুধা? কি জন্যে এই পিপাসা? এগুলো ব্যাবিলনের পথের ঘটনামাত্র। আমার মধ্যে একজন মুক্ত মানুষের আত্মা আন্দোলিত হচ্ছে যাতে নিজের শত্রুদের উপরে জয়লাভ করা যায় এবং বন্ধুদেরকে পুরস্কৃত করা যায়। বিরাট এক সমাধানের জন্য মন আন্দোলিত হয়ে উঠছে।

'উটের চোখগুলো আমার শক্ত কণ্ঠস্বর শুনে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। অনেকবার চেষ্টা চালিয়ে বিরাট শক্তি প্রয়োগ করে তারা উঠে দাঁড়ালো। কষ্টকর অধ্যবসায়ের তারা উত্তরের দিকে এগুতে থাকলো আমার মধ্যে কিছু বলছিলো যেদিকে ব্যাবিলন খুঁজে পাবো।

'আমরা পানি পেলাম। খুব উর্বর এক দেশ দিয়ে এগুচ্ছিলাম যেখানে ঘাস এবং ফলমূল আছে। আমরা ব্যাবিলনের পথের সন্ধান পেলাম। কারণ

BanglaBook.org

একজন মুক্ত মানুষের আত্মা জীবনকে দেখে সমস্যার সমাধানের এক সিরিজ হিসেবে এবং এগুলো সমাধান করে যায়, যেখানে একজন দাসের আত্মা বলে, 'একজন দাস হিসেবে আমি আর কি করতে পারি?'

'তারকাদ তোমার খবর কি? তোমার খালি পেট মাথাকে কি আরো স্বচ্ছ করে দিচ্ছে না? তুমি কি সেই রাস্তায় চলতে প্রস্তুত না যা আত্ম-সম্মানের দিকে ধাবিত করে? পৃথিবীকে তুমি কি আসল রঙে দেখতে পাচ্ছ না? তোমার মধ্যে সৎভাবে ঋণ থেকে মুক্ত হওয়ার বাসনা কি জাগ্রত হচ্ছে না? যদিও তা অনেক কিন্তু তা পরিশোধের মাধ্যমে একজন মানুষ সম্মানিত ব্যক্তিতে পরিণত হয়?

তরুণের চোখ আদ্র হয়ে উঠলো। সে আগ্রহ নিয়ে নিজের পায়ে দাঁড়ালো, 'আপনি আমাকে এক ভিশন দেখালেন। আমি একজন মুক্ত মানুষের আত্মা নিজের মধ্যে উপলব্ধি করছি।'

'কিন্তু কিভাবে আপনার প্রত্যাবর্তন নিশ্চিত করলেন?' একজন শ্রোতা জিজ্ঞেস করলেন।

'যেখানে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা থাকবে, পথ সেখানে বের হবেই' দেবাছির উত্তরে বললো, 'আমার এখন দৃঢ়প্রতিজ্ঞা আছে তাই আমি আমার পথ খুঁজে নিয়েছি। প্রথমে আমি প্রতিটি লোকের কাছে গিয়েছি, যাদের কাছে আমার ঋণ আছে এবং তাদের কাছে সুযোগ প্রার্থনা করেছি যাতে আমি আয় করে তা পরিশোধ করতে পারি। তাদের বেশিরভাগ আনন্দের সাথে দেখা করেছে। কেউ কেউ গালিগালাজ করেছে কিন্তু অন্যরা আমাকে সাহায্য করতে চেয়েছে। একজন তো আমার যে সাহায্য দরকার তাই নিয়ে এগিয়ে এসেছে। সে হলো-স্বর্ণের ঋণদাতা ম্যাথন। সে যখন জানলো যে আমি সিরিয়ায় একজন উটের চালক ছিলাম, সে আমাকে বৃদ্ধ নেবাটোরের কাছে পাঠালো। নেবাটর ছিলো একজন উটের ব্যবসায়ি। রাজা তার ইজের অভিযানের জন্য ভালো উট কিনে দিতে তাকে কমিশনে নিয়োগ করেছে। তাকে নিয়ে উট নিয়ে আমার জ্ঞানকে বেশ কাজে লাগালাম। আস্তে আস্তে আমি সবগুলো কপার ও সিলভারের ঋণ পরিশোধ করলাম। এবং সবশেষে আমি মাথা তুলে দাঁড়ালাম এবং মানুষের মধ্যে একজন সম্মানিত ব্যক্তিতে পরিণত হলাম।

আবারও দেবাছির তার খাবারের দিকে মনোযোগ দিলো, 'কৌসকর, সাপটি' সে এমন জোরে বললো যা কিচেনে জোরে জোরে বললো যাতে শোনা যায়।

BanglaBook.org

'খাবারটা ঠান্ডা হয়ে গিয়েছে। আমার জন্য আরো খাবার নিয়ে আসো। একটি বড়ো অংশ তারকাদকে দাও, যে আমার বন্ধুর ছেলে-যে ক্ষুধার্ত এবং আমাদের সাথে খাবার খাবে।

এভাবে প্রাচীন ব্যাবিলনের উট বিক্রেতা দেবাছিরের গল্প শেষ হলো। যখন তিনি সত্য আবিষ্কার করতে পারলেন তখনি নিজের সত্তা খুঁজে পেলেন। এই সত্য অনেক অনেক দিন আগে থেকে জ্ঞানী লোকদের জানা ছিলো এবং তারা তা ব্যবহার করে আসছেন।

এটি সব বয়সের মানুষদেরকে সমস্যা থেকে বের করে নিয়ে আসছে এবং সফলতা প্রদান করে যাচ্ছে। এটি তাই করে যাতে সেসব লোকদের জন্যে যাদের এর ম্যাজিক পাওয়ার বুঝার জ্ঞান আছে। যারা নিচের লাইনটি পড়বে তাদের সবাই এ জ্ঞান ব্যবহার করতে পারবে :

যেখানে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা থাকবে সেখানেই পথ বের হয়ে যাবে।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

ব্যাবিলনের ক্লে ট্যাবলেট

সেন্ট সুইথিন কলেজ
নটিং হাম ইউনিভার্সিটি
নিওয়ার্ক-অন-ট্রেন্ট
নটিং হাম
প্রফেসর ফ্রাংকলিন কেন্ডোয়েল
প্রযত্নে ব্রিটিশ সায়েন্টিফিক এক্সপেডিশন
হিল্লাহ, মেসোপটামিয়া

অক্টোবর ২, ৯৩৪

প্রিয় প্রফেসর,

ব্যাবিলনের ধ্বংসস্তূপ থেকে আপনার উদ্ধার করা পাঁচটি ক্লে ট্যাবলেট একই নৌকায় করে আপনার চিঠিসহ আমার কাছে এসে পৌঁছেছে। আমি সীমাহীন বিমুগ্ধ হয়েছি। এসব লিপি অনুবাদ করতে গিয়ে অসংখ্য আনন্দময় ঘন্টা কাটিয়ে দিয়েছি। তখনি আপনার চিঠির উত্তর দেয়া উচিত ছিলো কিন্তু অনুবাদ করতে গিয়ে দেরী হয়ে গেল। অনুবাদগুলো চিঠির সঙ্গে যুক্ত করে দিলাম।

আপনার সযত্নে সুরক্ষা এবং প্যাকেজিং এর জন্যই ট্যাবলেটগুলো অক্ষত অবস্থায়ই পাওয়া গেলো। এর জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

আমরা যেমন ল্যাবরোটরিতে কাজ করার সময়ে বিস্মিত হয়েছিলাম আপনিও তেমনি বিস্মিত হয়ে যাবেন এর সাথে জড়িয়ে থাকা গল্পটা জানলে। অনেকটা 'এরাবিয়ান নাইটস' এর মতোই আবছা আলো এবং সুদূর অতীতের রোমান্স ও অভিযানের কাহিনির মতোই লাগছিলো এগুলোকে। যখন দেবাসিরের ঋণ পরিশোধের কাহিনি বলা হলো তখন মনে হলো ৫০০০ বছর আগের প্রাচীন দুনিয়ার প্রাকটিসগুলো যেরকম আশা করা হয়েছিলো খুব বেশি পরিবর্তন হয়নি।

BanglaBook.org

আপনি যেমন জানেন এই পুরোনো লেখাগুলো ছাত্ররা যেমন বলে আমাকে র‍্যাগ করতে পারেনি, তবে তা বেশ অস্বাভাবিক। একজন কলেজ প্রফেসর হিসেবে আমার প্রায় সবগুলো বিষয়েই কমবেশি জানার কথা। কিন্তু এটি ছিলো ধুলার নিচে চাপা পড়া ব্যাবিলনের ধ্বংসস্তূপ থেকে উদ্ধার করা এই চিপসগুলো এমন একটি পদ্ধতির কথা নিয়ে আসলো যা আমি কখনো শুনিনি। একই সাথে ঋন পরিশোধ এবং নিজের ওয়ালেটে স্বর্ণের ঝনঝনানী শোনার এ পদ্ধতি সত্যিই অশ্রুতপূর্ব।

প্রাচীন ব্যাবিলনে যে পদ্ধতি ভালো কাজ করতো তা বর্তমান সময়য়ে কাজ করছে কিনা তা প্রমাণ করে দেখা খুবই আনন্দের বিষয় বলে আমি মনে করি। মিসেস স্রীউসবুরী এবং আমি পরিকল্পনা করেছি যাতে আমাদের নিজেদের বিষয়ে এই পদ্ধতি ব্যবহার করে দেখার যাতে এটি আমাদের অবস্থার উন্নতি করতে পারে কিনা।

আপনার পার্থিব কাজে সৌভাগ্য জড়িয়ে থাকুক এই প্রত্যাশা করছি এবং অন্য সুযোগের অপেক্ষায় আছি যেখানে আমি কিছুটা সহায়তা করতে পারবো।

আলফ্রেড এইচ শ্রীউসচুরি
প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ

প্রথম ট্যাবলেট

এখন, যখন পূর্ণিমা এলো, আমি দেবাসির, যে সম্প্রতি সিরিয়ার দাসের জিন্দেগি থেকে ফিরে এসেছি। ফিরে এসেছি আমার পাওনাদারদের ঋণ পরিশোধ করার এবং আমার নিজের শহর ব্যাবিলনের মানুষের চোখে একজন সম্মানিত ব্যক্তি হয়ে উঠার দৃঢ়প্রতিজ্ঞা নিয়ে। মাটির উপর খোদাই করে আমার কাজের একটি স্থায়ী রেকর্ড রাখার চিন্তা করছি যাতে এগুলো আমার আকাঙ্খা পূরণে আমাকে নির্দেশনা এবং সহায়তা দিয়ে যায়।

আমার ভালো বন্ধু স্বর্ণ ঋণের মহাজন-ম্যাথন এর বিজ্ঞ উপদেশ মোতাবেক আমি একটি সঠিক পরিকল্পনা অনুসরণ করে কাজ করে যেতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। ম্যাথনের মতে এই পরিকল্পনা একজন সম্মানিত ব্যক্তিকে ঋণমুক্ত করে আত্মমর্যাদা ফিরিয়ে দিতে সক্ষম।

BanglaBook.org

আমার আশা-আকাঙ্খার সাথে মিল রেখে এই পরিকল্পনার রয়েছে তিনটি উদ্দেশ্য :

প্রথমত : এই পরিকল্পনা আমার ভবিষ্যত সমৃদ্ধি নিশ্চিত করবে।

সেজন্য আমার আয়ের দশ-ভাগের এক অংশ আমি নিজের জন্য আলাদা করে রেখে দেবো। কারণ ম্যাথন এ নিয়ে বিজ্ঞদের মতো করে যা বলেছে :

'যে মানুষ তার পার্সে কিছু স্বর্ণ এবং রৌপ্য খরচ না করে জমা করে রাখলো সে তার পরিবারের জন্য ভালো একটি কাজ করলো এবং রাজার অনুগত থাকলো।

'যে মানুষ সামান্য কপারও পার্সে রাখতে পারে, সে তার পরিবার এবং রাজার প্রতি উদাসীন।

'সে মানুষ তার পার্সে কিছুই রাখতে পারে না, সে তার পরিবারের প্রতি নিষ্ঠুর এবং রাজার অবাধ্য। কারণ সে খুব নিষ্ঠুর হৃদয়ের মানুষ।

'সুতরাং যে মানুষ নিজের পার্সে মুদ্রা জমা রেখে তার ঝনঝন শব্দ শোনার মতো জ্ঞানী, তার হৃদয়ে পরিবারের জন্য থাকে ভালোবাসা এবং রাজার প্রতি থাকে আনুগত্য।

দ্বিতীয়ত এই পরিকল্পনা আমার খুব ভালো স্ত্রীকে- যে আনুগত্য নিয়ে তার বাপের বাড়ি থেকে আমার কাছে ফিরে এসেছে তাকে সাপোর্ট দিতে এবং তার সুবস্ত্র সরবরাহ করতে আমাকে সক্ষম করে তুলবে। ম্যাথন যেমন বলেছে একজন বিশ্বস্ত স্ত্রীর যত্ন নেয়া মানুষের হৃদয়ে আত্ম-সম্মানবোধ জাগ্রত করে এবং নিজের উদ্দেশ্যের মধ্যে শক্তি এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞার সংযোগ ঘটায়।

সুতরাং আমি যা আয় করবো তার দশ-ভাগের সাত অংশ নিজেদের বাড়ি, কাপড়-চোপড় এবং খাবারের পিছনে ব্যয় করবো। আরেকটু বেশি খরচ করবো যাতে আমাদের জীবনে আনন্দ উপভোগে ঘাটতি না পড়ে। সে আরো বলেছে সবচেয়ে বেশি যত্নশীল হওয়ার জায়গাটিতে খরচ যাতে আমার আয়ের সাত-দশমাংশ এর বেশি না হয়ে যায়। এখানেই এই পরিকল্পনার সফলতা জড়িয়ে আছে। এই অংশ নিয়েই আমাকে বেঁচে থাকতে হবে এবং কখনো এমন কিছু ব্যবহার করতে যাবো না বা কিনতে যাবো না যা আমি এই অংশ দিয়ে পরিশোধ করতে পারবো না।

BanglaBook.org

দ্বিতীয় ট্যাবলেট

তৃতীয়ত এই পরিকল্পনার মধ্যে আছে আমার আয় দিয়ে ঋণ পরিশোধ করা।

তাই প্রতিবার যখনই পূর্ণিমা আসবে, আমার আয়ের দশ-ভাগের দুই অংশ যারা আমাকে উপর আস্থা রেখেছে এমন সব পাওনাদারদের মধ্যে সম্মানজনকভাবে ভাগ করে দেবো। এভাবে সময়মতো আমার সব ঋণ নিশ্চিতভাবে পরিশোধ হয়ে যাবে।

সেজন্যে, আমি প্রতিটি মানুষের নাম এবং তাদের পাওনার পরিমাণ এখানে লিখে রাখছি।

ফাহরু, কাপড় বুননকারী, ২ সিলভার, ৬ কপার
ছিনজার, কোচ তৈরিকারী, ১ সিলভার
আহমার, আমার বন্ধু, ৩ সিলভার, ১ কপার
জানকার, আমার বন্ধু, ৪ সিলভার, ৭ কপার
আছকামির, আমার বন্ধু, ১ সিলভার, ৩ কপার
হারিনছির, জুয়েল তৈরিকারী, ৬ সিলভার, ২ কপার
ডায়ারবেকার, আমার বন্ধুর বন্ধু, ৪ সিলভার, ১ কপার
আলকাহাদ, বাড়ির মালিক, ১৪ সিলভার
ম্যাথন, স্বর্ণের ঋণদাতা, ৯ সিলভার
বিরেজিক, কৃষক, ১ সিলভার কপার

(এখান থেকে disintegrated. মানে রহস্যোদ্ধার না হওয়া নয়)

তৃতীয় ট্যাবলেট

এসব পাওনাদারদের মোট পাওনা ১১৯টি সিলভার এবং ১৪১টি কপার। যেহেতু আমার এতো পরিমান ঋণ ছিলো এবং তা পরিশোধের কোনো উপায় দেখছিলাম না, সেহেতু আমার বোকামীর জন্য আমার স্ত্রীকে তার বাপের বাড়ি চলে যেতে অনুমতি দিয়েছিলাম, নিজের শহর ত্যাগ করেছিলাম এবং সহজে উপার্জনের পথ খুঁজে নিয়েছিলাম শুধুমাত্র বিপর্যয় ডেকে আনার জন্য এবং নিজের দাসত্বের স্তরে নামিয়ে আনার জন্য।

এখন ম্যাথন আমাকে দেখিয়ে দিচ্ছে কেমনে আমার আয়ের ছোট ছোট অংশ দিয়ে ঋণ পরিশোধ করতে হয়। এখন আমি বুঝতে পারছি কি পরিমাণ বোকামীতে নিজের অপব্যয়ের জন্য আমি শহর থেকে পালিয়েছিলাম।

BanglaBook.org

সেজন্য পাওনাদারদের সাথে দেখা করে তাদের বুঝিয়ে দিয়েছি আমার নিজের আয়ের সক্ষমতা ছাড়া আর কোনো সম্পদ নেই যা দিয়ে আমি পরিশোধ করতে পারবো। আমার আয়ের দুই দশমাংশ দিয়ে সমানভাবে এবং সৎভাবে উনাদের পাওনা পরিশোধ করে দেবো। সর্বোচ্চ এই হারে আমি পরিশোধ করবে পারবো। এর চেয়ে বেশি সম্ভব নয়। সেজন্য যদি তারা সবর করে তবে সময়মতো তাদের পাওনা সম্পূর্ণ পরিশোধ হয়ে যাবে।

যাকে আমি সবচেয়ে ভালো বন্ধু মনে করেছিলাম সেই আহমার আমাকে খুব খারাপভাবে গালিগালাজ করলো। আমি অপমানিত হয়ে ফিরে এলাম। কৃষক বিরেজিত অনুরোধ করলো যাতে তাকেই প্রথমে পরিশোধ করি কারণ সে খুব বেশি অসুবিধায় আছে। বাড়ির মালিক, আলকাহাদ, সেও সম্মত হলো না এবং শাসিয়ে দিলো যদি তার পাওনা দ্রুত পরিশোধ না করি তবে আমাকে সমস্যা পোহাতে হবে।

বাকি সবাই আগ্রহ নিয়ে আমার প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেলো। সেজন্য আমি আরো বেশি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে লেগে গেলাম। দেনা এড়িয়ে যাওয়া থেকে তা পরিশোধ করা বেশ সহজ। যদিও আমি কিছু পাওনাদারের চাহিদা এবং প্রয়োজন মেটাতে পারছি না তারপরো তাদের সবার সাথে আমি একইভাবে কাজ করে যাবো।

চতুর্থ ট্যাবলেট

আবার যখন পূর্ণিমা এলো, আমি মুক্ত মন নিয়ে কঠোর পরিশ্রম করে যাচ্ছিলাম। আমার ভালো স্ত্রী ঋণ পরিশোধে এই প্রচেষ্টাকে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে। আমার বিজ্ঞদের মতো নেয়া এই দৃঢ়প্রতিজ্ঞার জন্য গত চাঁদে আমি ভালোই করতে পারলাম। ভালো সময়ের এবং শক্ত পায়ের উট কিনলাম নেবাতুরের জন্য। আয় করলাম ১৯ পিস সিলভার।

আমার পরিকল্পনা অনুযায়ী তা আমি ভাগ করে নিলাম। এক- দশমাংশ নিজের জন্য রাখলাম। সাত- দশমাংস সংসারের খরচ চালাতে স্ত্রীর হাতে তুলে দিলাম। দুই-দশমাংশ কপারে পরিবর্তন করে পাওনাদারদের মধ্যে যতদূর সম্ভব সমহারে ভাগ করে দিলাম।

আহমারের সাথে দেখা হলো না কিন্তু তার স্ত্রীর হাতে তার ভাগ তুলে দিয়ে আসলাম। বেরেজিত এতো খুশি হলো যে আমার হাতে চুম্বন দিলো। একমাত্র বুড়ো আলকাহাদ খিটখিটে মেজাজ দেখালো এবং বললো দ্রুত তার পাওনা পরিশোধ করে দিতে। তার উত্তরে আমি বললাম যদি আমাকে ভালো

BanglaBook.org

খাবার দেয়া হয় এবং দুশ্চিন্তামুক্ত রাখা হয় তবেই আমি দ্রুত পরিশোধ করতে পারবো। বাকি সবাই আমাকে ধন্যবাদ দিয়ে এই প্রচেষ্টার জন্য ভালোভাবে কথা বললো।

আরেকটি পূর্ণিমা এলো। আমি কঠিন পরিশ্রম করলাম কিন্তু সফলতা আসলো অনেক কম। খুব কম উট কিনতে পারলাম। মাত্র পিস সিলভার উপার্জন করতে পারলাম। আমার ভালো স্ত্রী এবং আমি পরিকল্পনা বাস্তবায়নে উঠেপড়ে লাগলাম। আমাদের নতুন কাপড় কেনা হলো না, খাওয়ার জন্য শুধুমাত্র অল্প শাক-সবজি জুটলো। আবারো নিজেদেরকে এক-দশমাংশ পরিশোধ করলাম, সাত-দশমাংশ নিয়েই বাঁচতে হলো। অবাক হলাম যখন আহমার আমাদের পরিশোধের প্রশংসা করলো যদিও তা ছিলো খুব কম। বেরেজিকও তাই করলো। আলকাহাদ রাগ করলেও যখন বললাম যদি সে না চায় তবে তার অংশ ফিরিয়ে দিতে পারে তখন সে মেনে নিলো। অন্যরা আগের মতো খুশিই হলো।

আরেকটি পূর্ণিমা এলো। আমি খুব খুশি হলাম। আমি একপাল ভালো উট পেলাম এবং ভালো দেখে অনেকগুলো কিনে নিলাম। আয় হলো বিয়াল্লিশটি সিলভার। এই চাঁদে আমি এবং আমার স্ত্রী খুবই দরকারী সেন্ডেল এবং কাপড় কিনতে পারলাম। মাংশ এবং মোরগ দিয়ে খাবারো খেলাম ভালো।

৮ পিসের বেশি সিলভার পাওনাদারদের দিতে পারলাম। এমনকি আলকাহাদো প্রতিবাদ করলো না।

এই পরিকল্পনা খুব মহান ছিল কারণ তা আমাদেরকে ঋন থেকে মুক্তি দিলো এবং আমাদেরকে সম্পদ দিলো যা আমরা নিজদের জন্য রেখে দিলাম।

মাটিতে খোদাই করা এই নীতি আঁকড়ে ধরার পর এরই মধ্যে তিনবারই পূর্ণিমা এলো। প্রতিবারই নিজেকে দশ ভাগের এক অংশ পরিশোধ করলাম। প্রতিবারই আমার ভালো স্ত্রী এবং আমি সাত-দশমাংশ নিয়ে বেঁচে থাকলাম যদি সব সময়েই তা কঠিন ছিলো। প্রতিবারই আমার পাওনাদারদের দুই-দশমাংশ পরিশোধ করলাম।

আমার পার্সে এখন ২১টি সিলভার আছে যা সম্পূর্ণ আমার। এটি আমার মাথাকে ঘাড়ের উপর উন্নত করে রেখেছে এবং বন্ধুদের মধ্যে গর্ব ভরে হেঁটে যাচ্ছি।

BanglaBook.org

আমার স্ত্রী বাড়ি সুন্দর করে রাখছে এবং এর সৌন্দর্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমরা সুখে একসাথে জীবনযাপন করছি।

এই পরিকল্পনার রয়েছে না বলা অনেক মূল্য। এটি একজন এক্স-দাসকে সম্মানিত মানুষ করে দিতে পারে।

পঞ্চম ট্যাবলেট

আবারো চাঁদ পূর্ণ আলো ছড়ালো। মনে হলো অনেক দিন পার হয়ে গেল আমি কাদার উপরে আমার নির্দেশনা লিখে রেখেছিলাম। বার বার নতুন চাঁদ এলো আর গেলো। কিন্তু এই দিনের কথা আমি ভুলবো না কারণ এই দিনে আমি আমার শেষ ঋণ শোধ করে দিলাম। এই দিনে আমার স্ত্রী এবং নিজেকে ধন্যবাদ দেয়া আমি ভালো খাবার খেয়ে নিজেরা উপভোগ করলাম কারণ আমাদের দৃঢ়প্রতিজ্ঞার ফল অর্জিত হয়ে গেছে।

আমার পাওনাদারদের কাছে সবশেষ এই ভিজিটে অনেক কিছুই ঘটলো যেগুলো আমি কখনো ভুলবো না। আহমার তার নিষ্ঠুরভাবে বলা কথার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলো এবং বললো সব বন্ধুদের মধ্যে আমাকেই সে প্রত্যাশা করে।

বুড়ো আলকাহাদ আসলে এতো খারাপ লোক ছিলো না। সে বললো, 'তুমি একসময়ে কাদা পেছিয়ে আমার গায়ে লাগিয়ে দিয়েছিলো আর এখন তুমি এক টুকরা ব্রোঞ্জ যার যেকোন প্রান্ত ধরা যায়। যে কোনো সময়ে তোমার সিলভার বা স্বর্ণের দরকার হলে আমার কাছে চলে এসো।'

সেই একমাত্র ব্যক্তি ছিলো না যা আমার প্রশংসা করেছে। অনেকেই আমার সম্পর্কে বলেছে। আমার ভালো স্ত্রী আমার দিকে এমনভাবে তাকালো যেন মনে হলো আমি এমন একজন যার নিজের উপরে আস্থা রয়েছে।

এই পরিকল্পনাই আমাকে দিয়েছে সফলতা। এটি আমার সব ঋণ পরিশোধ করতে দিয়েছে এবং আমার পার্সে গোল্ড এবং সিলভারের ঝনঝনানী নিয়ে এসেছে। যারা সামনে এগিয়ে যেতে চাইল আমি তাদের সবাইকে এই পরামর্শ দিতে চাই। সত্যিই যদি তা একজন প্রাক্তন দাসকে তার ঋণ পরিশোধে সক্ষম করে তুলে এবং তার পার্সে স্বর্ণ বয়ে আনে, তবে তা কি যে কোনো মানুষকে আর্থিক স্বাধীনতা অর্জনে সাহায্য করতে পারে না? আমি নিশ্চিত যে যদি আমি তা অনুসরণ করি তবে বিশ্বের সবার মধ্যে তা আমাকে বেশি ধনী করে তুলবে।

BanglaBook.org

সেন্ট সুইথিন কলেজ
নটিং হাম ইউনিভার্সিটি
নিওয়ার্ক-অন-ট্রেন্ট
নটিং হাম
প্রফেসর ফ্রাংকলিন কেন্ডোয়েল
প্রযত্নে ব্রিটিশ সায়েন্টিফিক এক্সপেডিশন
হিল্লাহ, মেসোপটামিয়া

নভেম্বর ৭, ১৯৩৬

প্রিয় প্রফেসর,

যদি ব্যাবিলনের ধ্বংসস্তূপে আপনার আরো অভিযান থেকে তখনকার সময়ের দৈত্য উটের বিক্রেতা দেবাছিরের সাথে দেখা হয়ে যায় তবে তাকে বলুন আমাকে একটু সাহায্য করতে। তাকে বলুন কাদার ট্যাবলেটের উপর লিখে তার সেই কথাগুলো এতো বছর পরে ইংল্যান্ডের এক কলেজ শিক্ষক দম্পতির সারাজীবনের শ্রদ্ধার পাত্রে পরিণত করেছে।

আপনার সম্ভবত মনে আছে যে এক বৎসর আগে আমার লিখায় বলছিলাম আমি এবং মিসের শ্রীউসবেরী নিজেদের ঋণ থেকে বের হওয়ার এবং স্বর্ণের ঝনঝনানীর মালিক হয়ে উঠার জন্য এই পরিকল্পনা নিয়ে চেষ্টা করতে চাই। আপনি সম্ভবত অনুমান করতে পারছেন যে আমরা তা আমাদের বেপোরোয়া বন্ধুদের থেকেও গোপন রেখেছিলাম।

বছর বছর ধরে আমরা অনেক পুরোনো ঋণের জন্য আমরা অপমানিত হয়ে আসছিলাম এবং দুশ্চিন্তায় অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম যে, কখন যা এসব ব্যবসায়ীরা কোনো স্কান্ডাল প্রচার করে যার ফলে আমাদেরকে কলেজ থেকেও বের করে দেয়া হয়। আমরা আমাদের আয় থেকে বাঁচানো প্রতিটি সিলিং দিয়ে দেনা পরিশোধ করে যাচ্ছিলাম তবে তা দিয়েও শেষ রক্ষা হচ্ছিলো না। এমনকি আমাদেরকে সব কেনাকাটা বাকিতে করতে হচ্ছিলো যার জন্য উচ্চমূল্য দিতে হচ্ছিলো।

এটি আরেকটি দুষ্টচক্র তৈরি করলো যা সমস্যার সমাধান না করে তার আরো অবনতি ঘটালো। আমাদের সংগ্রাম ব্যর্থতায় পরিণত হলো। বাড়ির মালিকের পাওনা থাকায় আমরা কমদামি বাড়িতেও উঠতে পারছিলাম না। অবস্থার উন্নতি করতে করার মতো এমন কিছু আমাদের হাতে অবশিষ্ট ছিলো না।

BanglaBook.org

এরপর আসলো আপনার পরিচিত সে জন, ব্যাবিলনের প্রাচীন এই উটের ব্যবসায়ি। আমরা যা করতে চাই তার একটি পরিকল্পনা নিয়ে সে উপস্থিত হলো। তার প্লানকে হাসিমুখে গ্রহণ করতে আমাদেরকে তাড়া দিলো। আমরা আমাদের পুরোনো ঋণের একটি লিস্ট করলাম এবং পাওনাদারদের সবাইকে তা দেখালাম।

আমি ব্যাখ্যা করে বললাম কেন বর্তমান পরিস্থিতিতে আমার পক্ষে এসব ঋণ পরিশোধ করা অসম্ভব। এই অংক দেখে তারা তা বুঝতে পারছিলো। তারপর আমি তাদের বললাম একমাত্র পথ হলো আমার আয়ের ২০% আলাদা করে আনুপাতিক হারে এসব ঋণ পরিশোধ করতে থাকা–দুই বৎসরের মধ্যে যার পুরোটাই পরিশোধ হয়ে যাবে। এই সময়ে আমরা নগদে কিনতে পারায় তার সুবিধা তাদেরকে দিতে পারবো।

তারা আসলেই খুব ভালো মানুষ ছিলো। আমাদের সবজি বিক্রেতা, একজন জ্ঞানী মানুষ এমনভাবে বললো যা অন্যদের উপলব্দিতে বেশ সাহায্য করলো, 'যদি তুমি যা কেনো তা নগদে পরিশোধ করো এবং ঋণের অল্প অল্প পরিশোধ করতে থাকো তবে তা বেশ ভালো হয় কারণ তুমি গত তিন বৎসরে একটুও পরিশোধ করতে পারোনি।'

সবশেষে আমি তাদের সবার নামে একটি চুক্তি করলাম যাতে যতদিন নিয়মিতভাবে আয়ের ২০% পরিশোধ করতে থাকি ততোদিন তারা যেন আমাদের প্রতি সদয় থাকেন, আমাদেরকে উত্যক্ত না করেন। তারপর আমরা স্কিম তৈরি করলাম কিভাবে ৭০% আয়ে জীবন পরিচালনা করা যায়। আমরা অতিরিক্ত ১০% সঞ্চয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলাম যাতে পার্সে স্বর্ণ ঝনঝন করে উঠে। স্বর্ণ এবং রৌপ্যের চিন্তাটাই খুব সুখকর।

এটি ছিলো পরিবর্তিত হয়ে উঠার একটি অভিযান। আমরা বাকি ৭০% দিয়ে জীবনকে সুন্দরভাবে পরিচালনা করতে থাকলাম। ভাড়া নিয়ে আমরা কথা বললাম এবং ভালো এক ছাড় পেলাম। তারপর আমাদের প্রিয় ব্যান্ডের চা নিয়ে কথা বললাম এবং সন্দেহ ও অবাক হয়ে উঠলাম এই ভেবে যে আমরা কত কম দামে এই সুপিরিয়র কোয়ালিটির চা কিনতে পারছি।

চিঠিতে লিখতে এটি অনেক বড়ো গল্প হয়ে যাবে। কিন্তু কোনোভাবেই তা করা কঠিন প্রমাণিত হয়নি। আমরা সব ম্যানেজ করতে পারলাম এবং এ

BanglaBook.org

নিয়ে উৎফুল্ল হয়ে উঠলাম। এভাবে কাজ করতে গিয়ে আমাদের বিষয়ে কি রিলিফ পেলাম। আমরা আর আগের দেনা নিয়ে বিপর্যস্ত হলাম না।

অবশ্যই তা অবহেলার নয়। যদিও আপনাকে বলছি যে অতিরিক্ত ১০% দিয়ে আমরা ঝনঝন শুনছি। ভালো আমরা কিছুদিন ঝনঝনানী শুনেছি। এখন আমি খুব বেশি হাসি না। আপনি জানেন যে এটি একটি খেলার মতো। যে অর্থ আপনি খরচ করতে চাইবেন না তা জমা করে রাখার মধ্যে সত্যিকারের আনন্দ রয়েছে। ব্যয় না করে উদ্বৃত্ত তৈরি করার মধ্যে বেশ আনন্দ রয়েছে।

আমাদের হৃদয়ে ঝনঝনানি শোনার পর আমরা বেশ লাভজনক বিনিয়োগের সুযোগ খুঁজে পাই। এরকম একটি বিনিয়োগে আমরা প্রতিমাসে এই এক্সট্রা ১০% কাজে লাগাই। এটি আমাদেরকে উজ্জীবিত করে রাখার জন্য বেশ সন্তোষজনক বিষয় ছিলো। এটি ছিলো প্রথম বিষয় যা আমরা চেক দিয়ে পরিশোধ করছিলাম।

আমাদের বিনিয়োগ আস্তে আস্তে বেড়ে চলতো আমাদের নিরাপত্তার জন্য বেশ পরিতৃপ্তি দেয়ার বিষয় ছিলো। আমার শিক্ষকতার দিন শেষ হয়ে গেলে এটি হবে বেশ তৃপ্তিদায়ক বিষয়। তখন আমাদের যত্ন নেয়ার জন্য এই আয় পর্যাপ্ত হয়ে যাবে।

সবকিছুই হচ্ছে এই পুরোনো পদ্ধতি থেকে। বিশ্বাস করা কঠিন হলে এটি সার্বিকভাবে সত্য। আমাদের সব ঋণ আস্তে আস্তে পরিশোধ হয়ে যাচ্ছে এবং একই সময়ে আমাদের বিনিয়োগ বেড়ে চলছে। আমরা ভালোভাবে চলার পাশাপাশি আগের যে কোনো সময়ের চেয়ে আর্থিকভাবে আমাদের অবস্থান ভালো হয়ে যাচ্ছে। আমাদের বিশ্বাস করতেই হচ্ছে এরকম এক আর্থিক পরিকল্পনা এবং শুধুমাত্র তাড়িয়ে বেড়ানোর মধ্যে এতো পার্থক্য হয়ে যায়।

আগামি বৎসরের শেষের দিকে যখন আমাদের সব ঋণ পরিশোধ হয়ে যাবে, ভ্রমণ করে কিছু টাকা খরচ করেও আমরা আরো বেশি বিনিয়োগ করতে পারবো। আমরা আর কখনো আমাদের জীবন নির্বাহের ব্যয় ৭০% এর উপরে করতে যাবো না।

এখন আপনি বুঝতে পারছেন কেন আমরা আমাদের ব্যক্তিগত ধন্যবাদ দিতে চাচ্ছি সেই প্রাচীন লোককে যার পরিকল্পনা আমাদেরকে দোজখ থেকে বাঁচিয়ে দুনিয়ায় নিয়ে এসেছে।

Banglabook.org

তিনি জানতেন তিনি এ নিয়েই কাজ করেছেন এবং তিনি নিজের তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে অন্যদের উপকার করতে চান। এজন্যই তিনি কষ্টকর সময় দিয়ে মাটির উপর তার এই বার্তা লিখে দিয়ে গেছেন।

তার মতো কষ্ট যারা করছেন তাদের জন্য এটি সত্যিকারের একটি বার্তা। এটি এতো গুরুত্বপূর্ণ বার্তা যে, ৫০০০ বছর পরে ব্যাবিলনের ধ্বংসস্তূপ থেকে এটি জেগে উঠেছে। যখন এর ধ্বংস হয়েছিলো তখনকার সময়ের মতোই এটি সত্যি এবং উজ্জ্বল।

আন্তরিকতার সাথে
আলফ্রেড এইচ শ্রীউসচুরি
প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

ব্যাবিলনের সবচেয়ে ভাগ্যবান লোকটি

(দ্যা লাকিয়েস্ট ম্যান অব ব্যাবিলন)

ব্যাবিলনের মার্চেন্ট প্রিন্স শারু নিডা তার ক্যারাভানের সামনের গাড়িতে গর্বিতভাবে চড়লেন। তিনি দামী ও ভালো নতুন কাপড়চোপড় পছন্দ করতেন। তিনি সবচেয়ে ভালো প্রাণী পছন্দ করতেন এবং সহজেই দ্রুতগামী এরাবিয়ান স্টালিন (ঘোড়া) বসতেন। তার দিকে তাকিয়ে কেউ তাকে বয়স্ক ভাবা খুবই কঠিন ছিল। নিশ্চিতভাবে বলা যায় তাদের কারো সন্দেহের অবকাশ ছিলো যে, তিনি অনেক অভ্যন্তরীণ সমস্যায় জর্জরিত।

দামাস্কাস থেকে যাত্রা বেশ দীর্ঘ এবং মরুভূমিতে অনেক জটিলতার সম্মুখীন হতে হয়। তিনি এগুলো নিয়ে মোটেই ভাবেন না। আরবের বিভিন্ন গোষ্ঠী খুবই হিংস্র এবং তারা ধনী ক্যারাভান লুট করতে আগ্রহী। এগুলো তিনি মোটেই ভয় পান না কারণ তার বিরাট নিরাপত্তা কর্মীরা তাকে সুরক্ষা দিয়ে যায়।

যে তরুণকে তিনি দামাস্কাস থেকে এনেছেন তাকে নিয়েই তিনি সমস্যায় আছেন। তার নাম হাদান গোলা, তার একসময়ের পার্টনারের নাতি। আরব গোলা, যার কাছে তার অনেক ঋণ আছে বলে তিনি মনে করেন, সেই ঋণ কোনোদিন শোধ হবার নয়। তিনি তার নাতির জন্য কিছু করতে চান। যত বেশি তিনি এ নিয়ে ভাবছেন, এটি ততো বেশি কঠিন মনে হচ্ছে। এর কারণ এই তরুণ নিজেই।

তরুণের রিং এবং কানের রিং এর দিকে তাকিয়ে তিনি নিজেই ভাবছেন, 'সে ভাবে পুরুষদের জন্য জুয়েল এসেছে অথচ তার মধ্যে এখনো তার দাদার কঠিন মুখ ভেসে উঠে। কিন্তু তার দাদা কখনো এ ধরনের কালোলো রুচিহীন পোশাক পরতেন না। তারপরও আমি চাই সে আমার কাছে আসুক, যাতে তার কেরিয়ার শুরুর ব্যাপারে আমি তাকে সাহায্য করতে পারি এবং তার বাবার তৈরি করা উত্তরাধিকারের জঞ্জাল থেকে উঠে আসতে পারে।'

হাদান গোলা চিন্তায় পড়ে গেলো, 'আপনাকে কেন এতো পরিশ্রম করছেন, ক্যারাভানে করে এতো দূরের যাত্রার কষ্ট সহ্য করে যাচ্ছেন? নিজের জীবনকে উপভোগ করার কোনো সময়ই দিচ্ছেন না কেন?'

BanglaBook.org

শারু নাদা হাসলো। 'জীবনকে উপভোগ করা?' সে রিপিট করলো। 'আপনি যদি শারু নাদা হতেন তবে জীবনকে উপভোগ করতে কি করতেন?'

'আপনাদের মতো সম্পদ যদি আমার হতো, তবে আমি একজন প্রিন্সের মতো জীবনযাপন করতাম। এই উত্তপ্ত মরুভূমি অতিক্রম করতে যেতাম না। পার্সে শেকেল আসলেই তা দ্রুত খরচ করে ফেলতাম। সবচেয়ে দামী পোশাক পরতাম, দুষ্প্রাপ্য জুয়েল পরতাম। জীবনটা হতো আমার পছন্দের জীবন হতো, একটি চমৎকার জীবন হত' দুজনই হাসলেন।

'দাদা কোনো জুয়েল পরতেন না', শারু নাদা ভাবলেন, তারপর কৌতুকচ্ছলে বললেন, 'তুমি কি কাজের জন্য কোনো সময়ই দেবে না?'

'কাজ তো করবে দাসেরা' হাদান গোলা উত্তরে বললেন।

শারু নাদার ঠোঁট নড়ে উঠলো কিন্তু কোনো উত্তর দিলো না। পথটা ঢালু হওয়ার আগ পর্যন্ত নীরব থাকলো। এখানে সে লাগাম টেনে ধরলো এবং দূরের সবুজ উপত্যকার দিকে নির্দেশ করে বললো, 'দেখো, এই হলো ভ্যালী। আরো নিচের দিকে তাকাও। তুমি ব্যাবিলনের দেয়াল কিছুটা দেখতে পাবে। এই টাওয়ার হলো ব্যালের মন্দির। তোমার চোখ যদি তীক্ষ্ণ হয় তবে এই ক্রেস্টের উপর সবসময়ে জ্বলতে থাকা আগুন থেকে ধোঁয়া দেখতে পাবে।'

'তাহলে এই হলো ব্যাবিলন? সবসময়েই আমার আকাঙ্খা হলো দুনিয়ার সবচেয়ে ধনী এই শহরটিকে দেখা।' হাদান গোলা মন্তব্য করলেন, 'ব্যাবিলন যে শহরে আমার দাদা তার ভবিষ্যত গড়ার কাজ শুরু করেছিলেন। তিনি যদি আজ বেঁচে থাকতেন, আমাদেরকে এতো চরম প্রেসারে পড়তে হতো না।'

'কেন তার নির্ধারিত সময়ের চেয়ে দীর্ঘ সময়ে তুমি তার স্পিরিটের অবস্থান প্রত্যাশা করছো? তুমি এবং তোমার পিতা মিলে তার ভালো কাজগুলো বাঁচিয়ে রাখতে পারো।'

'হায়! আমাদের কারো মধ্যেই তার উপহার ঠিকে থাকেনি। আমার বাবা বা আমি কেউই স্বর্ণকে আকৃষ্ট করার মন্ত্র জানতে পারিনি।'

শারু নাদা উত্তর দিলো না। লাগাম ছেড়ে দিয়ে ঢালু রাস্তা দিয়ে দ্রুত ক্যারাভান চালিয়ে গেলো। তাদের কারাভানের পিছনে কালো এবং ঈষৎ লাল

BanglaBook.org

ধোয়া উড়তে লাগলো। কিছুক্ষণ পর তারা কিংস হাইওয়েতে পৌঁছে গেলো এবং দক্ষিণে মোড় নিয়ে ফার্মের মধ্য দিয়ে চলতে লাগলো।

শারু নাদার চোখে পড়লো তিনজন বৃদ্ধ মানুষ যারা জমি চাষ করে যাচ্ছে। বেশ অদ্ভুতভাবে তাদেরকে একই রকম লাগছে। কি হাস্যকর! চল্লিশের পরে একজন এরকম মাঠ দিয়ে হেঁটে যেতেই পারবে না আর ওরা জমি চাষ করে যাচ্ছে। তার মধ্যে কি কারণে যেন মনে হচ্ছে এরা এদের মধ্যে কোথায় জানি মিল আছে। একজন তার এলোমেলো মুষ্টি দিয়ে লাঙ্গল ধরে আছে। অন্য একজন ষাড়ের পিছনে কঠোর পরিশ্রম করে চাষ করে যাচ্ছে। হাতের কঞ্চি দিয়ে এদেরকে পিটিয়ে চাষ করে যেতে বাধ্য করছে। অবশ্য তা খুব ফলপ্রসূ হচ্ছে না।

চল্লিশ বছর বয়সের এই লোকগুলোকে তার হিংসে হলো! কত খুশিমনে সে নিজের অবস্থান অদল বদল করে দেখতে পারতো! কিন্তু এখন কত পার্থক্য। গর্ব ভরে সে পিছনের ক্যারাভানের দিকে থাকালো, পছন্দের উট এবং গাধারা এখানে আছে। যাদের উপরে দামাস্কাস থেকে দামী পণ্য বোঝাই করা হয়েছে। এদের মধ্যে একটি তার দখলে আছে।

লাঙ্গলের দিকে সে ইঙ্গিত করে বললো, 'এই চল্লিশ বছর ধরে তারা একই জমি চাষ করে যাচ্ছে।'

'সবাই দেখছে কিন্তু তোমার কেন মনে হচ্ছে যে, তাদের মধ্যে মিল আছে?'

'আমি তাদেরকে দেখেছি', শারু নাদা উত্তরে বললেন।

দ্রুত সে মনে করার চেষ্টা করছে। কেনো সে অতীতকে ভুলে গিয়ে বর্তমানকে নিয়ে বাঁচতে পারছে না? তারপর সে যেন এক ছবিতে দেখলো আরদ গোলার হাসিভরা মুখ। তার নিজের এবং নিজেকে ব্যঙ্গকারী তারুণ্যের মধ্যে বিরোধের নিষ্পত্তি হয়ে গেলো।

কিন্তু তিনি কিভাবে একজন সুপিরিয়র তরুণ যার হাত অপব্যয়ী এবং জুয়েলে মোড়ানো তাকে সাহায্য করতে পারেন?

কাজ করতে ইচ্ছুকদের অনেক কাজের দায়িত্ব দেয়া যায়, কিন্তু তাদেরকে দেয়া যায় না যারা কাজের জন্য নিজেদেরকে বেশি উপযুক্ত মনে করে। তারপরও তিনি চান আরদ গোলা কিছু করতে থাকুক, অবশ্য তা মাঝামাঝি মানের প্রচেষ্টা দিয়ে নয়। তিনি এবং আরদ গোলা কখনো এভাবে কাজ করেননি। তারা এরকম লোক ছিলেন না।

BanglaBook.org

ঝিলিক দিয়ে একটি প্লান মাথায় এলো। এখানে আপত্তি ছিলো। তাকে তার নিজে পরিবার এবং নিজে অবস্থানকে বিবেচনা করতে হবে। এটি হবে নিষ্ঠুরতা, এটি আঘাত করবে। দ্রুত সিদ্ধান্ত নেয়া মানুষ হিসেবে তিনি আপত্তিগুলো আমলে নিলেন না এবং কাজ করার সিদ্ধান্ত নিলেন।

'তোমার কি জানতে ইচ্ছে হয় না কিভাবে তোমার দাদা এবং আমি এক মূল্যবান অংশীদারিত্ব গড়ে তুলে ছিলাম যা খুব মুনাফাজনক হয়েছিলো?' তিনি প্রশ্ন করলেন।

'আমাকে কেন এটুকু বলছেন না কিভাবে আপনারা পাগলের মতো স্বর্ণমুদ্রা সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন? আমি শুধু এটুকু জানতে চাই', যুবক বাধা দিয়ে বললেন।

শারু নাদা উত্তর দেয়া এড়িয়ে গিয়ে বলতে থাকলেন, 'আমরা এই চাষ করে যাওয়া লোকদের মতোই শুরু করেছিলাম। আমি তখন তোমার চেয়ে বেশি বড় ছিলাম না। এই কলামের লোকদের মতোই আমি এগিয়ে যাচ্ছিলাম। খুব ভালো বয়স্ক কৃষক, ম্যাগিডো ঠিকমতো চাষ না করাতে বকা দিলো। ম্যাগিডো আমার পাশে থেকেই কাজ করে যাচ্ছিলো, 'এই অলস লোকটির কাজ দেখো', তিনি বাধা দিয়ে বললেন, 'সে লাঙলকে নিচের দিকে না ঠেলেই ধরে আছে, না ষাড় চালকরা ওদেরকে লাঙলের লাইনে রাখতে পারছে। এতো বাজেভাবে চাষ করে তারা ভালো ফলন কেমনে আশা করে?'

'কি বললেন, ম্যাগিডো আপনার সাথে একই চেইনে কাজ করছিলেন?' হাদান গোলা আশ্চর্য হয়ে জানতে চাইলেন।

'হ্যাঁ আমাদের ঘাড়ে ব্রোঞ্জের কলার এবং পিছনে শক্ত চেইন বাধা ছিলো। তার পিছনেই ছিলো জাবাডো, একজন মহিষ চোর। আমি হারাউনে থাকতে তাকে চিনতাম। সবশেষে একজন লোক ছিলো যাকে আমরা জলদস্যু বলে ডাকতাম কারণ সেই এই পরিচয় দিয়েছিলো। এছাড়া তার কোনো নাম আমাদেরকে বলেনি। আমরা তাকে একজন নাবিক মনে করতাম কারণ তার বুকে নাবিকদের মতোই সাপের উল্কি আকা ছিলো। এমনভাবে কলাম তৈরি করা ছিলো যাতে চারজন লোক একসাথে হাঁটতে পারতো।'

'আপনারা কি দাসদের মতোই বাধা ছিলেন?' হদান গোলা অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে জানতে চাইলো।'

'তোমার দাদা কি বলেননি যে, আমি একজন দাস ছিলাম?'

BanglaBook.org

'তিনি প্রায়ই আপনার সম্পর্কে বলতেন, কিন্তু এরকম কখনো ইঙ্গিত করেননি।'

'তিনি এমন একজন লোক ছিলেন যাকে আন্তরিকভাবেই বিশ্বাস করা যেতো। তুমি এমন একজন লোক যাকে আমি বিশ্বাস করতে পারি, আমি কি ঠিক বলিনি?' শারু নাদা বুদ্ধিদীপ্ত চোখে তাকালেন।

'আপনি আমার নীরবতা দেখে আস্থা রাখতে পারেন। কিন্তু আমি অভিভূত। কিভাবে আপনি একজন দাস হয়ে গেলেন সে কাহিনি আমাকে বলুন।'

শারু নাদা তার কাধে ঝাঁকুনি দিলেন, যে কোনো মানুষই নিজেকে একজন দাস হিসেবে দেখতে পারে। দুনিয়াটা একটা খেলাঘর। এখানকার বালির ভুলুকই আমাকে এই দুর্যোগে ফেলে দিয়েছিলো। আমি হয়েছিলাম আমার ভাইয়ের হটকারিতার শিকার। তুমুল ঝগড়ার এক পর্যায়ে সে তার বন্ধুকে হত্যা করে। আমার ভাইকে আইনের শাস্তি থাকে বাঁচানোর জন্য আমার পিতা ওই বিধবার কাছে আমাকে বন্ধক রাখেন। আমাকে ছাড়িয়ে আনার জন্য প্রয়োজনীয় সিলভার জোগাড় করতে ব্যর্থ হওয়ায়, বিধবা রাগ করে আমাকে একজন দাসের ব্যবসায়ীর কাছে বিক্রি করে দেন।'

'কি লজ্জা এবং অন্যায়!' হাদান গোলা প্রতিবাদ করে বললো, 'কিন্তু আমাকে বলুন কিভাবে আপনি মুক্ত হলেন?'

'সে কথাই বলছি, তবে এখন নয়. পরে। আমাকে গল্পটি বলতে দাও। আমরা যখন অতিক্রম করছিলাম, চাষীরা বিদ্রূপ করলো। একজন মাথার টুপি খোলে মাথা নুইয়ে বো করলো। চিৎকার দিয়ে বললো, 'ব্যাবিলনে স্বাগতম, হে রাজার মেহমানরা। রাজা শহরের দেয়ালের কাছে ফুলের তোড়া ছড়িয়ে, মাটির ইট এবং পিঁয়াজের স্যুপ নিয়ে অপেক্ষা করছেন', এসব শুনে তারা সবাই একযোগে জোরে করে হেসে উঠলেন।

'পাইরেট রাগে ক্ষেপে উঠলো এবং তাদের সবাইকে অভিসম্পাত দিলো, 'রাজার কাছে এই লোকদের কিইবা গুরুত্ব আছে যে, উনি আমাদের জন্য দেয়ালের কাছ বসে অপেক্ষা করবেন?' আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম।

'শহরের দেয়ালে তোমরা ইট নিয়ে দৌড়ে যাবে যতক্ষণ না সেটা ইটে ভরে উঠে। সেটা ভেঙে যাওয়ার আগে হয়তো তারা তোমাদেরকে মারতে মারতে মেরে ফেলবে। তারা আমাকে মারবে না। আমি তাদেরকে মেরে ফেলবো।'

BanglaBook.org

'তারপর মেগিড্ডো বলে উঠলো, 'কাজ করতে ইচ্ছুক, কঠোর পরিশ্রমী দাসকে মালিকরা কেন মারতে মারতে মেরেই ফেলবে তা আমার বুঝে আসে না। মালিকরা ভালো দাসকে পছন্দ করে এবং তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করে থাকে।'

'কে কঠোর পরিশ্রম করতে চায়?' জাবাডো মন্তব্য করলেন, 'এই চাষীরা বেশ জ্ঞানী লোক। তারা আইন ভাঙে না। যেভাবে সব চলে সেভাবেই চলতে দেয়।'

'এসব কিছুকে এড়িয়ে গিয়ে তোমরা এগুতে পারবে না', মেগিড্ডো আপত্তি জানালেন। যদি তোমরা এক হেক্টর চাষ করো, তবে তা ওই দিনের জন্য খুব ভালো একটা কাজ হবে এবং যে কোনো মনিব তা জানে। কিন্তু যদি তোমরা তার অর্ধেক কাজ করো, তবে তা হবে দায়িত্বে অবহেলা। আমি অবহেলা করা পছন্দ করি না। আমি কাজ করতে পছন্দ করি এবং আমি ভালোভাবেই কাজ করা পছন্দ করি। কাজই হলো আমার সবচেয়ে উত্তম বন্ধু। এই কাজই আমার জন্য যত সব ভালো জিনিস, আমার ফার্ম, গরু, শস্য, সবকিছুই নিয়ে এসেছে।'

'ইয়া এবং এখন এসব জিনিস কোথায়? জোবাদো বকা দিলো', আমার মনে হয় স্মার্ট হয়ে উঠাই ভালো এবং কাজ না করেই ভালো থাকতে হবে। জোবাদোকে দেখো, তোমরা যদি ওয়ালের কাছে বিক্রি হয়ে যাও, তখন তাকে দেখবে সামান্য পানির ব্যাগ বা হালকা কোনো কাজ সে করে যাচ্ছে। তোমরা তখন ইট বয়ে নিয়ে নিজের মেরুদণ্ড ভেঙে দিচ্ছো।' সে লজ্জার হাসি হাসলো।

'সে রাতে ভয় আমাকে ঝেকে ধরলো। মোটেই ঘুমুতে পারলাম না। গার্ডের দড়ির কাছে আমি ভিড় করলাম। যখন অন্যরা ঘুমোচ্ছিলো, আমি তখন গোডোসো এর দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম যে, প্রথম গার্ডের কাজ করে যাচ্ছিলো। সে একজন আরব দস্যু ছিলো। সে এতোই কঠোর ছিলো যে, যখন সে তোমার পার্স ডাকাতি করতে যাবে তখন ভাববে সে হয়তো গলায় ছুরি বসিয়ে দেবে।

'গোডোসো আমাকে বলো', আমি কানে কানে বললাম, 'যখন আমরা ব্যাবিলনে ফিরে যাব, তখন কি আমাদেরকে ওয়ালের কাছে বিক্রি করে দেয়া হবে?'

'কেন জানতে চাচ্ছো?' সে সতর্কভাবেই জানতে চাইলো–

BanglaBook.org

'তুমি কি বুঝতে পারছো না?' আমি বুঝাতে চেষ্টা করলাম, 'আমি একজন তরুণ। আমি চাই ভালোভাবে বাঁচতে। আমি কাজ করে করে বা মার খেয়ে খেয়ে ওয়ালে গিয়ে মরতে চাই না। আমার জন্য ভালো একজন মনিব পাওয়ার কি কোনো উপায় আছে?'

'উত্তরে সে কানে কানে বললো, 'আমি কিছু কথা বলবো। তুমি একজন ভালো মানুষ। গোডোসো-এর জন্য কখনো কোনো সমস্যা তৈরি করোনি। অনেক সময়েই আমরা দাস বেচাকেনার বাজারে যাই। আমার কথা শোন। যখন ক্রেতা আসবে, আমি বলবো যে তুমি একজন ভালো শ্রমিক, ভালো একজন মনিবের অধীনে কঠোর পরিশ্রমের কাজ করতে চাও। নিজেকে কেনার উপযুক্ত করে তোল। যদি তুমি তা না করো, পরের দিন তোমাকে ইট টানতে হবে। অনেক কঠিন শক্ত কাজ।'

'সে চলে যাওয়ার পর, আমি উত্তপ্ত বালুতে শুয়ে পড়লাম, তারার দিকে তাকালাম এবং ভাবলাম কাজ সম্পর্কে। মেগিড্ডো কি জানি বলছিলো, যদি কাজ আমার সবচেয়ে ভালো বন্ধু হয় তবে এই ভালো বন্ধুকে কাছে পেয়ে আমি আশ্চর্য জয়ে যাবো। নিশ্চিতভাবে আমাকে তাই করতে হবে যদি আমি এখান থেকে বেরুতে চাই।

'মেগিড্ড যখন জেগে উঠলো, আমি তাকে আমার ভালো সংবাদটুকু দিলাম। এটিই ছিল আমাদের একমাত্র আশার আলো যখন আমরা ব্যাবিলনের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলাম। পড়ন্ত বিকেলে আমরা দেয়ালের কাছে পৌঁছলাম, দেখলাম লাইন ধরে মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। অনেকটা কালো পিঁপড়ার মতো। তীর্যক পথ ধরে উপরে উঠছে এবং নিচে নামছে। কাছাকাছি গিয়ে দেখলাম, এতো হাজার হাজার মানুষ। কেউ কেউ পরিখা খনন করছে, অন্যরা কাদার ইটের ধুলা মিশাচ্ছে। সবচেয়ে বেশি লোক বড় বড় ঝুড়িতে করে এসব ইট বয়ে নিয়ে যাচ্ছে, নির্দিষ্ট পথ ধরে রাজমিস্ত্রির কাছে নিয়ে যাচ্ছে।

'তদারককারীরা অলসদের দেখছে, যারা লাইনে চলছে না তাদের পিঠে ষাড় পিটানোর বেত দিয়ে সপাং সপাং করে পিঠাচ্ছে। হতদরিদ্র, হাড্ডিসার লোকগুলো তাদের ভারী বোঝার চাপে পড়ে গিয়ে আবার উঠে দাঁড়াতে পারছিলো না। চাবুকের আঘাত খেয়েও যারা দাঁড়াতে পারছিলো না, তাদেরকে পাশে ঠেলে দেয়া হচ্ছিল এবং তারা ব্যথায় কুকড়ে উঠছিলো। তাদেরকে শীঘ্র ঠেলে রাস্তার পাশে অন্যদের কাতারে নিয়ে দাঁড় করা হচ্ছিলো, যেখানে তারা অশোধিত কবরে যাওয়ার প্রতিক্ষা করছিলো। এই

BanglaBook.org

বীভৎস দৃশ্য দেখে আমি কেঁপে উঠলাম। যদি সে দাসদের বাজারে গিয়ে ব্যর্থ হয় তবে এটিই হবে আমার বাবার পুত্রের পরিণতি।

'গডসো ঠিক কথাই বলছিলো। আমাদেরকে শহরের গেইট দিয়ে দাসদের জেলে নিয়ে যাওয়া হলো এবং পরের দিন সকালে দাস বেচাকেনার বাজারে। এখানে ভয়ে সবাই গাদাগাদি করে বসছিলো, শুধু আমাদের গার্ডের চাবুক আমাদেরকে নড়াচড়া করতে বাধ্য করছিলো যাতে ক্রেতারা ভালোভাবে দেখতে পায়। মেগিডো এবং আমি আগ্রহ নিয়ে সবার সাথে কথা বলছিলাম, যারা আমাদের সাথে কথা বলতে চাচ্ছিলো।

'পাইরেট যখন প্রতিবাদ করছিলো তখন দাসদের ডিলাররা রাজার গার্ড থেকে সৈন্যদের ডেকে তাকে শৃঙ্খলিত করলো এবং নিষ্ঠুরভাবে তাকে পেঠালো, তাকে যখন নিয়ে যাওয়া হলো, তখন আমার খুব কষ্ট লাগছিলো।

'মেগিড্ডোর মনে হলো আমরা দ্রুত আলাদা হয় যাচ্ছি। যখন কাছে কোনো ক্রেতা ছিলো না তখন আমাকে প্রভাবিত করার জন্য আন্তরিকভাবে বললো কতো মূল্যবান কাজ আমাকে ভবিষ্যতে করতে হবে 'কিছু মানুষ কাজকে ঘৃণা করে, তারা কাজকে শত্রু মনে করে। একে একজন বন্ধু হিসেবে দেখতে হবে। কাজকে পছন্দ করতে নিজেকে প্রস্তুত করতে হবে। কাজকে কখনো কঠিন মনে করো না। যদি ভাবো কি সুন্দর বাড়ি তুমি বানিয়েছো তখন কি মনে হবে এর বীমগুলো কত ভারী ছিলো এবং দেয়ালের কত দূর থেকে প্লাস্টারের জন্য পানি আনতে হয়েছে। হে বালক, তুমি আমার কাছে প্রতিজ্ঞা করো, যখন কোনো মনিব পাবে, তার জন্য যত বেশি করে পারো কঠোর পরিশ্রম করো। যদি সে তুমি যা করো তার সবকিছুকে মূল্যায়ন নাও করে, মনে কিছু নিও না। মনে রেখো, ভালোভাবে যে কাজ করে তারই ভালো হয়। এই কাজ তাকে ভালো মানুষে পরিণত করে'। সে থেমে গেলো কারণ একজন বার্লি কৃষক কাছে এলো এবং আমাদেরকে ভালোভাবে দেখতে থাকলো।

'মেগিড্ডো তার ফার্ম, শস্য সম্পর্কে জানতে চাইলো এবং শীঘ্রই তাকে বুঝাতে পারলো যে, সে একজন কাজের লোক। দাসের ডিলারের সাথে করা দরকষাকষির পর চাষী তার পোশাকের নিচ থেকে একটি চ্যাপ্টা পার্স বের করলো এবং সাথে সাথে মেগিড্ডো তার নতুন মনিবের সাথে হাঁটতে হাঁটতে চোখের আড়ালে চলে গেলো।

BanglaBook.org

'সকালে আরো কয়েকজন বিক্রি হয়ে গেলো। দুপুরে গোডোসো আমাকে বললো ডিলার খুবই বিরক্ত হয়েছে এবং সে আরেকটি রাত অপেক্ষা করতে চাচ্ছে না। সূর্যাস্তের সময়ে বাকি সব দাসকে রাজার ক্রেতার কাছে বিক্রি করে দিয়ে চলে যাবে। আমি আগ্রহী হয়ে উঠলাম যখন মোটা করে একজন ভালো স্বভাবের লোক দেয়ার বেয়ে এসে জানতে চাইল, বেকারিতে কাজ জানা কেউ আছে কি।

'আমি এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম। আপনার মতো একজন ভালো বেকারীর লোক কেন আরেকজন খারাপ মানের বেকার নিতে চাচ্ছেন? এটি কি ভালো নয় যে আমার মতো একজন ইচ্ছুক কর্মীকে এর কলাকৌশল শিক্ষা দিয়ে দক্ষ করে তোলা? আমার দিকে তাকান। আমি একজন তরুণ, শক্তিশালী এবং কাজ করার মতো। আমাকে একটি সুযোগ দিন। আমি আমার সর্বাত্মক চেষ্টা করে আপনার জন্য স্বর্ণ এবং রৌপ্য এনে দিবো।

'আমার আগ্রহ দেখে তিনি প্রভাবিত হলেন এবং ডিলারের সাথে দরকষাকষি শুরু করলেন যে, আমাকে কেনার পর ভালো করে দেখেননি। কিন্তু এখন আমার সামর্থ্য, সুস্বাস্থ্য এবং ভালো মেজাজ দেখিয়ে ভালোই দরদাম শুরু করে দিলেন। নিজেকে একটি তাজা ষাড় মনে হলো যে, কসাই এর কাছে বিক্রি হচ্ছে। অবশেষে আমার আনন্দ বেড়ে গেলো যখন লেনদেন সম্পন্ন হলো। আমি আমার নতুন মনিবকে অনুসরণ করলাম। মনে হলো আমিই হলাম ব্যাবিলনের সবচেয়ে ভাগ্যবান মানুষ।

'আমার নতুন বাড়ি খুব পছন্দ হলো। নানা-নেইড, আমার নতুন মনিব শিখিয়ে দিলেন কিভাবে উঠানের পাথরের বোলের বার্লিতে শান দিতে হয়, ওভেনে কিভাবে আগুন দিতে হয় এবং কিভাবে হানি কেকে তিলের ময়দা ফেলে সুন্দর করতে হয়। আমার শেডে একটি বেড ছিলো যেখানে খাদ্য উপাদানগুলো মজুত করা হতো। বৃদ্ধ দাস গৃহ পরিচালক সোয়াস্তী আমাকে ভালো করে খাবার দিতো এবং তার কঠিন কাজে সাহায্য করায় সে আমার প্রতি খুবই খুশি ছিলো।

'এই সুযোগ এলো যেখানে মনিবের কাছে আমি নিজেকে মূল্যবান করে তুললাম। আশায় থাকলাম কোনোভাবে নিজের স্বাধীনতা অর্জনের পথ হুজে পাবো।

'আমি নানা-নেইডের কাছে অনুরোধ করলাম যাতে আমাকে দেখিয়ে দেয় কিভাবে ব্রেড এর মণ্ড তৈরি করতে হয় এবং বেক করতে হয়। উনি আমার

BanglaBook.org

আগ্রহ দেখে খুবই খুশি হলেন। পরে যখন আমি তা ভালোভাবেই করতে পারলাম তখন তার কাছে চাইলাম হানি কেক তৈরি করা শিখতে এবং শীঘ্রই সব ধরনের বেকিং করা শিখে ফেললাম। আমার মনিব রেস্ট নিতে পেরে খুব খুশি হয়ে গেলেন। কিন্তু সোয়াস্তি খুশি হলো না। অসম্মত হয়ে মাথা নাড়লেন, 'কোনো মানুষের হাতে কাজ না থাকাটা খুব খারাপ।'

'আমি বুঝতে পারলাম এখনি সময় আস্তে আস্তে কিছু কড়ি জমিয়ে নিজের মুক্তির পথ খুঁজতে থাকা। যেহেতু দুপুরের দিকে বেকিং শেষ হয়ে গেলো, ভাবলাম নানা-নেইড হয়তো অমত করবে না যদি আমি বিকেল বেলা তার জন্য উপার্জনের কোনো পথ খুঁজে দিতে পারি। তাহলে সে তা আমার সাথে শেয়ার করবে। তখন চিন্তাটা মাথায় আসলো, কেন আমি বেশি পরিমাণে হানি কেক তৈরি করছি না এবং তা রাস্তার ক্ষুধার্ত মানুষের কাছ ফেরী করে বিক্রি করছি না?

'নানা-নেইডের কাছে আমি এভাবেই পরিকল্পনা তুলে ধরি, 'যদি কাজ শেষ হওয়ার পর বিকেলটাকে ব্যবহার করে আমি আপনার জন্য কিছু কড়ি উপার্জন করি তবে আপনার কি আয়ের এই টাকার কিছু অংশ আমাকে দেয়া ঠিক হবে যা দিয়ে প্রত্যেকটি মানুষের মনে যেমন খায়েশ থাকে তেমনি আমি নিজের জন্য কিছু খরচ করতে পারি?

'বেশ ভালো হবে, বেশ ভালো হবে', তিনি মেনে নিলেন। যখন আমি ফেরী করে আমাদের হানী কেক বিক্রি করার কথা বললাম তখন তিনি বেশ খুশি হলেন। 'আমরা যা করছি তা হলো', তিনি পরামর্শ দিয়ে বললেন, 'তুমি দুটো কেক এক পেনীতে বিক্রি করবে। অর্ধেক পেনি আমার চলে যাবে ময়দা, মধু এবং বেক করার কাট কিনতে। বাকি মূল্য থেকে অর্ধেক হবে তোমার এবং অর্ধেক আমার।'

'কেন তুমি এতো পরিশ্রম করে যাচ্ছো?' আরাদ গোলা আমাকে একদিন বললো। তুমিও আজ প্রায় একই প্রশ্ন আমাকে করলে। কি মনে করে তুমি এই প্রশ্ন করলে? আমি তাকে বলেছিলাম যা কাজ সম্পর্কে মেগিডেডো আমাকে একদিন বলেছিলো। এবং কিভাবে এই কাজই আমার সবচেয়ে বড়ো বন্ধু বলে প্রমাণিত হলো। পেনি ভর্তি আমার ওয়ালেটের জন্য আমি তার কাছে গর্ব করেছিলাম এবং ব্যাখ্যা করে বলেছিলাম কিভাবে তা দিয়ে আমি নিজের স্বাধীনতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলাম।

'যখন আপনি মুক্তি পেলেন, তখন কি করলেন?' সে জানতে চাইলো।

BanglaBook.org

'তখন', আমি উত্তরে বললাম, 'আমি একজন মার্চেন্ট হতে চাইলাম।'

'এবার সে আমার উপর আস্থাশীল হলো। কিছু ব্যাপারে আমার কখনো সন্দেহ হয়নি, 'তুমি জানো না যে আমি একসময়ে দাস ছিলাম। মনিবের সাথে আমার অংশীদারিত্ব ছিলো।'

'থামুন, 'হাদান গোলা বললো, 'আমি এমন মিথ্যা শুনতে চাই না যা আমার দাদার সম্মানহানি করে, তিনি কখনো দাস ছিলেন না।' রাগে তার চোখ জ্বলছিলো।

শেরু নাদা শান্ত থাকলেন, 'তার দুর্দশা থেকে উঠে এসে দামাস্কাসের সম্মানিত নাগরিক হতে পারায় আমি তাকে সম্মান করি। তার নাতি হিসেবে তুমিওতো একই কাঠামোর তৈরি? বাস্তব সত্যকে মোকাবেলার জন্য তুমি কি যথেষ্ট শক্তিশালী না নাকি তুমি মিথ্যা মোহে জীবন কাটাতে পছন্দ করো?'

হাদান গোলা জিনের উপর শক্ত হয়ে বসলো। গভীর আবেগ মেশানো স্বরে সে উত্তরে বললো, 'আমার দাদাকে সবাই ভালোবাসতেন। তিনি অসংখ্য ভালো কাজ করে গেছেন। দুর্ভিক্ষ আসলে তিনি কি স্বর্ণ দিয়ে খাদ্যশস্য কিনেননি? তার ক্যারাভান দিয়ে সে খাদ্যশস্য দামস্কাসে নিয়ে এসে অনাহারে থাকা গরিবদের মধ্যে তা বিলিয়ে দেননি? এখন আপনি বলছেন তিনি ব্যাবিলনের একজন ঘৃণ্য দাস ছিলেন।'

'তিনি হয়তো ব্যাবিলনে একজন দাস হিসেবে ছিলেন, তখন হয়তো তিনি ঘৃণ্য একজন ছিলেন। কিন্তু যখন নিজের প্রচেষ্টায় দামাস্কাসের একজন বিখ্যাত ব্যক্তি হয়ে উঠলেন, স্রষ্টা তার দুর্ভাগ্যকে মুছে ফেলে তাকে সশ্রদ্ধ সম্মান দান করলেন', শারু নাদা উত্তরে বললেন।

'যখন আমাকে বললেন, তিনি একজন দাস ছিলেন', শারু নাদা বলতে থাকলেন, 'তিনি ব্যাখ্যা করে বললেন নিজেকে মুক্ত করার জন্য তিনি কতইনা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠছিলেন। তার অর্থ হয়েছিলো যা দিয়ে তিনি মুক্ত হতে যা প্রয়োজন তা পরিমাণ দিয়ে দিতে পারতেন। এক সময় ভালো বিক্রি করতে পারছিলেন না এবং ভয় হচ্ছিলো তার মনিবের সাপোর্ট হারিয়ে ফেলতে পারেন।'

'আমি তার সিদ্ধান্তহীনতায় আপত্তি তুললাম, 'তোমার মনিবের সাথে আর নিজেকে জড়িয়ে রেখো না। আরেকবার একজন মুক্ত মানুষের জীবনের স্বাদ নাও। একজন মুক্ত মানুষের মতো কাজ করো এবং সফলতা অর্জন করো! যা

BanglaBook.org

তুমি সম্পন্ন করতে চাও তার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করো, তোমার কাজই তা অর্জনে তোমাকে সাহায্য করবে'। সে তার মতো করে বলে চললো যে সে খুব খুশি হয়েছে কারণ আমি তার কাপুরুষতার জন্য তাকে লজ্জা দিয়েছি।'

আরেকদিন আমি গেইটের বাহিরে গেলাম এবং অবাক হয়ে দেখলাম বেশ কিছু লোক জড়ো হয়ে আছে। একজন লোককে কারণ জিজ্ঞেস করতেই সে বললো, 'তুমি শোন নাই? একজন দাস পালিয়ে গিয়ে রাজার গার্ডদের হত্যা করেছিলো তাকে বিচারের সম্মুখীন করা হয়েছে এবং আজই তাকে মেরে ফেলা হবে। এমনকি রাজাও এখানে উপস্থিত থাকবেন।'

'তাই ভিড় ক্রমেই বাড়তে থাকলো, আমি কাছে যেতে ভয় পেলাম পাছে আমার হানি কেকের ট্রে পুড়ে যায়। তাই আমি কাজ শেষ না হওয়া দেয়ালের উপরে উঠে মানুষের মাথা দেখতে থাকলাম। নেবুচাদনিজারকে দেখতে পেরে আমি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করলাম, সে তার সোনালী রথ চড়ে এসেছিলো। এতো আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠান আমি এর আগে কখনো দেখিনি, দেখিনি এতো দামী দামী পোশাক, সোনালী কাপড় ও ভ্যালভেট ঝুলে থাকা।

'আমি হত্যাকাণ্ড দেখতে পারিনি, যদিও হতভাগা দাসের তীক্ষ্ণ চিৎকার শুনতে পেরেছিলাম। অবাক হয়েছিলাম আমাদের হ্যান্ডসাম মহান রাজা কিভাবে এরকম নিষ্ঠুরতা দেখতে উপস্থিত থাকলেন। এমনকি তাকে দেখা গেলো অন্য মহান ব্যক্তিদের সাথে হাস্যরস এবং ঠাট্টায় মেতে আছেন। জানতে পারলাম তিনি খুবই নিষ্ঠুর এবং বুঝলাম দেয়াল তৈরিতে কেন দাসদের উপর এতো অমানবিক কাজ চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

'দাসের মৃত্যু নিশ্চিত হওয়ার পর তার দেহ পায়ে দড়ি বেঁধে একটি পুলের উপরে রাখা হয়েছিলো যাতে সবাই দেখতে পায়। ভিড় হালকা হওয়ার পর আমি কাছে গেলাম। লোমশ বুকে আমি দুটো সাপের উল্কিপরা দেখে আমি বুঝলাম সেই হলো আমাদের পাইরেট।

'পরের দিন আমি যে আরদ গোলার সাথে দেখা করলাম সে সম্পূর্ণ পরিবর্তিত একজন মানুষ। পরিপূর্ণ উৎসাহের সাথে সে আমাকে সম্ভাষণ জানালো 'দেখো, যে দাসকে তুমি জানতে সে এখন একজন মুক্ত মানুষ। তোমার কথার মধ্যে ম্যাজিক ছিলো। এরই মধ্যে আমার বিক্রি এবং মুনাফা বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমার স্ত্রী খুবই খুশি। সে ছিলো একজন মুক্ত রমনী, আমার মনিবের ভাতিজি। সে চায়, আমরা এমন এক শহরে চলে যাই যেখানে কেউ

BanglaBook.org

জানবে না যে আমি একসময়ে একজন দাস ছিলাম। এভাবে আমাদের বাচ্চাদের পিতার দুর্ভোগ তাদেরকে স্পর্শ করবে না। কাজই হয়ে গেলো আমার সবচেয়ে বড়ো সাহায্যকারী। এর মাধ্যমে আমি আমার আস্থা ও বিক্রির দক্ষতা ফিরে পেয়েছি।'

'আমি খুবই আনন্দিত হলাম এই ভেবে যে ক্ষুদ্র এই প্রচেষ্টায় আমি সফল হয়েছি, যে উৎসাহ সে আমাকে দিয়েছিলো তা আবার তাকে ফিরিয়ে দিতে পেরেছি।

'একদিন বিকেলে সোয়াস্তি গভীর হতাশা নিয়ে আমার কাছে এলো 'তোমার মনিবের খুব বিপদ। আমি তার জন্য ভয় পাচ্ছি। কয়েক মাস আগে সে জুয়ার টেবিলে অনেক বড়ো হারা হেরেছে। সে চাষীদেরকে তাদের শস্যের দাম যেমন দেয়নি তেমনি দেয়নি মধুর দাম। ঋণদাতাদেরও সে পরিশোধ করতে পারেনি। তারা বেশ রেগে তাকে ভয় দেখাচ্ছে।'

'তার বোকামীর জন্য আমাদের কেন দুশ্চিন্তা করতে হবে। আমরা তো তার তত্ত্বধায়ক না', আমি চিন্তা না করেই উত্তর দিলাম।

'বোকা তরুণ, তুমি বুঝতে পারছো না। ঋণদাতার কাছে সে সবকিছুর মালিকানার সিকিউরিটি দিয়েই ঋণ নিয়েছে। আইনমতে সে সবকিছু দাবি করে বিক্রি করে দিতে পারে। কি করবো আমি বুঝতে পারছি না। সে একজন ভালো মনিব। কেন? আহ কেন, এ রকম বিপদ তার উপর পড়তে যাবে?'

'সোয়াস্তির ভয় ভিত্তিহীন ছিলো না। পরের দিন সকালে আমি যখন বেকিং করছিলাম, তখন মহাজন একজন লোক সাথে নিয়ে এলেন যার নাম সাসি। লোকটি আমার দিকে তাকিয়ে বললো ঠিক আছে আমি রাজি।

'মহাজন আমার মনিবের ফিরে আসার অপেক্ষাই করলেন না। সোয়াস্তিকে বললেন যে, তাকে বলতে সে আমাকে নিয়ে চলে যাচ্ছে। শুধুমাত্র আমার পিছনের কাপড় এবং বেল্টে ঝুলানো পেনি নিয়ে আমাকে অসমাপ্ত বেকিং রেখেই ওর সাথে দ্রুত চলে যেতে হলো।

'আমার প্রিয় আকাঙ্ক্ষা থেকে আমাকে মুচড়ে ফেলা হলো যেমন হারিকেন জঙ্গলের গাছগুলো উপড়ে ফেলে উন্মত্ত সাগরে ফেলে দেয়। আবারো এক জুয়ার আড্ডা এবং বার্লির ভুল্লুক আমাকে বিপর্যয়ের মধ্যে ফেলে দিলো।

BanglaBook.org

সাসি ছিলো এক অভদ্র ও ভোতা প্রকৃতির মানুষ। সে যখন আমাকে নিয়ে শহর অতিক্রম করছিলো আমি তাকে নানা-নেইডের জন্য করা ভালো কাজগুলোর ফিরিস্তি দিয়ে যাচ্ছিলাম এবং বললাম তার জন্যও আমি ভালো কিছু করতে চাই। তার উত্তরের মধ্যে কোনো উৎসাহ ছিলো না।

'আমি এ কাজটি পছন্দ করছিলাম না, মনিবেরও পছন্দ হচ্ছিলো না। রাজা তাকে বললেন, একটি বড়ো খাল তৈরি করে দিতে আমাকে পাঠিয়ে দিতে। মনিব সাসিকে বললেন, আরো দাস কিনতে যারা কঠোর পরিশ্রম করে দ্রুত কাজ সম্পন্ন করতে পারে। বাহ, কিভাবে যে কেউ এ রকম বড়ো কাজ দ্রুত করে দিতে পারে?'

'এমন চিত্র একে নাও, যেখানে গাছপালাবিহীন মরুভূমি যেখানে শুধুমাত্র ছোট ছোট ঝোপঝাড় আছে, সূর্য এমন তেজে পুড়িয়ে যাচ্ছে যে আমাদের ব্যারেলে রাখা পানি এত গরম হয়ে উঠছে যে আমরা কোনোভাবে তা মুখে দিতে পারছি না। তারপর এমন চিত্র আঁকো যেখানে সারি সারি মানুষ খনন করা খালের গভীরে যাচ্ছে, মাটি ভর্তি ভারী ঝুড়ি মাথায় করে সূর্যোদয় থেকে রাত অবধি কাজ করে যাচ্ছে। এমন চিত্র আঁকো যেখানে গামলায় খাবার দেয়া হচ্ছে আর আমরা শুকরের মতো নিজে নিজে তা খাচ্ছি। আমাদের কোনো তাবু নেই, শোয়ার কোনো বেড নেই। এ রকম অবস্থায় আমি পড়ে গেলাম। একটি চিহ্নিত জায়গায় আমার ওয়ালেট পুঁতে রাখলাম। ভাবলাম আবার তা তুলে আনতে পারবো কিনা।

'প্রথমে আমি আগ্রহের সাথে কাজ করতে থাকলাম কিন্তু মাস যেতেই আমার স্পিরিট কমে আসতে থাকলো। তারপর আমার ক্ষত শরীরে জ্বর আসলো। আমার ক্ষুধামন্দা হলো, দৈবাৎ শুধুমাত্র শাকসব্জি ও মাটন খেতে পারতাম। রাতে অনিদ্রা মধ্যে টস করতাম।

'আমার দুর্যোগের মধ্যে অবাক হতাম যদি জোবাডর উত্তম পরিকল্পনা না পেতাম, কাজ করতে করতে মেরুদণ্ড ভেঙ্গে পড়াকে এড়িয়ে যেতে পারতাম না। তারপর আমি গত রাতের তার ছবি মনে করে দেখলাম তার পরিকল্পনা ভালো ছিল না।

'পাইরেটের কথা ভাবলাম, তার মতো বিরক্তিতে যদি আমি পড়ে গিয়ে যুদ্ধ করে মেরে ফেলতাম। তার রক্তাক্ত শরীরের ছবি মনে করিয়ে দিলো, তার পরিকল্পনাও ছিল অকার্যকর।

BanglaBook.org

'তারপর মেগিড্ডর সাথে আমার শেষ রাতের কথা ভাবলাম। কঠোর পরিশ্রমে তার হাতে কড়া পড়ে গিয়েছিলো কিন্তু তার হৃদয় ছিলো আলোকিত এবং মুখে ছিলো সুখের চিহ্ন। তার পরিকল্পনা ছিলো উত্তম।

'তারপরও আমি মেগিড্ডোর মতোই কাজ করতে আগ্রহী ছিলাম; তিনি আমার চেয়ে বেশি পরিশ্রম করতে পারতেন না। তাহলে, কেন যে কোনো কাজ আমাকে সুখ ও সফলতা এনে দিতে পারছে না? কাজই কি মেগিড্ডকে সুখ এনে দিয়েছিলো নাকি সুখ শুধুমাত্র স্রষ্টার কাছ থেকেই আসে? আমাকে কি বাকি জীবন কোনো উচ্চাশা, সুখ বা সফলতা ছাড়াই কাজ করে যেতে হবে? সবগুলো প্রশ্ন আমার মাথায় এসে জট পাকাচ্ছিলো এবং আমার কাছে এসবের কোনো উত্তর ছিলো না। বাস্তবে আমি দারুণভাবে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম। 'কয়েকদিন পরে যখন মনে হলো আমি ধৈর্যের শেষ সীমায় চলে এসেছি এবং আমার প্রশ্নগুলোর কোনো উত্তর মিলছে না। সাসি আমাকে ডেকে পাঠালো। আমার মনিবের কাছে থেকে একজন লোক এসেছে আমাকে ব্যাবিলনে নিয়ে যাওয়ার জন্যে। আমি আমার মূল্যবান ওয়ালেট মাটির নিচ থেকে খুঁড়ে বের করলাম। আমার শতছিন্ন পোশাকে নিজেকে আচ্ছাদিত করে আমার পথ ধরলাম।

'আমরা যখন যানে চড়ছিলাম, একই হারিকেনের চিন্তা আমার জ্বরাক্রান্ত মস্তিকে দোলা দিয়ে আমাকে এদিক সেদিক নিয়ে যাচ্ছিলো। মনে হলো আমার নিজের শহর হাররউন এর একটি ভজনের শ্লোকের মধ্যে আমি বেঁচে আছি :

ঘূর্ণিঝড়ের দিয়ে বেষ্ঠিত একজন মানুষ, যাকে ঝড়ের মতো তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে, যার পথ কেউই পিটিয়ে মসৃণ করতে পারে না, যার গন্তব্য কেউ অনুমান করতে পারে না।

'আমাকে কি চিরদিনই শাস্তি পাওয়ার জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে, সেই শাস্তিটি কি তা আমি জানি না? নতুনভাবে আবার কি দুর্যোগ এবং হতাশা আমার জন্য অপেক্ষা করছে?

'যখন আমরা মনিবের বাড়ির উঠানে প্রবেশ করলাম, ভেবে দেখ আমার অবাক হয়ে উঠার কথা যখন দেখলাম আবেদ গোলা আমার জন্য অপেক্ষা করছে। সে আমাকে ধরে নিচে নামালো এবং জড়িয়ে ধরলো যেন মনে হলে আমি তার অনেক দিনের হারিয়ে যাওয়া ভাই।

BanglaBook.org

'আমরা যখন আমাদের পথ ধরলাম, তখন মনে হলো আমি একজন দাসের মতোই মনিবকে অনুসরণ করে যাচ্ছি, কিন্তু সে তা করতে দিলো না। সে আমাকে তার বাহুতে জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞেস করলো, 'আমি তোমাকে সর্বত্র খুঁজেছি। যখন আমি একেবারে আশা ছেড়ে দিয়েছিলাম, তখন একদিন সোয়াস্তির সাথে দেখা করলাম যে আমাকে ঋণদাতার কথা বললো এবং আমাকে মহান এই মালিকের কাছে নিয়ে গেলো। এক শক্ত দরকষাকষি হলো এবং আমাকে চড়া মূল্য দিতে হলো। যদিও তোমার জন্য এই মূল্য দেয়া যথার্থ।

তোমার দর্শন এবং প্রতিষ্ঠান আমাকে নতুন এই সফলতার জন্য অনুপ্রেরণা দিয়েছিলো।'

'মেগিড্ডোর দর্শন, আমার নয়', আমি বাধা দিয়ে বললাম।

'মেগিড্ডোর এবং তোমার। তোমাদের দুজনকে ধন্যবাদ। আমরা দামাস্কাসে ফিরে যাচ্ছি এবং তোমাকে আমার পার্টনার হিসেবে চাচ্ছি। 'দেখ' সে বিস্মিত হয়ে বললো, 'এক মুহূর্তে তুমি একজন মুক্ত মানুষ হয়ে যাচ্ছো!' এই বলে সে কাদা দিয়ে খোদাই করে ট্যাবলেট বের করলো যাতে আমার উপাধি লিখা রয়েছে। সেটিকে সে তার মাথার উপর রেখে এটিকে পাথরের উপর ছুঁড়ে ফেলে শত শত টুকরো করে ফেললো। উচ্ছাস নিয়ে সে ওই টুকরাগুলোকে পা দিয়ে পিস্ট করতে লাগলো যতক্ষণ না সেগুলো ধুলায় পরিণত হয়।

'কৃতজ্ঞতার অশ্রু আমার চোখ ভরে উঠলো। জানলাম আমি ব্যাবিলনের সবচেয়ে ভাগ্যবান ব্যক্তি।

'তুমি দেখ, আমার চরম দুর্ভোগের সময়ে হয়ে গেলো সবচেয়ে ভালো বন্ধু।

আমার কাজ করার আগ্রহই ওয়ালের দাসদের দলে যোগ দিতে বিক্রি হয়ে যাওয়া থেকে পালিয়ে আসতে আমাকে সক্ষম করে তুললো। তোমার দাদাকে এটিই অনুপ্রাণিত করেছিলো যার জন্য তার পার্টনার হিসেবে আমাকে বাছাই করেছিলেন।

তারপর হাদান গোলা জানতে চাইলো, 'কাজই কি আমার দাদার সোনার মুদ্রাগুলো জড়ো করার সিক্রেট?'

'আমি তাকে প্রথম যখন জানলাম এটিই ছিলো একমাত্র চাবিকাটি' শারু নাদা উত্তরে বললো, 'তোমার দাদা কাজ করা উপভোগ করতেন। স্রষ্টা তার প্রচেষ্টাকে মূল্যায়ন করলেন এবং মুক্তহস্তে তাকে পুরস্কৃত করলেন।'

BanglaBook.org

'আমি এখন বুঝতে পারছি', হাদান গোলা বেশ সুচিন্তিতভাবে উত্তর দিলো। 'কাজই তার অনেক বন্ধুকে আকৃষ্ট করেছিলো যারা তার এই পরিশ্রমকে এবং এর জন্য প্রাপ্ত সফলতাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতো। দামস্কাসে তিনি যে সম্মান অর্জন করেছিলেন তা এনে দিয়েছিলো তার কাজ। আমি তার যা দেখছি তার সবই এনে দিয়েছে তার কাজ। অথচ আমি ভাবতাম কাজ শুধু দাসদের জন্য নির্ধারিত।'

'জীবনে মানুষ অনেক আনন্দ উপভোগ করতে পারে', শারু নাদা মন্তব্য করলেন। 'প্রত্যেকটির নিজস্ব স্থান রয়েছে। আমি খুশি এজন্য কাজ শুধু দাসদের জন্য নির্ধারিত না। আমি আমার সবচেয়ে বড়ো আনন্দ থেকে বঞ্চিত হতাম। অনেক কিছুই আমি উপভোগ করেছি কিন্তু কিছুই কাজের স্থান দখল করতে পারেনি।'

শারু নাদা ও হাদান গোলা ব্যাবিলনের বিরাট ব্রোঞ্জের গেইটের দিকে যাওয়ার উপরমুখি ওয়ালের ছায়ায় দিকে যানে চড়ে এগুচ্ছিলো। গেইটের প্রবেশমুখের গার্ডরা লাফ দিয়ে উঠে সম্মানিত এই নাগরিককে স্যালুট জানালো। মাথা উচ্চ করেই শারু নাদা দীর্ঘ ক্যারাভানের নেতৃত্ব দিয়ে গেইট দিয়ে প্রবেশ করে শহরের রাস্তা ধরলেন।

'আমার মনে সবসময়ে একটি আশা। আর সেটি হলো আমি যাতে আমার দাদার মতো একজন হতে পারি' হাদান গোলা তাকে আশ্বস্ত করলেন, 'এর আগে কখনো বুঝতে পারিনি আসলে তিনি কি ধরনের লোক ছিলেন। আপনি আমাকে তা বুঝিয়ে দিলেন। এখন আমি বুঝতে পারছি, আমি তাকে সবচেয়ে বেশি সম্মান করে যাবো এবং তার মতো হতে আরো বেশি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হবো। ভয় হয়, আপনি যে আমাকে সফলতার সত্যিকার চাবিকাটি দেখিয়ে দিলেন তার ঋণ কখনো শোধ করতে পারবো না। আজ থেকেই আমি এই চাবিকাটি ব্যবহার করে যাব। তিনি যেমন শুরু করেছিলেন আমিও তেমনি বিনীতভাবেই শুরু করবো, যেটা আমার সাথে বেশি মানানসই হবে যা জুয়েল ও দামী পোশাক থেকে হবে অনেক বেশি উপযুক্ত।'

এই বলেই হাদান গোলা তার কান থেকে জুয়েলের গয়না এবং আঙুল থেকে রিং খুলে ফেললো। সে তার ঘোড়ার জিন ধরলো এবং ক্যারাভানের নেতার পিছনে গভীর শ্রদ্ধা নিয়ে ঘোড়া চড়ে এগুতে থাকলো।

BanglaBook.org

ব্যাবিলনের ঐতিহাসিক চিত্র

ইতিহাসে ব্যাবিলনের মতো এতো গ্লামারাস শহর আর খুঁজে পাওয়া যায় না। এর নামের মধ্যে সম্পদ ও আড়ম্বরের সম্মিলন ঘটেছে। এর স্বর্ণ ও জুয়েলের মজুত ছিলো অবিশ্বাস্য পৌরাণিক গল্পের মতোই। কেউ হয়তো ভাবতে পারে যে এই সমৃদ্ধ শহরটি প্রাকৃতিক বিলাসিতার মধ্যেই স্থাপিত এবং প্রাকৃতিক সম্পদ জঙ্গল ও খনিতে পরিবেষ্টিত। আসলে তা নয়। এটি ইউফ্রেতাস নদীর পাশে স্থাপিত, সমতল উপত্যকা। এর মধ্যে কোনো জঙ্গল নেই, কোনো খনি নেই-এমনকি বিল্ডিং তৈরির পাথর নেই। এমনকি এর অবস্থান কোনো প্রাকৃতিক বাণিজ্যিক রুটের মধ্যেও নেই।

মানুষের সক্ষমতা দিয়ে বিরাট লক্ষ্য অর্জনের একটি জ্বলন্ত উদাহরণ হলো ব্যাবিলন। তাদের যে সম্পদ আছে তারা তাই ব্যবহার করেই এ পর্যায়ে পৌঁছেছে। এই শহরের সব সম্পদই নাগরিকদের অর্জন করা। এর মধ্যেকার সব ধনী ব্যক্তিরা নিজের প্রচেষ্টায় ধনী হয়েছেন।

ব্যাবিলনের রয়েছে মাত্র দুটো প্রাকৃতিক সম্পদ-একটি উর্বর ভূমি এবং নদীর পানি। ওই সময়ের বা তার কাছাকাছি কোনো সময়ের সবচেয়ে বড়ো প্রকৌশলগত অর্জন হলো, ব্যাবিলনের ইঞ্জিনিয়াররা নদীর পানিকে ড্যাম এবং সেচের খালের মাধ্যমে ভিন্ন মুখে প্রবাহিত করতেন। এই উপত্যকার সর্বত্র এরকম খালের মাধ্যমে উর্বর জমিতে জীবন দানকারী পানি সরবরাহ করতেন। ইতিহাসে এটিই প্রথম প্রকৌশলগত উপাদান। শস্যের ক্রেতা প্রাচুর্য এই সেচ ব্যবস্থার পুরস্কার যা পৃথিবীর ইতিহাসে-এর আগে কখনো ঘটেনি।

সৌভাগ্যক্রমে, এর দীর্ঘ ইতিহাসে একের পর এক রাজা ব্যাবিলন শাসন করেছেন যাদের কাছে রাজ্যজয় এবং ধনসম্পদ লুণ্ঠন এর ঘটনা মাঝে মাঝেই ঘটতো। অধিকাংশ যুদ্ধ ছিলো স্থানীয় এবং রক্ষণাত্মক যেখানে অন্যদেশের বিজয়ীরা ব্যাবিলনের কাল্পনিক সম্পদ লুট করতে আক্রমণ করতো। ইতিহাসে ব্যাবিলনের ব্যতিক্রমী শাসকদের প্রজ্ঞা, প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা এবং সুবিচারের সুখ্যাতি ছিলো। ব্যাবিলনে এমন কোন উচ্চাকাঙ্খি শাসক ছিলেন না যারা দুনিয়া জয় করতে চাইতেন যাতে সারা দুনিয়া তাদের ইগোকে শ্রদ্ধা করে।

BanglaBook.org

শহর হিসেবে ব্যাবিলনের অস্তিত্ব আর নেই। হাজার হাজার বছর ধরে যারা এই শহর তৈরি এবং সুরক্ষা করে গেছে সেসব সচেষ্ট মানবিক সম্পদকে যখন সরিয়ে নেয়া হলো, শীঘ্রই এটি মানবশূন্য ধ্বংসস্তূপে পরিণত হলো। এশিয়ার এই শহরটি সুয়েজ খালের ছয়শ মাইল ব্যাপিয়া অবস্থিত যা পারস্য উপসাগরের উত্তরে। এই অক্ষাংশটি বিষুবরেখার ৩০ ডিগ্রিতে অবস্থিত, অনেকটা আরিজোনার ইউমা এর মতোই। আর আবহাওয়া অনেকটা আমেরিকার মতোই গরম এবং শুষ্ক।

আজ ইউফ্রেতাসের এই উপত্যকা যা একসময়ের সেচের অধীনে চাষ করা ভূমি ছিলো তা আবারো বাতাস তাড়িত অনুর্বর আবর্জনায় পরিণত হয়েছে। বাতাস তাড়িত বালুর মধ্যে সামান্য ঘাস এবং ঘোপঝাড় নিজেদের অস্তিত্বের জন্য যুদ্ধ করে যাচ্ছে। এই বিরাট শহর, ধনী ব্যবসায়ীর ক্যারাভান এবং উর্বর ভূমির কিছুই আর নেই। আরবের যাযাবর যারা ছোট্ট ঝোপঝাড় খেয়ে নিজেদের ক্ষুদ্র জীবনযাপন করতে পারে তারাই এখানকার একমাত্র বাসিন্দা। খ্রিস্টানদের যুগ শুরু হওয়ার সাথে সাথে এই প্রক্রিয়ার শুরু হয়।

এই উপত্যকায় রয়েছে মাটির পাহাড়। শতাব্দি ধরে ভ্রমণকারীরা এগুলোকে তেমন কিছু মনে করেনি। অবশেষে প্রত্নতত্ত্ববিদদের দৃষ্টি এগুলোর দিকে আকৃষ্ট হয়। কারণ মাঝে মাঝে ঝড়বৃষ্টিতে এর মধ্য থেকে মাটির তৈরি আসবাবপত্র এবং ইট বের হয়ে আসতো। ইউরোপিয়ান এবং আমেরিকানদের অর্থায়নে এগুলো খুঁড়ে কি আছে তা দেখার অভিযান এখানে শুরু হয়। খোড়া এবং বেলচা এটিকে প্রাচীন শহর হিসেবে প্রমাণ করে। শহরের শশ্মানগুলোও তাদের অভিযানের মধ্যে পড়ে।

ব্যাবিলন এ রকম একটি শহর। বিশ শতাব্দি ধরে বাতাস এখানে ধুলো বয়ে আনছে। মূলত ইট দিয়ে তৈরি সব দেয়ালগুলো ভেঙ্গে পড়েছে মাটিতে মিশে গেছে। এই হলো ব্যাবিলন, এক সময়ের সমৃদ্ধ শহর। ধুলোর স্তূপ এবং এতোদিন ধরে পরিত্যক্ত এই এলাকা সম্পর্কে কেউ কখনো এতোকিছু ভাবেনি যতদিন পর্যন্ত সযত্নে শতাব্দি ধরে জমে থাকা আবর্জনা রাস্তা থেকে সরানো হয় এবং পড়ে যাওয়া মন্দির এবং রাজপ্রাসাদের ধ্বংসস্তূপ সরানো হয়।

অনেক বিজ্ঞানীদের মতে এই উপত্যকার ব্যাবিলন এবং অন্য শহরের সভ্যতা সুনির্দিষ্ট রেকর্ড অনুযায়ী সবচেয়ে পুরনো। অনুমান করা হয় এটি ৮০০০ বছর আগের। এই সময় নির্ধারণে একটি আকর্ষণীয় পদ্ধতি অনুসরণ করা

BanglaBook.org

হয়। ব্যাবিলনের এই ধ্বংসস্তূপ সূর্যগ্রহণের ফল। আধুনিক জ্যোর্তিবিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন কখন এরকম একটি সূর্যগ্রহণ ব্যাবিলনে দৃশ্যমান হয়েছিলো, এবং এভাবে তাদের ক্যালেন্ডার এবং আমাদের সময়ের সম্পর্কে খুঁজে বের করেছিলেন।

এভাবে জানা যায়, ৮০০০ বছর আগে সুমারিয়ানরা দেয়াল ঘেরা শহর ব্যাবিলনে বাস করতেন। অনুমান করা যায় কত শতাব্দি আগে এ রকম একটি শহর বিদ্যমান ছিলো। এর বাসিন্দারা শুধু দেয়াল ঘেরা শহরে অসভ্যের মতো জীবনযাপন করতো না। তারা ছিলো শিক্ষিত এবং আলোকিত। ইতিহাসের বর্ণনা অনুযায়ী তারা ছিলো প্রথম প্রকৌশলী, প্রথম জ্যোতির্বিজ্ঞানী, প্রথম গণিতবিদ, প্রথম অর্থায়নকারী এবং তারাই ছিলো প্রথম নাগরিক যাদের লিখিত ভাষা ছিলো।

উল্লেখ করা হয়েছে, তাদের সেচব্যবস্থার কথা যা এই শুষ্ক ভূমিকে কৃষিকাজের স্বর্গে পরিণত করেছিলো। এসব খালের অস্তিত্ব অনুমান করা যায়, যদিও এগুলো বালুতে ভরে গেছে। এগুলো এতো প্রশস্থ ছিলো যে পানি না থাকলে এক ডজন ঘোড়া এগুলোর ভেতরে পাশাপাশি হাঁটতে পারতো। এগুলোকে কলোরেডো এবং উথাহ এর বিরাট খালের সাথে তুলনা করা যায়।

উপত্যকার ভূমি সেচের পাশাপাশি ব্যাবিলনের ইঞ্জিনিয়াররা আরেকটি সমমর্যাদার কাজ সম্পন্ন করেন। ইউফ্রেতাস এবং তাইগ্রিস নদীর মুখের একটি জলাভূমিকে তারা বিস্তৃত ড্রেনেজ সিস্টেমের মাধ্যমে চাষের আওতায় নিয়ে আসেন।

গ্রীক পরিব্রাজক এবং ঐতিহাসিক হিরোদোতাস ব্যাবিলন ভ্রমণ করেন যখন তার অবস্থান ছিলো তুঙ্গে এবং তিনিই একজন বাহিরের লোক হিসেবে এই শহরের একমাত্র বর্ণনা প্রদান করেন। তার লেখায় শহরের একটি গ্রাফিক বর্ণনা পাওয়া যায়। এর মধ্যে শহরের মানুষের কিছু অস্বাভাবিক প্রথাও খুঁজে পাওয়া যায়। তিনি এই ভূমির রেকর্ড পরিমাণ উর্বরতার কথা উল্লেখ করেন এবং এখানে যে তারা গম ও বার্লি উৎপাদন করতেন তা জানান।

ব্যাবিলনের শান-শওকত চলে গেছে কিন্তু এর প্রজ্ঞাগুলো আমাদের জন্য সংরক্ষিত আছে। এগুলের জন্য আমরা তাদের কাছে ঋণী। ওই সময়ে কাগজ আবিষ্কৃত হয়নি, তারা পরিশ্রম করে তাদের কথাগুলো মাটির তৈরি ট্যাবলেটে খোদাই করে রাখতেন। শেষ হলে তারা তা শুকাতেন এবং

BanglaBook.org

এগুলো বেশ শক্ত হয়ে যেতো। এগুলো ছিলো ছয় বাই আট ইঞ্চি এবং এক ইঞ্চি গভীর।

আধুনিককালে আমরা যেভাবে লিখছি ঠিক একইভাবে এসব ক্লে ট্যাবলেটগুলো ব্যবহৃত হত। এগুলোর মধ্যে লিজেন্ডদের কথা, কবিতা, ইতিহাস, রাজকীর ডিক্রি, আইন, সম্পত্তির মালিকানা, প্রমিসরি নোট এবং দূরবর্তী শহরে পাঠানো চিঠির কপি খোদাই করে রাখা ছিলো। এসব ক্লে ট্যাবলেট থেকে মানুষের আন্তরিক, ব্যক্তিগত বিষয়ে অন্তদৃষ্টি পাওয়া যেতো। উদাহরণস্বরূপ একটি ট্যাবলেট স্পষ্টতই একজন স্টোরকিপারের কাছ থেকে পাওয়া, যেখানে একজন কাস্টমারের নাম লিখা হয়েছে যার কাছ থেকে একটি গরু রাখা হয়েছিলো সাত বস্তা গমের বদলে। যার মধ্যে তিন বস্তা সাথে সাথে ডেলিভারী দেয়া হয়েছিলো এবং বাকি চার বস্তা কাস্টমারের চাহিদামত সরবরাহ করার কথা লিখা ছিলো। ধ্বংসপ্রাপ্ত শহরে নিরাপদে পুঁতে রাখা এসব ট্যাবলেটের পুরো লাইব্রেরি প্রত্নতত্ত্ববিদরা আবিষ্কার করেন, এদের সংখ্যা ছিলো কয়েক শ হাজার।

ব্যাবিলনের আরেকটি বিশেষ বিস্ময় ছিলো শহর ঘিরে রাখা বিরাট দেয়াল। প্রাচীনযুগের সাতটি বিস্ময়কর আবিষ্কারের একটি মিশরের বিরাট পিরামিডের সাথে একই মর্যাদায় লোকেরা বিবেচনা করতো। রানী সেমিরামিস সর্বপ্রথম এই দেয়ালের কাজ শুরু করেন। আধুনিক প্রত্নতত্ত্ববিদেরা আসল দেয়ালের কোনো চিহ্ন খুঁজে পাননি। না এর আসল উচ্চতা জানা গেছে। আগেকার লেখকদের লেখা থেকে যা জানা গেছে দেয়ালটি ছিল পঞ্চাশ থেকে ষাট ফুট উঁচু। বাহিরের দিক পুড়া ইটে তৈরি ছিলো এবং গভীর পানির মোট দিয়ে আরো বেশি সংরক্ষিত করা হয়েছিলো।

পরের আরো আকর্ষনীর দেয়াল তৈরি হয় যীশুখ্রীষ্টের জন্মের ছয়শ বছর আগে রাজা নেবোপলাসর-এর সময়ে শুরু হয়েছিলো। এতো বিশাল স্কেলে তিনি কাজ শুরু করেছিলেন যে তা শেষ হওয়ার পর তিনি আর দেখতে পারেননি। বাকি কাজ তার ছেলে নেবুচাদনেজার এর উপরে ন্যাস্ত হয় যার নাম বিবলিক্যাল ইতিহাসে উল্লেখ আছে।

পরের আই দেয়ালের উচ্চতা এবং দৈর্ঘ্য রীতিমতো অবিশ্বাস্য ঠেকে। নির্ভরযোগ্য সূত্র মতে তা ছিলো একশ ষাট ফিট উঁচু যা বর্তমান সময়ের পঞ্চাশ তলা বিল্ডিং এর সমান উঁচু। লম্বায় তা ছিলো নয় থেকে এগারো মাইলের ভিতর। উপরে তা এতো প্রশস্ত ছিলো যে ছয়টি ঘোড়ার রথ এর

BanglaBook.org

মধ্যদিয়ে অতি সহজে চলে যেতে পারে। এই বিশাল স্ট্রাকচারের মধ্যে শুধুমাত্র ফাউন্ডেশন এবং দুর্গপরিখার খুব অল্প পরিমাণে বর্তমানে দেখা যায়। এসব কিছু ধ্বংসের পাশাপাশি আরবরা অন্যত্র দালানকোটা তৈরির জন্য ইটের সন্ধান করতে গিয়ে এগুলোর চূড়ান্ত ধ্বংস ঢেকে এনেছে।

সে যুগের প্রায় সব জয়ী সৈন্যদল এই দেয়ালমুখি মার্চ করেছে। অনেক রাজাই ব্যাবিলনকে ঘেরাও করে রেখেছে কিছুদিন। কিন্তু তাদের সব অভিযান ব্যর্থ হয়েছে। সেসব দিনের আক্রমণকারী আর্মিদের সংখ্যা উড়িয়ে দেয়ার মতো নয়। ঐতিহাসিকদের মতে এক একটি দলে ছিলো ১০০০০ অশ্বারোহী, ২৫০০০ যুদ্ধরথ আরোহী, ১২০০ রেজিমেন্ট পদাতিক সৈন্য যার প্রতিটি রেজিমেন্টে ছিলো ১০০০ জন করে। প্রায়ই দুই বা তিন বছর লাগতো এক একটি যুদ্ধের সরঞ্জাম ও খাবার সামগ্রি তৈরি করতে।

ব্যাবিলন শহর একটি আধুনিক শহরের আদলে গড়ে উঠে। এখানে রাস্তা ও দোকান ছিলো। আবাসিক এলাকায় ফেরিওয়ালারা তাদের সামগ্রি বিক্রি করতো। চমৎকার সব মন্দিরে বসে পাদ্রিরা তাদের কাজকর্ম সম্পাদন করতো। রাজপ্রসাদের দেয়াল শহরের মধ্যেই ছিলো। এই দেয়াল শহরের দেয়ালের মতোই সমান উঁচু ছিলো।

ব্যাবিলিয়নরা শিল্প কলায় খুবই দক্ষ ছিলো। এসব শিল্পের মধ্যে ছিলো ভাস্কর্য, চিত্রকলা, বুনন, স্বর্ণের কারুকাজ, বিভিন্ন ধাতব অস্ত্র ও কৃষিজাত যন্ত্রপাতি। তাদের স্বর্ণকাররা খুবই শিল্পসম্মত জুয়েলারি তৈরি করতো। সম্পদশালী লোকদের কবর থেকে এসবের অনেক নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে এবং এখন দুনিয়ার শীর্ষস্থানীয় সব মিউজিয়ামের প্রদর্শনী হচ্ছে।

এসব দিনে যখন দুনিয়ার অন্যান্য এলাকায় মানুষ পাথরের কুড়াল দিয়ে গাছ কাটতো, বর্শা ও তীর দিয়ে শিকার ও যুদ্ধ করতো, ব্যাবিলিয়নরা তখন ধাতুর তৈরি কুড়াল, বর্শা এবং তীর ব্যবহার করতো।

ব্যাবিলিয়নরা খুব চালাক অর্থ বিনিয়োগকারী ও ব্যবসায়ী ছিলো। আমরা যদ্দুর জানি তারাই প্রথম বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে অর্থ, প্রমিসরি নোট ও লিখিত দলিল ব্যবহার করে।

খ্রিস্টের জন্মের ৫৪০ বছর আগ পর্যন্ত ব্যাবিলিয়নে কোনো শত্রুপক্ষের সৈন্য ঢুকতে পারেনি। দেয়ালগুলো তখন পর্যন্ত কেউ দখলে নিতে পারেনি। ব্যাবিলিয়নের পতন ছিলো অস্বাভাবিক। সেই সময়ের সবচেয়ে বড়ো যুদ্ধজয়ী সাইরাস এই শহর আক্রমণ করার ইচ্ছা পোষণ করেন এবং দুর্ভেদ্য দেয়াল

BanglaBook.org

দখল করার প্রত্যাশা করেন। ব্যাবিলনের রাজা নেবোনিডাস এর পরামর্শদাতা তাকে পরামর্শ দিলেন সাইরাসের সাথে দেখা করার জন্য এবং শহর দখল করে না রেখেই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করতে বললেন। পর পর ব্যাবিলয়নের আর্মিরা যুদ্ধে পরাজত হয়ে শহর ছেড়ে পালিয়ে গেল। তারপর সাইরাস উন্মুক্ত গেইট দিয়ে প্রবেশ করলেন এবং কোনো বাধা ছাড়াই ব্যাবিলিয়ন দখল করলেন।

তারপর কয়েক শত বছর ধরে এই শহরের শক্তি ও মর্যাদা আস্তে আস্তে কমতে থাকলো। হঠাৎ করে শহরটিতে ঝড় এবং তীব্র বাতাস বইতে থাকলো এবং শহরটি পরিত্যক্ত মরুভূমিতে পরিণত হলো। ব্যাবিলিয়নের পতন হলো এবং এর নাগরিকরা যা অর্জন করেছিলো তা আর কখনো মাথা তুলে উঠতে পারেনি।

সময়ের কালক্রমে এখানকার মন্দিরের দেয়াল ধুলায় পরিণত হলো কিন্তু এদের দেয়া জ্ঞান এবং প্রজ্ঞা এখনো ঠিকে আছে।

– সমাপ্ত –

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org